

182. Ct. 887. 5.

THE
LITTLE CAPTIVE KING.
A
HISTORICAL EPISODE
OF THE
FRENCH REVOLUTION.
BY
MADHAV CHANDRA TARKASIDDHANTA.
PROFESSOR OF SANSKRIT, BERHAMPORE COLLEGE,
LATE DEPUTY INSPECTOR OF SCHOOLS,
HOWRAH.

কান্নাসু বালরাজ ।

ফ্রান্সের রাজবিদ্রোহ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ ।

বহুবমপুৰ কালেজেব সংস্কৃত অধ্যাপক,

হাবড়া জেলার স্কুলসমূহেব ভূতপূৰ্ব ডেপুটী ইন্স্পেক্টর,

শ্রীমাধব চন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত প্রণীত ।

কলিকাতা

১১ নং কলুটোলা স্ট্রীট, মোহন যন্ত্রে,

শ্রীশবৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ।

১২৯৪ সাল ।

মূল্য ৯০ আট আনা মাত্র ।

এই কাবান্ধ বালবাজ গ্রন্থখানি ১৮৪৭ সালের ২০

আইন অনুসাবে বেজেটবী কবা হইল ।

শ্রীমাধব চন্দ্র শর্মা ।

বিজ্ঞাপন ।

“কালাস্ত বালবাজ” চেম্বার্স মিস্লেটনির (*Chambers' Miscellany*) অন্তর্গত “লিটল্ ক্যাপ্টিভ্ কিং” (*Little Captive King*) নামক প্রবন্ধের অনুবাদ ।
বহুকাল পূর্বে “বালী শুভকবী পত্রিকা” নামে এক খানি
মাসিক পত্রিকা বালী হইতে প্রচাৰিত হইত।
সমোগ্য বন্ধু উত্তরপাড়া গবর্ণমেন্ট ইঙ্গরেজী স্কুলের
তৎকালীন সেকণ্ড মাস্টার অধিনাখন সৰ্ভর্ডিনেট্ জজ্
যুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য এম্, এ, বি, এল্,
হাশয় ও আমি এই দুই জনে ঐ পত্রিকার অধিকাংশ
লেখিতাম। “কালাস্ত বাজকুমার” নামে যে প্রবন্ধটি
ক্রমঃ প্রকাশ্য কপে ঐ পত্রিকায় প্রচাৰিত হইয়াছিল,
“কালাস্ত বালবাজ” তাহাবই নামান্তর মাত্র । দ্বাবকা-
নাথ বাবু কালাস্ত বালবাজেব কঞ্চাল বোজনা
করিয়া মাংস, ত্বক্ ও অঙ্গনোষ্টব নিৰ্ম্মাণেব ভার
আমাব প্রতি অৰ্পণ করেন, আমিও তদ্বিষয়ে বহু
যত্ন ও পরিশ্রম কৰি। পূৰ্বে “কালাস্ত বাজকুমার”
এই নামে প্রবন্ধটি ক্রমঃ প্রকাশিত হয়, কিন্তু
এখন বিবেচনা করিয়া দেখা গেল, “কালাস্ত বালবাজ”
এই নামটিই যথাবথ । মোড়শ লুইব বপের পর তাহার

বালক পুত্র (ঐশ্বের বাল নায়ক) লুই ডফিন্ ফ্রান্স ভিন্ন সমুদয় ইউরোপে সপ্তদশ লুই নামে অভিহিত ও ফ্রান্সেব রাজা বলিয়া পরিগণিত হন , অতএব তাঁহাকে রাজকুমার না বলিয়া বালরাজ বলাই উপযুক্ত ।

পুস্তক খানি লিটল্ ক্যাপ্টিভ্ কিং (*Little Captive King*) নামক প্রবন্ধেব অবিকল অনুবাদ নহে । এতদেশীয় লোকের রুচিভঙ্গের আশঙ্কায় কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত এবং সরসতা ও সুস্পষ্টতা সম্পাদনের নিমিত্ত কোন কোন অংশ স্ববচিত ও গ্রন্থান্তর হইতে সংকলিত হইয়াছে । কিন্তু তাহা বলিয়া ইতিহাসেব অঙ্গভঙ্গ কবা হয় নাই, প্রমাণভূত ইতিহাস অবিস্কৃত ভাবেই দণ্ডায়মান রহিয়াছে । “কারান্থ বালরাজ” এক খানি করুণবনপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ ; ইহা কপোলকল্পিত কথা বা আখ্যায়িকা নহে , ঘটনা গুলিব যাথার্থ্য বিষয়ে ইতিহাস সুস্পষ্ট সাক্ষ্যদান করিতেছে ।

শিক্ষাদানে ঘোড়ণ লুইর অসামান্য নৈপুণ্য ছিল, ইহা সর্ববাদী সম্মত , এ কথায় তাঁহার শত্রুপক্ষীয়েবাও বিনম্রাদী নন । তাঁহার সহধর্মিণী মেরি আন্টইনেট্ ও ঐ বিষয়ে পতির অননুরূপ ছিলেন না । তাঁহারা দুই জনে আপনাদের সম্মানটাকে ঘেরূপ উদার

শিক্ষা প্রদান করিতেন এবং সেই শিক্ষাবলে বালকটী
 যেরূপ অসাধারণ গুণের আধার হইয়াছিল, পাঠ করিয়া
 দেখিলে বিশেষ উপকার লাভ হইতে পাবিবে এবং
 পুত্রকন্যাদিগকে পিতামাতার স্মরণ শিক্ষাদান করি
 ফলোপধায়ক ও কতই আনন্দজনক, এতদেশীয় জনক
 জননীগণ তাহাও বুঝিতে পাবিবেন। বিশেষতঃ
 বিদ্রোহ সময়ে ফ্রান্সরাজ ষোড়শ লুই, রাজমহিষী
 মেবি আণ্টইনেট্ ও তাঁহাদের বালক পুত্র লুই ডকিন্
 প্রভৃতির প্রতি তদ্রূপ বিদ্রোহক ব্যক্তিগণের হৃদয়-
 বিদারণ ক্রূবাচরণ অনুভব করিলে সহৃদয় ব্যক্তিগণের
 হৃদয়কন্দর করুণবসে উচ্ছলিত ও নয়ন যুগল হইতে
 অনিবার্যবেগে বাষ্পবাবি প্রবাহিত হইতে থাকিবে,
 আর তাঁহারা বুঝিতে পাবিবেন, নিকৃষ্টবৃত্তি অতি-
 ভূমিগত হইলে কি ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম, কি কৰ্ম্মাকৰ্ম্ম কিছুতেই
 মানুষের দৃষ্টি থাকে না, তখন যতই কেন নিষ্ঠুর ও
 নৃশংস আচরণ করিতে হউক না, কিছুতেই তাঁহারা
 পরাশ্রয় নন।

উপবিলিখিত রূপ উপকাৰিতা লাভের সম্ভাবনায়
 পুস্তকাকারে প্রবন্ধটী প্রকাশ করিতে বহু দিন হইতে
 ইচ্ছা জন্মিয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য
 করিতে পারি নাই। বহু কাল পূর্বে শুভকরীতে উহা

প্রচাৰিত হয় এবং পত্ৰিকাৰ নমুদয় খণ্ডেৰ সংৰক্ষণে যত্ন শিথিল হইয়া পড়ে , স্মৃতিবাং অনেক চেষ্টা কৰিয়াও নমুদয় পত্ৰিকা খণ্ড সংগ্ৰহ কৰিতে পাবা যায় নাই । পৰিশেষে বিশেষ অনুসন্ধানে প্ৰায় নমুদয় সংগৃহীত হইল , কেবল প্ৰথম ও দশম অধ্যায় পাওয়া গেল না । ঐ দুই অধ্যায়ের অনুবাদ পৰে কৰিয়া দেওয়া হইয়াছে । ঐ দুই অধ্যায়েৰ অনুবাদ বিষয়ে উত্তৰপাড়া কালেজেৰ প্ৰিন্সিপাল্ শ্ৰীযুক্ত বাবু শ্ৰীমাচৰণ গঙ্গো-পাধ্যায় মহাশয় ও কলিকাতা মেট্ৰপলিটন্ ইন্‌ষ্টিটিউসনের অন্ততম প্ৰোফেসৰ্ শ্ৰীযুক্ত বাবু নারদাৰঞ্জন বায়, এম্, এ, মহাশয় আমাৰ বিস্তৰ আনুকূল্য কৰিয়াছেন । আমি ঐ বিচক্ষণ বন্ধুদ্বয়ের নিকট যথোচিত কৃতজ্ঞ বহিয়াছি । এস্থলে ইহা উল্লেখ কৰা আবশ্যিক যে, শুভকৰী পত্ৰিকায় যখন ক্ৰমশঃপ্ৰকাশ্য ৰূপে প্ৰবন্ধটী প্ৰচাৰিত হয়, তখন যেকপ ছিল, বিস্তৰ সংস্কৰণ বিহিত হওয়াতে এখন উহা নূতন কলেবৰ গ্ৰহণ কৰিয়াছে বলিলেও বলা যায় ।

ফ্ৰান্সেৰ ৰাজবিদ্ৰোহই গ্ৰন্থেৰ অবতারণাৰ মূল , বিদ্ৰোহেৰ কাৰণ জানিলে গ্ৰন্থ সম্যক্ৰূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পাৰিবে বিবেচনা কৰিয়া "ফ্ৰান্সে ৰাজবিদ্ৰোহেৰ কাৰণ" সংক্ষেপে উপক্ৰমণিকা ৰূপে লিখিত হইল ।

ঐ উপক্রমণিকা ভাগ পূর্বে বিরচিত বা শুভকরী পত্রিকায় প্রচারিত হয় নাই; উহা সংপ্রতি সঙ্কলিত। উহা পাঠ করিলে রাজনীতি বিষয়ক বিস্তর উপদেশ লাভ হইতে পারিবে। সপ্তম অধ্যায়েব অন্তর্গত “মানব জাতির সমানতা” ও দ্বাদশ অধ্যায়ের অন্তর্গত “ভয়ের শাসন” এই দুইটি বিষয়ের স্বরূপ ও ব্যাখ্যা পুস্তকের নিম্নভাগে টীকাকারে নূতন সংযোজিত হইয়াছে, ঐ দুইটি টীকা শুভকরীতে ছিল না।

দ্বাবকানাথ বাবু “কারাস্ত বালরাজ” পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত করিতে এবং অনুগ্রহ পূর্বক আমাকেই পুস্তকের স্বত্বাধিকারী হইতে অনুমতি করিয়াছেন। আমি তাঁহার এই অত্যাশা গুণে আবদ্ধ ও যাবজ্জীবন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিলাম।

পরিশেষে সন্মতজ্ঞ চিত্তে প্রকাশ করিতেছি, মেট্রপলিটন্ ইন্সটিটিউশনের হেড্ পণ্ডিত সোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশ চন্দ্র ঘোষাল এই পুস্তকের আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন।

বালী	}	শ্রীমাধব চন্দ্র শর্মা।
১২৯৪ সাল। ১৫ই চৈত্র।		

উপক্রমণিকা ।

ফ্রান্সে রাজবিপ্লবের কারণ ।

১৭৫৩ খৃঃ অব্দেব ২৫শে ডিসেম্বর ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ লর্ড চেম্বারফিল্ড ফ্রান্স হইতে এক খানি পত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন, “ কোন দেশে রাজবিপ্লব উপস্থিত হইবার অথবা বাজ্যশাসন সম্বন্ধে বিষম পবিবর্তন ঘটিবার প্রাক্কালে যে সকল লক্ষণ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সমস্ত লক্ষণ গুলিই এক্ষণে ফ্রান্স দেশে উদ্ভূত ও দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে ” । অতএব ফ্রান্সে রাজবিদ্রোহ ঘটিবার ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল পূর্বে তিনি ঐ লোমহর্ষণ ভযানক ব্যাপারের ভবিষ্যবাণী উচ্চারণ করিয়া বান বলিতে হইবে । ফলতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষ ভাগে ফ্রান্সের জাতীয় শরীর ক্ষত গলিত ও অতি শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয় । রাজসিংহাসন হইতে সামান্ত পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত সর্ব স্থলেই ও সর্ব প্রকার সামাজিক পদস্থ লোকেব মধ্যেই দৃঢ়বদ্ধমূল ভ্রষ্টাচারের স্রোত উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল । ১৭৮৯ খৃঃ অব্দের অনধিক পূর্বে বা পরে এক জন

ইংরাজ ভ্রমণকারী পরিদর্শনার্থ ফ্রান্সে গমন করেন ;
 ঐ সময়ে ফ্রান্সের কৃষিজীবীগণ যেরূপ শোচনীয়
 অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল, তিনি তাহার এক বিশেষ
 বিবরণ লিখিয়া যান । বন্য বরাহের ও মূগের মূখ
 যদৃচ্ছাক্রমে শস্তক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া কৃষকদিগের বহু
 পবিত্রায়ের ফল নষ্ট করিয়া দেয় ; এই অনিষ্ট নিবারণের
 কোন উপায়ই নাই ; যেহেতু ফিউডেল (১) (Feudal)

(১) পূর্বে ফ্রান্স ও ইউরোপের প্রায় সকল দেশে ফিউডেল
 সিস্টেম (Feudal System) নামে এক প্রথা প্রচলিত ছিল ।
 ঐ প্রথা অনুসারে রাজাই ভূমির একমাত্র অধিস্বামী বলিয়া
 পবিগণিত হইতেন । রাজা তাঁহার অধীন আমীর ওমবাহ-
 গণকে, তাঁহারা আবার অপেক্ষাকৃত নিম্নপদস্থ ওমবাহগণের
 মধ্যে ভূমি বিভাগ করিয়া দিতেন । এইরূপে নিম্নতাক্রমে
 ভূমি কৃষকদিগের মধ্যে বিলি হইত । এই সকল ভূমির অল্প
 সকলেই আংশিক কব প্রদান করিত এবং অবশিষ্ট কবেব
 পবিবর্তে যুদ্ধকালে স্ব স্ব ভূস্বামীর সাহায্য করিত । অর্থাৎ
 যাহার ভূমির ২৭ টাকা কব, সে ১৭ টাকা অথবা ৮০ দিত ;
 অবশিষ্ট ১০ অথবা ১১০ ব পবিবর্তে যুদ্ধ কালে ভূস্বামীর
 অধীনে যুদ্ধ অথবা অন্ত কোন রূপে সাহায্য করিত । যুদ্ধ অথবা
 অন্ত কোন প্রয়োজন উপস্থিত হইলে রাজা তাঁহার অধীন
 ওমবাহগণকে সংবাদ দিতেন, তাঁহারা আবার তাঁহাদের অধীন
 ভূস্বামীগণকে, তাঁহারা আবার অধীন প্রজাগণকে আসিতে

প্রভুর অনুমতি ব্যতিরেকে ঐ সকল জন্তু বধ করিলে তাহাদিগকে জালি (Galley) বোটে (২) বন্দনদণ্ড ভোগ কবিত্তে হয় । এই জঘন্য নিয়ম প্রচলিত থাকাতে ফ্রান্সের চাবিটী মাত্র প্রদেশে এক বৎসরে ৭৭০০০ টাকার শস্ত্র নষ্ট হইয়া যায়, অনুমিত হইয়াছে । এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্যান্য বহুবিধ প্রজাপীড়ন আইনেরও অভাব ছিল না । পাছে শিকাবের জন্তুদিগেব আত্মদ-গ্রহণে ব্যতিক্রম ঘটে, এই নিমিত্ত শস্ত্রক্ষেত্রে কয়েক প্রকার সাব ব্যবহাব নিষিদ্ধ ছিল । পাছে পারটিজ পক্ষীগণের বিচরণের ব্যাঘাত জন্মে, সে জন্তু ক্ষেত্রের তৃণচ্ছেদন ও ভূমিখনন ইত্যাদি কার্য্য, অন্যতম

আদেশ কবিতেন ; এইরূপে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগৃহীত হইত । এইরূপ ভূস্বামীগণকে ফিউডেল প্রভু বলিত । মুগ, বস্ত্রববাহ ও অন্যান্য বস্ত্র পণ্ড ঐ ফিউডেল প্রথা অনুসাবে সাধাবণেব বধ্য ছিল না, উহা বাজা ও ফিউডেল প্রভুগণেব মুগযাতৃকণ নিবাবণেব জন্তু বক্ষিত হইত ।

(২) জালি (Galley) নৌকা অথবা ক্ষুদ্র ডাহাজ বিশেষ, পূর্বে ইউরোপে লোকে কোন গুরুতব অপবাব করিলে কাবাবাসের পবিবর্ন্তে তাহাদিগকে ঐ সকল নৌকায বন্ধ করিয়া বাধা হইত এবং তাহাদিগকে ঐ সকল নৌকা টানিয়া লইয়া যাইতে হইত ।

একটি আইন দ্বারা নিবারণিত হয়। কেবল রাজা ও আমীর ওমরাহগণের স্বার্থসাধনের পোষক আব একটি আইনও প্রচলিত হইয়াছিল, তাহাব মর্ম্ম এইঃ— বৎসবেব একটি নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে কেহই গবাদি পশুর ভক্ষ্য তৃণ কাটিতে পারিবে না। এই সকল বাজনীতিবিরুদ্ধ অন্যায় ব্যবস্থা প্রচলিত থাকাতে অনেক রহৎ রহৎ ভূমিখণ্ড অরুদ্ধ ও পতিত থাকিত। সাধারণ পথ প্রস্তুত কবণের ব্যয়ভার জনসাধারণের উপর না ফেলিয়া প্রদেশ বিশেষের লোক বিশেষের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইত। এক বাব এইরূপে লোবেণের একটি উপত্যকা পূরণ কবিয়া তিন শতাব্দেও অধিক কৃষক সর্ব্বস্বান্ত ও দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছিল। কৃষকেবা এইরূপ গুরুভাবে আক্রান্ত হওয়াতে কৃষি-কার্য্যের ক্ষীণতা, স্মৃতবাং সময়ে সময়ে ভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রবলতা ঘটয়া উঠিতে থাকে। ফ্রান্সের কোন কোন প্রদেশে লবণের অতি গুরুতব শুষ্ক নির্ধারিত ছিল। এই ঘণাহ' শুষ্কের নাম গেবেল। ইহা যে কেবল লৌকিক বিবাদের প্রবল কাবণ ছিল এমন নহে, উহা ইতব সাধারণের নীতিভ্রংশেরও বিশিষ্ট কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। লোকে কৌশলক্রমে জীবন রক্ষাব একরূপ উপযোগী দ্রব্যের শুষ্কদান এড়াইবার জন্য নানা

অসহুপায় অবলম্বন করিত এবং সেই হেতু স্ত্রী পুরুষ ও বালক বালিকায় প্রায় ৩৪০০ লোক প্রতিবৎসব কারাগারে নিষ্কিণ্ড হইত । ফ্রান্সেব ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাব ট্যাক্স নির্দ্ধারিত ছিল এবং পণ্য দ্রব্যেব শুল্ক ও ওজনপরিমাণও একরূপ ছিল না, এমন কি কতকগুলি প্রদেশের মধ্যে বাণিজ্য দ্রব্যের পবম্পব বিনিময়ও একান্ত নিষিদ্ধ । রাজবিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সের ব্যবস্থাপ্রণালী বহুদোষসঙ্কুল ও অঙ্গহীন ছিল এবং বিচাবকার্য নির্বাহে অনেকানেক ভয়ানক অত্যাচারও সুস্পষ্ট লক্ষিত হইত । ফৌজদারী আদালত সমূহে অপরাধীগণেব প্রতি শাবীবিক দণ্ড বিধান প্রচলিত ছিল, পঞ্চদশ লুইএব বাজত্বকালে ভেনিএন্ নামে এক জন অর্দ্ধউন্নত ব্যক্তি বাজাকে বধ কবিবাব চেষ্টা কবে, ঐ হতভাগ্যের প্রতি নৃশংসতাব যেক্রপ পাবিপাট্য দেখান হয়, তাহাতে ইউরোপবাসীগণেব দয়াগুণ, তাঁহাদের বিসম বিনদৃশ অত্যাচাবেব অবমাননায় নিতান্ত হতগৌবব হইয়া পড়ে । ঐ হতভাগ্যেব শবীর উত্তণ্ড লৌহ দ্বাবা দক্ষ কবাইয়া তাহাতে গলিত সীস নিস্ত্রব চালিয়া দেওয়া হয়, পবে উহাকে চাবিটী মত্ত অশ্বেব মুখসন্নিধানে নিক্ষেপ কবিলে অশ্বেবা ভীষণ দংশনে তাহাব সৰ্ব্বশরীর ছিঁড়িয়া ফেলে !!! লেটার্স ডি কেচেট্ (Letters de cachet) নামে এক

পরওয়ানা বাহির করিবার ক্ষমতাও বাজার হস্তে সমর্পিত ছিল। উৎপাড়নের এই ভয়ানক ব্যবস্থাবলে কিছুমাত্র ন্যাক্সগ্রহণ অথবা বিচার না করিয়াই বাজা যাহাকে ইচ্ছা ধরিয়া যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন। ব্ল্যাক্‌ষ্টোন বলেন, দুর্নীতিপরায়ণ পঞ্চদশ লুইএক রাজত্ব সময়ে ঐ রূপ ১৫০০০ পরওয়ানা বাহির হইয়াছিল। ধর্ম্মমার্গ পরিভ্রষ্ট অকর্ম্মণ্য রাজপ্রসাদবিত্তগণ প্রার্থনা করিলেই রাজা অকাতরে তাহাদিগকে ঐ পরওয়ানা দিতেন এবং বৈবনির্ঘাতনেচ্ছু লোকেরা নিজ নিজ ছুরভিপ্রায় সাধনের নিমিত্ত অর্থ প্রদান করিলেই ঐ রূপ পরওয়ানা পাইতে পারিত বলিয়া উহা রাজস্ব-আগমের একটি দ্বাব হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম্মাধিকরণ সমূহে ভূরি পরিমাণে ও প্রকাশ্যভাবে উৎকোচ গ্রহণ চলিত এবং বিচারকের পদ, বাজা অথবা স্থানীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের অনুগ্রহাধীন ছিল বলিয়া বিচারপতিগণের স্বাধীনতাও অস্তহিত হইয়া যায়। সাধারণতঃ, বিচার-কার্য্য জঘন্য চাটুকারিতা ও দুষ্ঠাচরণের কলঙ্কময় অঙ্কে অঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল, স্মৃতবাং হতভাগ্য নিঃস্ব প্রজাগণের, ক্ষমতাশালী ধনাঢ্যদিগের বিরুদ্ধে সুবিচার পাইবার আশা ছিল না বলিলেই হয়। কখন কখন বিচার-নিষ্পত্তি (decrees) প্রকাশ্য ভাবে বিক্রীত হইত।

দেশ মধ্যে সুবিচারের উৎস একরূপ পাপপঙ্কে দূষিত হওয়া জাতীয় অবনতির যেকোন সুনিশ্চিত ও সুস্পষ্ট লক্ষণ, একরূপ আর কিছুই নহে। যে দেশের রাজা ধন ও ক্ষমতার প্রতি কিছুমাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া, ধনী ও নির্ধনের কিছুমাত্র বিশেষ না করিয়া অপক্ষপাতিতারূপ স্বর্গীয় নীতি অনুসারে বিচার কার্য্য নির্বাহ করেন, সেই দেশবাসীবাই প্রকৃত সুখী।

রাজবিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সের ইতর ও মধ্য শ্রেণীব লোকদিগের পূর্বোক্তরূপ দুঃখের কারণ ঘটয়াছিল। এ দিকে শাসনপ্রণালী একরূপ অবস্থাপন্ন যে, তদ্দ্বারা প্রজানাধারণের রাজভক্তি দিন দিন শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল। ভূতপূর্ব নৃপতি চতুর্দশ লুই অনেক গুলি বহুব্যয়সাধ্য অন্ত্যায় যুদ্ধের সূত্রপাত করিয়া যান; তাহাতে জাতীয় বাজস্ব গুরুভারাক্রান্ত ও হীন-ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। তাহার উত্তরাধিকারী পঞ্চদশ লুইএর রাজত্বকাল তদীয় পাবিষদবর্গের সমধিক বিশৃঙ্খল ও লম্পট ব্যবহারে দূষিত হয়, সুতরাং সামাজিক নীতিও বহুদোষাশ্রিত হইয়া উঠে। দুর্নীতি-পরায়ণ ক্ষুদ্রচেতা পঞ্চদশ লুই ভবসেইল প্রাদাদেব নিভৃত কক্ষে অবস্থান পূর্বক পম্পাড়র ও ডিউবেবি নামে দুইটি বারাজনার কুহকজালে জড়িত ও পাপপঙ্ক-

দূষিত ইন্দ্রিয়সুখে নিমগ্ন হইয়া আপাতপ্রতীয়মান শাস্তিসুখ অনুভব করিতেন, কিন্তু চতুর্দিকে যে বাজ্যনাশের মূল কাবণ গুলি প্রবল বেগে অক্ষুরিত হইয়া উঠিতেছিল, সে দিকে এক বাবও চাহিয়া দেখিতেন না । দেশ মধ্যে পুণ্য ও ধর্ম্ম কার্য্য যুদ্ধির উদ্দেশে জগদীশ্বর তাঁহাকে যে প্রভুশক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তিনি সেই ক্ষমতার সাধু ব্যবহার না করিয়া তৎকালসম্মত সন্নীতিব তুলামানের লাঘব করণার্থই সেই পবিত্র শক্তির প্রয়োগ করিতেন এবং নিজেব অসদাচরণ দ্বারা জনসাধারণকে নৃশংস স্বার্থপরতা ও নিলজ্জ লাম্পট্য দোষের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কবাইতেন । তাঁহাব লাম্পট্য দোষের কুখ্যাতি চতুর্দিকে একপ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল যে, এক বাব পাবিস নগর হইতে কতকগুলি বালক বালিকা অপহৃত হইলে, দেশ মধ্যে একরূপ জনবব উঠে এবং লোকে অতি আগ্রহেব সহিত তাহা বিশ্বাসও কবে যে, বহুবিধ অত্যাচাবে ক্ষয়প্রাপ্ত নিজ দেহ সবল কবণার্থ মনুষ্য শোণিত-ধাবায় স্নান কবিবেন বলিয়া পঞ্চদশ লুই ঐ সকল বালক বালিকা অপহরণ দ্বারা ঐ রূপ স্নানের উপকরণ সংগ্রহ কবাইয়াছেন । জীবনেব শেষ দশায় নীচ-মতি পঞ্চদশ লুই সদাই মৃত্যু ভয়ে অভিভূত থাকিতেন ॥

তিনি আপনাব সম্মুখে অন্য কাহাকেও মৃত্যুর নাম পর্যন্ত উচ্চারণ কবিতেন না । গির্জাপ্রার্থন, সমাধিস্থানস্থিত স্মরণস্তম্ভ ইত্যাকার যে সকল পদার্থ দর্শন করিলে মনে মৃত্যুচিন্তার উদয় হইতে পাবে, তিনি সে সকল দেখিতে ভাল বাসিতেন না । তাঁহার ও তাঁহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী নবপতিগণের রাজত্ব সময়ে রাজকীয় অপব্যয়ে অনূন ২০০০০০০০০ টাকা নষ্ট হইয়াছিল । পাপ বিমিশ্রিত ভোগসুখের সাধন উপকরণ সংগ্রহই ওরূপ অপব্যয়ের উদ্দেশ্য । পঞ্চদশ শতাব্দীর স্বার্থপরতাক্রম বিমরক্ষ পবিণামে প্রজাগণের রাজভক্তি বিলম্বরূপ অতি বিষম ফলই উৎপাদন কবিয়াছিল । এই বিষয় সবিশেষ পর্যালোচনা কবিয়া দেখিলে রাজগণ সম্প্রতি রূপে এই সুমহৎ শিক্ষা লাভ করি : পাবেন যে, পাপাসক্তিই রাজকীয় উন্নতির প্রধান অন্তবায়, দুষ্টাচরণই রাজা-দিগের পক্ষে অতি ঘ 'হ পাপ ও ধর্ম্মানুগত ন্যায় ব্যবহারই সিংহা নেনব দুর্ভে '্য ভিত্তি ।

রাজবিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের রাজগণ এইরূপ শোচনীয় হীনদশাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, এদিকে আবাব উচ্চবংশীয় ওমরাহগণের আচার ব্যবহার ও অবস্থা রাজ-শক্তির পৃষ্ঠপোষক না হইয়া উহাকে দিন দিন দুর্বলতাব

চরম সীমায় নীত করিতেছিল । ফিউডেল প্রথানুমোদিত অনেক গুলি অন্ধ্যা বিশেষ বিশেষ স্বত্ব তখনও ওমরাহ-সম্প্রদায়েব উপভোগ্য ছিল । ওমবাহগণ যাজকদিগেব অন্ধ্যা অনেক গুলি প্রধান প্রধান চ্যাকস হইতে নিস্মুক্ত ছিলেন । তাঁহাবা শাসন কার্যেব প্রায় সকল পদ গুলিই একচেটিয়া কবিয়া ফেলেন । এমন কি, মহাকুলপ্রসূত বলিয়া নিদর্শনপত্র দেখাইতে না পারিলে কেহ সৈন্যসংক্রান্ত কর্মেও নিযুক্ত হইতে পাবিতেন না । ফ্রান্সে ন্যূনাধিক ৮০০০০ পরিবার এই সকল অন্ধ্যা স্বত্ব উপভোগ করিতে পাইতেন । ঐ সকল ওমরাহ-গণের মধ্যে পরম্পর একতা ছিল না । প্রথমতঃ, পবম্পরাগত ও আধুনিক ওমরাহগণে প্রভেদ । যাঁহাবা অর্থ প্রদান দ্বারা ওমরাহপদ কিনিয়া লইতেন, অথবা নীচ ও সামান্য ব্যবলায় দ্বারা প্রভূত অর্থসঞ্চয় পূর্বক ওমবাহ-পদে উন্নতি হইতেন, তাঁহাবা আধুনিক ওমরাহ, আর যাঁহারা ফরাসি ইতিহাসের অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া ছিলেন, তাঁহাদেব বংশজাতগণকে পবম্পবাগত ওমরাহ বলিত । অন্যান্য ১০০০ পরিবার এই পবম্পরাগত ওমবাহ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বে, এই সম্প্রদায়ের মধ্যে তিন শতেরও অধিক পরিবারের স্বপদানুরূপ

গৌরব বক্ষাব উপযোগী সম্পত্তি ছিল না । বাণিজ্যরুত্তি
 অবলম্বন করাও তাঁহাদের সম্মান রক্ষার বিবোধী ;
 সুতরাং রাজকৰ্মে নিয়োগ ভিন্ন তাঁহাদের জীবনযাত্রা-
 নির্বাহের অন্য কোন উপায় ছিল না । বিশেষতঃ দারিদ্র্যের
 কঠিনতর তাড়নায় তাড়িত হইয়া তাঁহারা সৰ্বদাই অপথে
 পদার্পণ করিতেন, সুতরাং তাঁহাদের যশঃশরীর অকীর্ত্তি-
 কণ্টকে সংবিদ্ধ ও ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িত । দ্বিতীয়তঃ,
 নাগরিক ও জানপদ ওমবাহগণে প্রভেদ । নাগরিক
 ওমরাহগণ রাজনৈতিক ক্ষমতায় পরিবেষ্টিত অথবা রূথা
 আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া, বাজসভাতেই অধিক সময়
 অতিবাহন করিতেন । এদিকে, জানপদ ওমবাহগণ
 বাজসভায় মিশিতেন না, তাঁহারা, তাঁহাদের বিষয়
 সম্পত্তির অদৃবে থাকিয়া তৎসমুদয়েরই পর্য্যবেক্ষণ
 করিতেন । বস্তুতঃ তাঁহারা ততদূর সৌখীন ছিলেন না ;
 সুতরাং নাগরিক ওমরাহগণ তাঁহাদিগকে ঘৃণা করি-
 তেন । ফলতঃ ফ্রান্সেব ওমবাহগণের মধ্যে পরস্পর
 একতা ছিল না, প্রত্যুত তাঁহাদের মধ্যে দলাদলি
 বাঁধিয়া উঠিয়াছিল । দেশ মধ্যে সাধারণ জনের
 ন্যায় ওমরাহগণেব আচরণও বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া
 পড়িয়াছিল । অধীন জনগণের শ্রীরক্ষিসম্পাদনে
 তাঁহাদের কিছুমাত্র স্নিগ্ধদৃষ্টি ছিল না । সৰ্ব্বদেশে

সর্বসময়েই ধন বুদ্ধি ও ক্ষমতার তাবতম্যানুসারে সামাজিক পদমর্যাদাবিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ কেহ বা প্রভু কেহ বা অধীন হইয়া থাকেন। ইহা ঐশ্বরিক নিয়ম। কিন্তু পরমেশ্বর আবার সেই সামাজিক পদমর্যাদা বিষয়ক বৈষম্যেব মুক্ততা বিধানেরও উপায় করিয়া দিয়াছেন। অধীন জনের প্রতি স্নিগ্ধ ব্যবহারই সেই মুক্ততা বিধানের একমাত্র উপায়। পরমেশ্বর যাহাদিগকে প্রভুশ্রেণীভুক্ত হইবার সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন, অধীন জনের প্রতি তাঁহাদের যে সদয় ব্যবহার নিতান্ত কর্তব্যকর্ম তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। যাহাতে অধীন জনের ঐহিক ও পারত্রিক সুখস্বাস্থ্যের বৃদ্ধি হয়, একান্তমনে একপ বিধান করা, তাহাদের প্রতি দয়া ও বদান্যতা প্রকাশ করা এবং যাহাতে তাহারা ধর্মপবায়ণ ও দেশের উপকাবসাধনে সন্মত হয়, সর্বথা কায়মনোবাক্যে একপ চেষ্টা করা, প্রভুশ্রেণীভুক্ত মানবগণের একান্ত কর্তব্য কর্ম। এরূপ কার্য করিলে, তাঁহারা রাজ্যের অলঙ্কার ও প্রধান অবলম্বনস্বরূপ হইতে পারেন। কিন্তু যে দেশে ধনবান্ ও প্রভুগুণিসম্পন্ন মানবগণ ধন ও ক্ষমতাব্যবহার করেন, যে দেশে অর্থ ও প্রভুত্ব সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের গৌরববৃদ্ধির কার্যে নিয়োজিত না

হইয়া, কেবল জঘন্য ও অধর্ম্য কার্যে পর্যাবসিত হয়, ইতিহাস ও ধর্মশাস্ত্র একবাক্যে ভয়োদ্দীপক স্ববে বলিয়া থাকে, সেই দেশ পরমেশ্বরের কোপদৃষ্টিতে পড়িবেই পড়িবে ।

ফ্রান্সের রাজা, ওমরাহ ও সাধারণ লোক পূর্বোক্ত-রূপ গোচরীয় অবস্থাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন ; তাহাব উপর আবাব দেশের নির্মাণপ্রায় ক্ষমতা ও শক্তির পুনরুদ্দীপক ধর্মপ্ররুত্তিরও একান্ত অসম্ভাব হইয়া উঠে । তখন ফ্রান্সে রোমান্ ক্যাথলিক্ ধর্মই রাজনিয়ম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছিল ; কিন্তু উহাতে বহুবিধ অসঙ্গত ও অযৌক্তিক বিধান থাকাতে, উহা তৎকালীন লোকদিগের তত্ত্বানুসন্ধান পিপাসার শাস্তি সাধনে সমর্থ ছিল না । রোমান্ ক্যাথলিক্ ধর্মের বিষয় লিখিবার সময় ফ্রান্সের রাজবিপ্লবের এক জন বিচক্ষণ ইতিহাসলেখক বলিয়াছেন, “রোমান্ ক্যাথলিক্ ধর্ম আপনাকে অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিত, কিন্তু উহার অন্তর্গত কোন বিষয়ের কারণ নির্দেশে, সামঞ্জস্য সহকারে অতি কঠিন নিয়ম গুলির মৃদুতা সাধনে ও কুৎসিত নিয়ম গুলির পরিত্যাগে উহা একান্ত অসমর্থ । যখন লোকে অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন, সেই সময় হইতে বহুকাল ব্যাপিয়া অযৌক্তিক ভ্রম, অবিশ্বাস্য সিদ্ধান্ত, বুদ্ধিবিপর্যায়কর

অসঙ্গত বিধান ও স্মৃতি বিরোধিনী শিশুজনোচিত কর্ম-কাণ্ড পদ্ধতি ইত্যাদি বহুবিধ অসার বিষয় উহার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল। ঐ সকল অসারতার কারণ নির্দেশ করিতে অথবা উহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারা যাইত না।” ধর্ম্মালম্বের পুর্বোহিত গণের মধ্যেও অনেকে দুর্নীতিপরায়ণ ও নাস্তিকমতাবলম্বী ছিলেন। মহাকুল প্রসূত না হইলে কাহাকেও ফ্রালের ধর্ম্মালয়ের উচ্চতর পৌরহিত্য কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইত না, এমন কি ষোড়শ লুইএর রাজত্বকালেও এই কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। ফলতঃ তৎকালে পুর্বোহিতগণ ধর্ম্মের সারগ্রাহী ছিলেন না, কেবল কুসংস্কারমূলক অসার বাহ্যাদম্বে বত হইয়া তাঁহারা লোকের যৎপর্বো-নাস্তি অসুখের কারণ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ফ্রালের ধর্ম্মমন্দির সমূহ মনুষ্য শোণিতেও দূষিত হইয়াছিল। প্রাচীন কালের কথা দ্বে থাকুক, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ লুইএর রাজত্ব কালেও প্রাটেষ্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের প্রতি অতি নৃশংস আচরণ করা হইত। তাহাদের মধ্যে কেহ নির্কাসিত, কেহ জালি নোকায বদ্ধ ও কেহ বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইত। বস্তুতঃ জনসাধারণকে ঘোরতর মূর্থতাতিমিরে আচ্ছন্ন রাখা ফ্রালের তৎকাল প্রচলিত ধর্ম্মের উদ্দেশ্য ছিল। এই

সকল কারণে বিদ্রোহের অনেক পূর্ব হইতেই ফরাসিগণ দেশ প্রচলিত ধর্মের প্রতি নিতান্ত শ্রদ্ধাহীন হইয়া উঠে । বিশেষতঃ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়েব অন্তর্বিবাদে লোকদিগের ধর্মবন্ধন শিথিল এবং ধর্ম-সংক্রান্ত ভণ্ডামি গুলি অপেক্ষাকৃত কৃতবিদ্যাগণের ঘণার বিষয় হইয়া পড়ে । ফলতঃ ফ্রান্সে তৎকাল প্রচলিত অন্তঃসাববিহীন রোমান্ ক্যাথলিক্ ধর্ম, অন্ধজনের অন্ধ পরিচালকের ন্যায় প্রজ্ঞানাদারণকে বিপথগামী কবাত্রে অতি ভীষণ ফরাসি বিদ্রোহের অন্ততম প্রধান উত্তেজক বলিয়া যথার্থই নির্দাহ হইতে পারে ।

এদিকে আবাব নাস্তিকমত দেশমধ্যে প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল । বিকৃতভাবাপন্ন বহুদোষা-শ্রিত বোমান্ ক্যাথলিক্ ধর্মকে যথার্থ খৃষ্টীয় ধর্ম মনে করিয়া লোকে অবিশুদ্ধ বা বিশুদ্ধ খৃষ্টীয় ধর্মমাত্রের প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িতেছিল । অনন্তর খৃষ্টীয় ধর্মকে পৃথিবী হইতে সমূলে উৎপাটিতকরিয়া ফেলিবাব জন্য ফ্রান্সের প্রধান প্রধান লোক ও পণ্ডিতগণ চক্রান্ত করিয়া বসিলেন । সর্বনাশ জনক এই ভয়ানক ব্রতে তাঁহারা দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন এবং দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে ঐ বিষয়ে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন । কি

বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র পুস্তক, কি পদ্য, কি উপন্যাস যে কোন পুস্তকই হউক না কেন, সকলের মধ্যেই এই নাস্তিক মতাবলম্বী পণ্ডিতগণ স্ফুর্জিত ধূর্ততা ও কৌশল সহকারে নাস্তিকতা বিষয় ছড়াইয়া দিতে-
ছিলেন। ভল্টেয়ার্ (১) ও রোম্বো (২) নামক দুইজন প্রধান নাস্তিক লেখকের প্রতিমূর্তির নিম্নভাগে এইরূপ লিখিত ছিল:—“আমরা পৃথিবীকে আলোকময় করিতেছি”। যথার্থ বটে, তাঁহাদের লেখনী-বিনির্গত নাস্তিক্য দেশধ্বংসকর বিদ্রোহবর্হি প্রস্থালন করিয়া ফ্রান্সদেশকে অগ্নিময় ও আলোকময় করিয়াছিল!! ইঁহারা যে বিষম বিষবৃক্ষের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন, পরবর্তী লোকদিগকে তাহার অতি মাঝামাঝক ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। ইঁহাদের গ্রন্থাবলীই লোকের ধর্ম্য ও নৈতিক বন্ধন শিথিল করিয়া দেয় এবং সেই শৈথিল্যই করাসি রাজবিপ্লবকে নানা বাঁভংস কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া তুলে।

নাস্তিকতার নিত্যসহচর ভ্রষ্টাচারের স্রোত দেশমধ্যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। চূড়ান্ত ক্রমে সেই সময়ে ফ্রান্সের সাহিত্যও একান্ত কুরুচিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রধান প্রধান লেখকগণ যেন প্রযত্ন সহকাৰে পুস্তক মধ্যে অঙ্গীলতা বিস্তার ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন । বাস্তবিক তৎকালে নৈতিক তুল্যমানের সমধিক ভ্রমতা বশতঃ সমাজ বিশৃঙ্খল ও অতি শোচনীয় দশায় উপনীত হয় । এক জন করাসি লেখক বলিয়াছেন, সেই সময়ে কর্তব্য-নুষ্ঠান—কাপুরুষতা, ভদ্রতা—কুসংস্কার, ও শিষ্টাচার—ভণ্ডামি বলিয়া লোকের নিকট বিবেচিত হইত । লাম্পট্য দোষাবহ ছিল না এবং দুর্নীতিই জন সাধারণের কার্যের পরিচালক ছিল । আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যদিও তৎকালে দেশমধ্যে এতাদৃশী নৈতিক ও সামাজিক দুরবস্থা ঘটিয়া উঠিয়াছিল, তথাপি সেই সময়ে ধর্ম ও সুনীতির সমর্থক যেরূপ লম্বাচোড়া কথা লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইত, সেরূপ আর কখনই শুনা যায় নাই । যাহাতে মনুষ্যের স্বভাব ও মহত্বের সম্পূর্ণ উন্নতি হয়, এরূপ বিষয়ের কথাবার্তা লইয়া সকলেই আন্দোলন করিতেন ; কিন্তু ওরূপ রথা আন্দোলনে কি হইবে ? যে নীতির মূলে ধর্মের অভাব, তাহা কি কখন কার্যকর হইতে পারে ? তাহা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক ও অন্তঃসার বিহীন । যদি রাজবিপ্লব কালে ফরাসিরা নাস্তিক হইয়া না পড়িতেন, যদি তাঁহারা দেশ প্রচলিত ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া না বসিতেন, তাহা

হইলে স্বদেশের উন্নতি চেষ্টায় তাঁহাদিগকে ওরূপ বিফল ও হতাশ হইতে হইত না । মনুষ্যের ধর্মবলই প্রধান বল ।

এক্ষণে ফ্রান্সে রাজবিপ্লবের আর একটি গুরুতর কারণ নির্দেশ করা যাইতেছে । ইংলণ্ড ও আমেরিকায় পরস্পর যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, সেই সময় ফ্রান্স নিজের সৈন্য পাঠাইয়া আমেরিকার সাহায্য করিয়াছিলেন । যুদ্ধাবসানে আমেরিকা হইতে প্রত্যাগত সেই সৈনিক দল ফরাসি বিদ্রোহের অন্ততম প্রধান কারণ । মন্ত্রীগণের পরামর্শে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া ষোড়শ লুই যে পূর্বোক্ত যুদ্ধে আমেরিকার সাহায্য করিয়াছিলেন, সে জন্ত তিনি সর্বদাই অনুতাপ করিতেন । ইংলণ্ড ও আমেরিকায় পরস্পর যে কারণেই যুদ্ধ ঘটুক না কেন, ফ্রান্সেব সেই যুদ্ধে লিপ্ত হইবার কোন কারণ ছিল না । ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে পরস্পর চিরশত্রুতা ও চিরপ্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল । ইংলণ্ডের এই বিপদের সময় আমেরিকার সাহায্য কবিলে ইংলণ্ড অনায়াসেই পরাজিত ও অবনত হইয়া পড়িবেন, এই অভিপ্রায়েই বোধ হয় ফ্রান্স ঐ যুদ্ধে লিপ্ত হন । এই অন্তায় মার্গ অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া, উত্তর কালে ফ্রান্সকে সমুচিত প্রায়শ্চিত্তও করিতে হইয়াছিল । আমেরিকা ও

ইংলণ্ডের যুদ্ধাবসানে আমেরিকায় সাধারণতন্ত্র শাসন-প্রণালী প্রবর্তিত হয় । আমেরিকায় প্রেরিত ফ্রান্সের সৈন্যদল আমেরিকার সেই সাধারণতন্ত্র প্রণালীব স্বাধীনতা দেখিয়া আসিয়া ঐরূপ শাসনপ্রণালী লাভের নিমিত্ত উন্নতপ্রায় হইয়া উঠে এবং স্বদেশেব যথেষ্টাচার রাজতন্ত্রের সহিত আমেরিকার সাধারণ-তন্ত্রের তুলনা করিয়া দেখিতে থাকে । বিশেষ অনু-ধাবন করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইত যে, আমেরিকা ও ফ্রান্স এ উভয়ের মধ্যে নানা বিষয়ে নানা প্রকার গুরুতর বিভিন্নতা ছিল, সুতরাং আমেরিকার ন্যায় নূতন রাজ্যে যে প্রকার শাসনপ্রণালী সমধিক ফলোপধায়ক, ফ্রান্সের ন্যায় প্রাচীন রাজ্যে তাহা সম্পূর্ণ অনুপযোগী । কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তৎকালে ফ্রান্স-দেশে শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে বিশুদ্ধ সাধারণ মত প্রচারের উপায় ছিল না । ফ্রান্সের রাজতন্ত্রপ্রণালী ঘটিত দোষ লইয়া তর্ক বিতর্ক করা রাজনিয়মেব একান্ত বিরুদ্ধ ছিল ; কিন্তু অন্য কোন প্রকার শাসন-প্রণালীর পরিকল্পনে বা আন্দোলনে কিছুমাত্র নিষেধ ছিল না । এক্ষণে ক্রমাগত সাধারণতন্ত্র শাসনপ্রণালীর বিষয় আন্দোলন করিয়া আসাতে ফরাসি জাতির এরূপ কুঅভ্যাস জন্মিয়া গিয়াছিল যে, দেশ প্রচলিত শাসন-

প্রণালীর দোষ সংশোধন বিষয়ে সচেষ্ঠ না হইয়া তাহাবা কেবল সেই কল্পনাপ্রসূত নূতন শাসনপ্রণালী লাভার্থ রাজতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ সাধনে মনে মনে একান্ত ব্যগ্র হইতে লাগিল । পূর্বে ফরাসি জাতিব মধ্যে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব লক্ষিত হইত । তাহারা এক সময়ে আপনাদের রাজতন্ত্র শাসনপ্রণালীর প্রশংসা করিয়া ভরসেইল রাজপ্রাসাদের শিরোভাগে এইরূপ লেখাইয়াছিল ;—“পৃথিবীতে ফরাসি জাতির ন্যায় জাতি নাই, পাবিসের ন্যায় নগর নাই, এবং লুইএব ন্যায় রাজা নাই ।” ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালীকে ফরাসিবা ঘোরতর অরাজকতা বলিয়া জানিত । কিন্তু রাজবিপ্লবের প্রাক্কালে ঐরূপ ভাব ফরাসি জাতির অন্তঃকরণ হইতে এক কালে অন্তর্হিত হইয়া যায় , সুতরাং নরকবিষয়ে ইংলণ্ডবাসীগণের অনুকরণ করিবাব জন্ম তাহাবা উন্মত্তপ্রায় হইয়া পড়ে । ইংবাজদিগের ন্যায় পোষাক করিতে, ইংরেজী পুস্তক পড়িতে, ইংলণ্ড দেশীয় অশ্বে আরোহণ করিতে ও ইংরাজ ভূতা নিযুক্ত করিতে লোকের আকাঙ্ক্ষা একান্ত বলবতী । পরিশেষে ইংলণ্ডের ন্যায় শাসনপ্রণালী স্বদেশে প্রবর্তিত করিবার জন্ম সকলে বিশেষ উৎসুক । ফলতঃ এক কালে ফ্রান্সদেশে ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালী যেদ্রুপ ঘৃণার সামগ্রী

ছিল, এক্ষণে উহা আবার তেমনই আদরের পদার্থ হইয়া পড়িল । এইরূপে ফরাসিরা দিন দিন রাজ-তন্ত্রেব প্রতি অধিকতর অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া উঠে ।

ফ্রান্সে রাজবিপ্লবের আরও নানা কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু উপরিভাগে যে গুলি লিখিত হইল, সেই গুলিই সর্বপ্রধান ; অর্থাৎ রাজতন্ত্রপ্রণালীর উচ্ছৃঙ্খলতা ; ওমরাহগণের কর্তব্যানুষ্ঠান বিষয়ে পবা-জ্ঞতা, কুসংস্কার জলদ জালে ধর্ম্মেব আচ্ছন্নতা, প্রজারন্দের দৈন্য দশা ও অজ্ঞানান্ধকার, বিচারালয়ের বিকৃত অবস্থা, নাস্তিকতার বহুলপ্রচার, নৈতিক বন্ধনের শৈথিল্য ও বিশুদ্ধ সাধারণ মতের অসম্ভাব, এইগুলিই সেই লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর ব্যাপাবেব সূমহৎ কারণ । ফরাসি রাজবিপ্লবেব এই সংক্ষিপ্ত কাবণ গুলি পাঠ করিলে চিন্তাশীল মনুষ্যগণ সহজেই বুঝিতে পাবিবেন, বিশ্বকর্ত্তা পরমেশ্বর বিশ্বরাজ্য পালনের জন্ত যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, সেগুলি পালন করিলে মনুষ্যবিশেষ অথবা জাতি-বিশেষ পুরস্কার স্বরূপ অসীম সুখলাভ করিতে পারেন, কিন্তু সেই সকল নিয়ম ভঙ্গ করিলে দণ্ডস্বরূপ বিবম ক্লেশে পড়িতে হয় । ন্যায়পণ্যাবলম্বী জাতি উন্নতিসোপানে পদার্পণ করিতে পারে, কিন্তু পাপাচার নিরত দেশ অবনতির চরম সীমায় উপনীত হয় ।

রাজার প্রতি পরমেশ্বর অতি গুরুভার অর্পণ করিয়াছেন । তিনি প্রজাগণের সুখ দুঃখের প্রতিভূস্বরূপ । প্রজাগণের সুখ দুঃখে উদাসীন থাকিয়া স্বার্থপরের ত্রায় নিজের সুখাশ্বেষণে রত হওয়া বাজা প্রজা উভয়েবই সর্বনাশের মূল । এই নিমিত্তই শাস্ত্রকারেবা প্রজাবঞ্জন, রাজার অবশ্য কর্তব্য কর্ম বলিয়া ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন । কেবল প্রজাবঞ্জনানুবোধেই মহানুভব অযোধ্যাধিপতি রামচন্দ্র নিরপরাধা প্রেয়সী মহিষীকেও বনে প্রেবণ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই । আকবর প্রজাবঞ্জন নৃপতি ছিলেন বলিয়া মোগল সাম্রাজ্যের কত দূর্ব না উন্নতি হইয়াছিল ? আবাব আওরংজেব প্রজাপীড়ন রূপ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সেই সুদৃঢ় সুবিস্তৃত মোগল সাম্রাজ্য নাশের বীজ বপন করিয়াছিলেন বলিতে হইবে ।

যে সময়ে ফ্রান্সেব এইরূপ শোচনীয় অবস্থা, সেই সময়ে পঞ্চদশ লুইএর মৃত্যু হইল, ষোড়শ লুই তাঁহার উত্তরাধিকারী ; তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । ষোড়শ লুই দয়াদাক্ষিণ্য গুণোপেত শাস্ত্র-প্রকৃতি নরপতি ছিলেন । তাঁহার অন্তঃকরণ নানাবিধ সদগুণের আধার ছিল । রাজ্যের ক্রীড়ান্নি সাধনে তিনি একান্ত উৎসুক ছিলেন । যদি শাস্তিময়

সময়ে তিনি ফ্রান্সের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিতেন, তাহা হইলে এক জন প্রজারঞ্জন উদার-চেতা ভূপতি বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ফ্রান্সের জাতিতরী এক্ষণে আর সুমঙ্গল পবন হিলোলে সুস্থির নদীবক্ষ দিয়া মুদুমন্দ গমনে চলিতেছিল না ; এক্ষণে উহা উত্তাল তরঙ্গমালা সঙ্কুল ফেনপুঞ্জ সমাকীর্ণ প্রবল ঝটিকাহত সমুদ্রের উপর মহাভীষণ বেগে ধাবিত হইতেছিল। সেই তরী চালাইবার জন্য এক্ষণে এক জন সুনিপুণ, কার্যদক্ষ, সাহসী ও দৃঢ়চিত্ত নাবিকেব প্রয়োজন, দুর্ভাগ্যক্রমে ষোড়শ লুই নেকপ নাবিক ছিলেন না, তিনি অব্যবস্থিতচিত্ত ও ভীরুস্বভাব।

ষোড়শ লুই বাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেখিলেন, রাজস্ব অতি গুরুভারাক্রান্ত ও রাজ্য ঋণদায়ে বিষম জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। টরগট্ (১) নামক এক জন বাজনীতি বিশাবদ বিচক্ষণ ব্যক্তিকে তিনি মন্ত্রিভে বরণ করিলেন। টরগট্ রাজ্যেব ব্যয় লাঘব, সকলেব নিকট যথাবীতি কর আদায়, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের সংশোধন, লেটার্ন ডি কেচেট্

(১) Turgot.

(Letters de catchet) নামক ঘৃণাই পরওয়ানা উঠাইয়া দেওয়া ইত্যাদি নানাবিধ দেশ হিতকর কার্যের প্রস্তাব করিয়াছিলেন । ফলতঃ টরগট্ যেরূপ প্রস্তাব করেন, সেইরূপ কার্য্য করিলে বোধ হয়, রাজ-বিপ্লবের বেগ অনেকাংশে প্রশমিত হইতে পারিত । টরগটের পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে বোড়শ লুইএর ইচ্ছাও ছিল । তিনি নিজের শরীব ও প্রাসাদ রক্ষকের সংখ্যা কমাইয়া অনেকানেক নিষ্প্রয়োজন কর্মচারী ছাড়াইয়া দিলেন এবং নানাপ্রকারে বায় লাঘব ও অত্যাচাব নিবারণের চেষ্টা কবিত্তে লাগিলেন । কিন্তু এই সকল কার্য্যে যাহাদের স্বার্থের ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল, তাহারা তাঁহার প্রতি বিষম বিরক্ত হইয়া উঠিল ও তাঁহাব বিরুদ্ধে তারত্বরে চীৎকার করিতে লাগিল । বোড়শ লুইএর চিত্ত একপ মুদ্র ছিল না যে, তিনি এই সকল স্বার্থপর লোকেব চীৎকার দমন করিয়া উঠেন ; সুতবাং তিনি সে সঙ্কল্প হইতে বিরত হইলেন, টরগট্কেও কর্ম পরিত্যাগ করিতে হইল । টরগটের পর নেকার (১) রাজস্ব-সচিবের পদে নিযুক্ত হইলেন ।

(১) Necker.

নেকার বিচক্ষণ লোক ছিলেন, তিনি মিতব্যয়িতা অবলম্বন পূর্বক অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে রাজস্বের ন্যূনতা পবিহারেব এবং ভূতপূর্ব মন্ত্রী টবগটেব প্রস্তাবিত কৌশল অনুসারে নানাবিধ দেশহিতকর কার্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কিন্তু স্বার্থপরায়ণ লোকেবা স্বার্থান্ধবিব ব্যাঘাত ভয়ে আবাব ঘোরতর প্রতিবাদ আরম্ভ কবিল, স্মৃতবাং নেকারকে কর্ম পরিত্যাগ করিতে হইল । নেকাবেব পর কেলোন্ ও লোমিনি ক্রমাযয়ে রাজস্ব সচিবের পদে নিয়োজিত হইলেন, কিন্তু তাঁহারাও রাজ্যেব কিছুমাত্র উন্নতি সাধন কবিতে পারিলেন না, অবশেষে নেকাব পুনরীকর মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হইলেন ।

নেকার মন্ত্রিত্বপদ পুনর্গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, রাজ্যের অবস্থা অতি শোচনীয় ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে, এমন কি, সাধারণ ধনাগাবে ১১০০০০ এব অধিক টাকা নাই । পূর্বে ফ্রান্স রাজ্যে মধ্যে মধ্যে ষ্টেট্‌স্ জেনেবেল্ (States General) নামে একটা রাজ্যসমিতি আহুত হইত, উহাতে বাজা, ওমরাহগণ ও সাধারণ লোকদিগেব প্রতিনিধি স্বরূপ নির্বাচিত কতকগুলি লোক একত্র হইয়া রাজ্যের শুভাশুভ চিন্তা করিতেন । ১৩১৪ খৃঃ অব্দ হইতে ঐরূপ সভা

আর আহুত হয় নাই । রাজ্যের ঘোরতর বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত ; সাধারণ লোকে বিবেচনা করিতে লাগিল, এক্ষণে ঐরূপ সভা আহ্বানের উপযুক্ত সময় হইয়াছে । এলিসন্ (১) বলেন, প্রধান অমাত্য ঐরূপ সভা আহ্বানের কেবল অভিপ্রায় প্রকাশ করিবামাত্র চতুর্দিকে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল ; নরকত্রই কেবল সমাজ ও রাজ্যের উন্নতি বিষয়ে কথা । ঘাঁহারা প্রকৃত দেশহিতৈষী, তাঁহারা রাজ্যসমিতি স্থাপিত হইলে দেশেব কত দুবই মঙ্গল ঘটবে, ভাবিতে লাগিলেন, আব স্বার্থপর লোকেবা এই গোলযোগে আপন আপন স্বার্থ সাধন কবিয়া লইতে পাবিবে এই আশায় মোহিত হইয়া পড়িল । সহস্র সহস্র বাজনীতি বিষয়ক পুস্তিকায দেশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল । নরকত্রই রাজনীতিব আন্দোলন, নরকত্রই বাজনীতিব বাদানুবাদ । অবশেষে সমস্ত ফবাসি জাতিব এইরূপ আগ্রহাতিশয় দেখিয়া নেকার রাজ্যসমিতি আহ্বান কবিতে সন্মত হইলেন । পূর্ব পূর্ব রাজ্যসমিতি মধ্যে সাধারণ লোকদিগেব যে পবিমাণে প্রতিনিধি থাকিতেন, এবাব নেকাব তাহাব দ্বিগুণ করিলেন , কিন্তু নেকারের এই কার্য্য বিষম ভ্রান্তির কার্য্য

(১) এক জন প্রধান ইতিহাস লেখক ।

বলিতে হইবে । প্রসিদ্ধই আছে স্বাধীনতা রক্ষা অতি মুহূর্ত্তাবে বর্দ্ধিত হয় । যে জাতি সেই রক্ষের ফল ভোগ করিবার বাসনা করেন, প্রগাঢ় ধর্ম্মনীতিমূলক আত্মশাসন অভ্যাস দ্বারা অনেক পূর্ব্ব হইতে তাঁহাদের প্রস্তুত হইয়া থাকা উচিত । যে সময়ে ফ্রান্সে অকস্মাৎ স্বাধীনতার একরূপ সঞ্চার হইতে চলিল, সে সময়ে ঐ দেশের ন্যায় আত্মশাসনের অনুপযোগী অন্য কোন দেশই লক্ষিত হয় নাই । কয়েক জন ওমরাহ ব্যতিরেকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, কেহই রাজ্যশাসন কার্যে অভ্যস্ত ছিলেন না ; আবার সাধারণ লোকে একরূপ মূর্খ হইয়া পড়িয়াছিল যে, পঞ্চাশ জনের মধ্যে এক জনও পড়িতে পারিত কিনা সন্দেহ । উহাদের ধর্ম্ম ও নীতি নিতান্ত ক্ষীণ দশায় উপনীত । একরূপ অবস্থায় প্রজারন্দের উপর অতিগুরু বাজ্যশাসনের ভার সমর্পণ করা নেকারের পক্ষে নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ কার্য্য হইয়াছিল, সন্দেহ নাই ।

১৭৮৯ খৃঃ অব্দের ৫ই মে রাজ্যসমিতিব অধিবেশনের দিন নির্দ্ধাবিত হইল । উহার পূর্ব্ব দিন সদস্তগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া মহা সমারোহে ধর্ম্মমন্দিরে উপস্থিত হইলেন । তানলয় বিশুদ্ধ সুমধুর বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল, ধর্ম্মমন্দির শ্রুগন্ধি দ্রব্যে সুবাসিত

হইয়া উঠিল এবং প্রধান যাজক বাহাডুরের সহকারে উপাসনা কার্য সমাধা করিয়া ধর্মোপদেশ দিতে লাগিলেন । কিন্তু ওরূপ বাহাডুরের কি হইবে ? সমবেত জনগণের মধ্যে কাহারও অন্তঃকরণে ধর্মভাব বিরাজিত নাই, প্রায় সকলেই নাস্তিক মতাবলম্বী । কেহ কেহ এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য সহকারে বলিতে লাগিলেন, ফ্রান্সের সুখশশী সমুদিতপ্রায় । কিন্তু ইহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ ভ্রম । উহা কেবল উৎপৎস্রমান বাত্মার অব্যবহিত পূর্বকালীন নভোমণ্ডলের প্রশান্ত ভাবের স্থায় এবং গূঢ়নক্স সুস্থির হৃদের বক্ষঃস্থিত স্বচ্ছ সলিলের ন্যায় আপাত প্রতীয়মান শাস্তি ।

নির্দ্ধারিত দিবসে ভরসেইল রাজপ্রাসাদেব একটা ত্বরহৎ গৃহ মধ্যে রাজ্যসমিতিব অধিবেশন হইল । ষোড়শ লুই সভা সমক্ষে একটা বক্তৃতা কবিলেন ; এবং প্রজাগণের কল্যাণ বৃদ্ধি করিবাব জন্য তাঁহার ইচ্ছা যে অত্যন্ত বলবতী, তাহা তিনি স্পষ্টাঙ্করে প্রকাশ করিলেন । সকলেই মনে করিয়াছিল, সভামধ্যে রাজা স্বতঃপ্ররৃত্ত হইয়া সিংহাসন ও মুকুট পরিত্যাগ করিবেন, কিন্তু তিনি সেরূপ করিলেন না দেখিয়া সকলেই হতাশ হইয়া পড়িল । বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে যখন রাজা উপবেশন করিলেন, তখন সকলেই

তাহার সমক্ষে টুপি পরিয়া বসিয়া রহিল। লোকেব
মন হইতে যে রাজভক্তি এক কালে অন্তর্হিত হইয়াছে,
এটি তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ ।

প্রজাদিগের নির্বাচিত রাজ্যসমিতির সদস্যগণ
নানা উপাদানে নিৰ্ম্মিত। এলিসন্ বলেন, বিদ্যালয়
হইতে অচিরবহির্গত অজ্ঞাতশাস্ত্র চঞ্চলমতি যুবক,
জীবিকা নির্ব্বাহে অক্ষম অকর্ষ্য ব্যবহারাজীব,
স্বল্পবুদ্ধি দরিদ্র যাজক, কর্ম্মভ্যাগহীন নিষ্কর্মা চিকিৎ-
সক এবং লম্পট দরিদ্র দুরাকাজ্ঞ ও অধম প্রকৃতিব
বহুসংখ্যক লোক শাসন প্রণালীব সংস্কার বিধানের
নিমিত্ত যেন উদ্দীপিত হইয়া চতুর্দ্দিক্ হইতে দলে দলে
আসিতে আরম্ভ করিল। যাহা হউক, এক্ষণে রাজ্য
সমিতির কার্য্য কিরূপে চলিবে, কিরূপেই বা
উহাব মতামত প্রকাশিত হইবে, তাহাই বিবেচনার বিষয়
হইয়া উঠিল এবং সেই বিষয় লইয়া নানা চক্রান্ত
আরম্ভ হইল। কেহ কেহ বলিলেন, ইংলণ্ডের ন্যায়
ক্রমেও রাজ্যসমিতিব দুইটি সম্প্রদায় হউক, অর্থাৎ
একটি ওমরাহ ও যাজকগণে গঠিত উচ্চতর সম্প্রদায় (১),
অন্যটি প্রজাদিগের প্রতিনিধিগণে গঠিত নিম্নতর

(১) হাউস অফ লর্ডস্ (House of lords) ।

সম্প্রদায় (২) । এই প্রণালীতে কার্য্য চলিলে দেশেব অনেক উপকাব হইতে পারিত ; তাহা হইলে কোন কার্য্য হঠকারিতাব সহিত সম্পাদিত হইতে পারিত না । মনে করুন, নিম্নতব সম্প্রদায় একটী আইন প্রস্তুত কবিতে চলিলেন, কিন্তু উহা বাস্তবিক সুন্দর নহে, উহা উচ্চতব সম্প্রদায় কর্তৃক আব এক বাব বিবেচিত হইলে উহাব দোষক্ষালন হইয়া অনেকাংশে সংশোধিত হইতে পারিত । এইরূপে আবার উচ্চতর সম্প্রদায়েব কার্য্যও নিম্নতব সম্প্রদায় সমালোচনা কবিয়া দেখিতে পারিতেন । একটী সম্প্রদায়েব কার্য্য-কলাপ অন্যতব সম্প্রদায় কর্তৃক সমালোচিত হইলে দেশেব শুভ ফল লাভেবই সম্ভাবনা থাকিত সন্দেহ নাই । কিন্তু প্রজাদিগেব প্রতিনিধিগণ নির্লক্ষ সহকাবে বলিলেন, তাহা কিছুতেই হইবে না । তাঁহাবা বলিলেন, বাজ্য-সমিতিব মধ্যে উচ্চতব অথবা নিম্নতব কোন সম্প্রদায়েরই কিছুমাত্র বিভিন্নতা বক্ষিত হইবে না, কি ওমবাহ, কি যাজক, কি প্রজাদিগেব প্রতিনিধি, সকলকেই একত্র সমভাবে উপবেশন পূর্ব্বক মতামত প্রকাশ ও রাজকার্য্য পর্যালোচনা কবিতে হইবে । ওমবাহগণ প্রজাপ্রতি-

নিধিগণের এই প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন, কারণ তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে, প্রতিনিধিগণের সংখ্যা অধিকতর, কোন বিষয়ে মত প্রকাশ কবিতে হইলে প্রতিনিধিগণের মতের সংখ্যা অধিক হইয়া উঠিবে, সুতরাং তাঁহারা অপদস্থ হইয়া পড়িবেন। এইরূপে রাজ্যসমিতির ওমবাহ ও প্রজাপ্রতিনিধিগণের মধ্যে বিবোধ ঘটয়া উঠিল। অন্তঃসলিলা নদীর প্রবাহেব ন্যায় এই বিবোধ কিছুকাল অপ্রকাশিত ভাবে চলিতেছিল। প্রায় এক মাস পরে যখন প্রতিনিধিগণ দেখিলেন, তাঁহাদের দল দৃঢ় বদ্ধমূল হইয়াছে, তখন তাঁহারা প্রকাশ্য ভাবে নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং রাজ্যসমিতির পবিবর্ত্তে জাতীয় সমিতি (৩) নাম ধারণ পূর্ব্বক ওমবাহগণেব মুখাপেক্ষা না করিয়াই আইন নিৰ্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে অগ্রসব হইলেন।

এক্ষণে রাজাব দুইটিমাত্র উপায় ছিল, হয় পূর্ব্বোক্ত জাতীয় সমিতিব এক কালে ভঙ্গ করিয়া দেওয়া, না হয় প্রজাপ্রতিনিধিগণেব সহিত একত্র সমভাবে উপবেশন পূর্ব্বক রাজকার্য্য পর্যালোচনা কারিশ্যর নিমিত্ত ওমবাহগণকে সম্মত করা। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যক্রমে তিনি

একটি মধ্যবর্তী উপায় অবলম্বন করিলেন, স্মৃতবাং তাহাতে ইষ্টের পরিবর্তে অনিষ্টই ঘটিল। ২৩শে জুন জাতীয় সমিতির যে অধিবেশন হইল, তাহাতে উপস্থিত হইয়া রাজা একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া, প্রকাশ করিলেন, শাসন প্রণালীর সংস্কারের জন্য তিনি ভূতপূর্ব মন্ত্রী টরগটেব প্রস্তাবিত ও অন্যান্য বহুবিধ উপায় অবলম্বন করিবেন। তিনি সমিতিতে দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া কার্য্য করিতে অনুবোধ করিলেন এবং আরও কহিলেন, আমি সবলান্তঃকরণে বলিতেছি, প্রজাদিগের মঙ্গল বিধানের নিমিত্ত আমি যত দূর করিতেছি, অন্য কোন রাজা কখন সেরূপ করেন নাই। রাজা এক্ষণে যেরূপ সামঞ্জস্য করিতে চাহিলেন, দশ বৎসর পূর্বে হইলে লোকে হর্ষ ও আগ্রহেব সহিত তাহা শ্রবণ ও গ্রহণ করিত, কিন্তু এক্ষণে প্রজাপ্রতিনিধিগণ তাঁহার সেই নকল বাক্য বিরক্তিসূচক মৌনাবলম্বন সহকায়ে শ্রবণ করিল। প্রতিনিধিগণ রাজাকে অমান্য প্রকাশ করিল এবং জাতীয় সমিতির মধ্যে ওমরাহ-গণের সহিত দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া কার্য্য করিতে কোন ক্রমেই স্বীকার করিল না। তাহারা কহিল, আমরা রাজাজ্ঞা পালন করিতে আদি নাই, আমরা

প্রজাগণের আদেশানুসারে এস্থলে আসিয়াছি, বন্দুক দ্বারা তাড়িত না হইলে আমরা কখনই এস্থল পরিত্যাগ করিয়া যাইব না ।

সৈনিক বল প্রয়োগ দ্বারা জাতীয় সমিতি এক কালে ভঙ্গ করিয়া ফেলিতে এই সময়ে কেহ কেহ ষোড়শ লুইকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সে পরামর্শ শুনে নাই । ষোড়শ লুই অসীম দয়াব আধার ছিলেন ; এমন কি, তাঁহার অত অধিক দয়া দোষ বলিয়া কীর্তিত হইতে পাবে । তিনি বলিয়াছিলেন, আমাব নিমিত্ত আমি একটী লোকেরও প্রাণ হত্যা করিতে দিব না । তিনি সত্বেই প্রজাপ্রতিনিধিগণের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিবার নিমিত্ত ওমরাহগণকে সম্মত কবিলেন । এইরূপে ওমরাহ, যাজক এবং প্রজাপ্রতিনিধিগণের মধ্যে অনেকাংশে বিবাদ মিটিয়া গেল । পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, ষোড়শ লুই দৃঢ়চিত্ত নরপতি ছিলেন না, তিনি অব্যবহিতচেতা ছিলেন, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পরামর্শ গ্রহণ করিতেন । প্রজাপ্রতিনিধিগণের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে সম্মত হইবার কিছুকাল পরেই তিনি আবার ওমবাহগণের কুমন্ত্রণা অনুসারে ও রাণীর পরামর্শে জাতীয় সমিতিকে ভয় প্রদর্শন করিবার

নিমিত্ত বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং ঘোবতব অবিম্ব্যকারিতার সহিত প্রধান সচিব নেকারকে কর্মচ্যুত করিলেন ।

নেকার এই সময়ে প্রজাদিগেব অসাধারণ প্রিয়পাত্র ছিলেন, প্রজাগণ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেবতার স্থায় ভক্তি করিত । পূর্ব হইতেই প্রজাগণ রাজ্যে প্রতি যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের অন্তঃকবণে রাজভক্তির কণামাত্রও অবশিষ্ট ছিল না, এক্ষণে তাহারা প্রকাশ্য-ভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল । এইরূপে সেই ভয়ানক ফরাসি রাজবিপ্লব উপস্থিত ও ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র প্রবর্তিত হয় । পৃথিবীতে যে সকল নিদারুণ নৃশংস ও ভয়ঙ্কর ব্যাপাব ঘটিয়াছে, ফরাসি রাজবিপ্লব তন্মধ্যে সর্বপ্রধান । সেই লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর ব্যাপারে যে কত নরহত্যা, কত স্ত্রীহত্যা, কত শিশুহত্যা, কত নৃশংসতা ও কত শোণিতপাত হয় তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য বা অসাধ্য বলিলেই হয় । ফলতঃ ফরাসি রাজবিপ্লব রূপ স্বাধীনতাতরু মনুষ্য শোণিতে অঙ্কুরিত ও মনুষ্যের অশ্রুজলেই বর্দ্ধিত ; সুতরাং উহার বিষম পুতিগন্ধময় ফল ও পত্র জাতীয় রোগের আরোগ্য সম্পাদন করিবে কি, চতুর্দিকে ঘোর মহামারী বিস্তার করিয়াছিল । সেই সকল বিষয় সবিশেষ বর্ণনা করা কারাস্থ বালরাজের স্থায় ক্ষুদ্র

পুস্তকেব উদ্দেশ্য নহে । রাজবিপ্লব কালে ফ্রান্সের রাজা ও রাজবংশের বিরূপ বিষম শোচনীয় দুর্দশা ঘটিয়াছিল, কেবল সেই বিষয়ই কারাস্থ বালরাজে বর্ণিত হইল ।

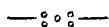
ফ্রান্স । তুমি রাজবিপ্লব কালে কোন্ কোন্ দুৰ্দ্ধৰ্মই না করিয়াছ ? তুমি নরশোণিতশ্রোতে দেশ প্লাবিত কবিয়াছ, বিয়োজন ভয়ে সম্তানোপরি নিপতিত রোরুদ্যমান জননীগণের হাহাকার রব শ্রবণে বধির হইয়া কত শত শিশুকে মাতৃকোড়বিচ্ছিন্ন করিয়াছ, সাধুতাব আদর্শভূত ধর্মপবায়ণ নিতান্ত অবধ্য কত শত রমণী জনকে অকালে যমসদনেব আতিথ্য গ্রহণ করাইয়াছ, বিজ্ঞানের প্রবর্তয়িতা জগদালোককারী মহাপণ্ডিতগণকেও কালের করাল দশনোপম গিলোটিন যন্ত্রের অন্তর্নিবিষ্ট করাইয়াছ, এমন কি, অধুনাতন বনায়ন বিদ্যাব সৃষ্টিকর্তা মহামতি লাভোয়্যাসিএ (Lavoisier) পর্য্যন্ত ঐ নরনিসূদন ভীষণ যন্ত্রেব ভয়ানক গ্রাস হইতে অব্যাহতি পান নাই । রাজা ও বাজপরিবারের ত কথাই নাই ; তাঁহাদের বিশেষতঃ বাজকুমারেব প্রতি তুমি যেরূপ ভয়ানক নৃশংসতাচরণেব অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহা শ্রবণ কবিলে কোন্ ব্যক্তির হৃদয়কন্দর বিচিত্র করুণরসে পরিপূরিত না হয় ও কোন্ ব্যক্তিইবা তোমাকে

শত শত ধিক্কাব না দিয়া থাকিতে পারে? গুণে অনন্যসাধারণ নয়নরঞ্জন নিরপরাধ শিশু রাজনন্দনের প্রতি তোমার বিষম বিরূপ আচরণ দেখিয়া গুনিয়া লোকে মনে করিলে দোষেব হইবে না যে, তৎকালে ফ্রান্সবাসী সমস্ত মানবগণেব দয়াধর্ম এক কালে বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং বিশ্বপতিও অপুনর্জাগরণেব নিমিত্ত যোগনিদ্রায় একান্ত অভিভূত ছিলেন ।।। ফলতঃ তোমার ন্যায় বিজ্ঞানজন্মনী বীরপ্রসবিনী সর্দাজনন্দবী মহাভূমিব ওরূপ কর্ম নিতান্ত অযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। তুমি দর্শনবিদ্যার পাবদশী দেকার্তের (Descartes) জন্মদায়িনী হও, গণিত বিদ্যাবিশাবদ লাপ্লাসেবই (Laplace) প্রসবিত্রী হও, সমাজতত্ত্ববিৎ কোম্তেব (Comte) উৎপাদন কব, বা বীরপ্রগণ্য মার্সেল্ তিউবেন্কেই (Marshal Turenne) প্রসব কর, কিছুতেই তোমার পূর্বোক্ত-রূপ অনপনেয় মহাপাতকের মোচন নাই। তুমি চিব দিনই ঐ মহাপাতকে পাতকিনী হইয়া থাকিবে, ঐ মহাপাতক জনিত অস্পৃশ্যতা দোষ কোন কালেই ঘুচিবার নহে, নয়ন মনেব আনন্দদায়ক গগনবিহারী শশাঙ্কেব কলঙ্কের ন্যায় উহা প্রলয় কালের পূর্ব পর্য্যন্ত তোমার বক্ষে অবিস্তৃত ভাবে অবস্থান করিবে।

করাস্ত্র বালরাজ ।



প্রথম অধ্যায় ।



লুই ও দিগদর্শন যন্ত্র ।

১৭৮৯ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাস , প্রভাত হইয়াছে, রামবুইলে নামক মনোবম বিস্তীর্ণ বাজোপবন মধ্যে একটা লোক একটা বালক সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতেছিলেন । রামবুইলে পাবিস নগরের ১৮ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত । লোকটা কিছু দুলকাষ, কিন্তু প্রৌঢ়াবস্থা , মুখাকৃতি সৌম্য ও অনন্তসাধারণ । তাঁহার পবিচ্ছদ সামান্য , যদিও ঐ পবিচ্ছদে তাঁহার প্রকৃত সামাজিক পদমর্যাদার কোন লক্ষণই লক্ষিত হয় নাই, তথাপি শুকনাসাবৎ নাসিকা, গস্তীরভাব, আব সেই সামান্য পবিচ্ছদের কোন কোন বিশেষ অংশ তাঁহার রাজবংশীয়তার পবিচয় দিতেছিল । বালকটা সৌন্দর্য্যে দেবকুমারের সদৃশ ; তাহার মনোবম কুঞ্চিত কেশপাশ অনাবৃত গ্রীবা ও স্বল্পদেশে কি সুন্দরই লক্ষিত । সেটা প্রায় সাত চারি বৎসরের । বয়স অল্প বটে, কিন্তু শরীরের গঠন বাড়ন্ত ও মনের ভাব সেই

বয়সের অতীত । মুখমণ্ডলে বুদ্ধিমত্তার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ, কিন্তু দেখিলেই বোধ হইবে, ওরূপ বয়সের নিতান্ত অযোগ্য বিষাদচ্ছায়ায় সেই জ্যোতিঃ আবাব স্তানত্বত । বালকটী স্বভাবতঃ অত্যন্ত সজীব, বালস্বভাব সুলভ আমোদে উন্মাদিত ও অনিবার্য্য ক্ষুৰ্তিযুক্ত, কিন্তু আবাব মধ্যে মধ্যে ঘোব মলিনিমায পবিবৰ্জিত । তাহাব সুনীল সমুজ্জ্বল নখন বিষাদে কিঞ্চিৎ হীনপ্রভ হওয়াতে একপ ছুনিবাবণ মনো-মোহন ভাব ধাবণ কবিষাছিল যে, সেই সুন্দব মুখশ্ৰী দেখিবা-মাত্র কৌতূহলী হইতে হইত ।

লোকটী ফ্রান্সাধিপতি যোড়শ লুই, বালকটী তাঁহার পুত্র চার্লস লুই, ডফিন্ ।

রাজা বলিলেন, “লুই ! কল্য বাণীব জন্মদিন, তাঁহাকে কিছু নূতন প্রকার ফুলেব তোড়া দিবাব চেষ্টা দেখ এবং তোড়াটি দিবাব সময় কি কথা বলিযা সম্ভাষণ কবিবে তাহাও ভাবিযা রাখ ।”

বাজুকুমাৰ তৎক্ষণাৎ উত্তৰ কবিলেন, “বাবা ! আমাব বাগানে অতি উত্তম চিববৰ্ণ * ফুল আছে, উহাতে নূতন রক-মেব তোড়া হইবে, আব ঐ তোড়া লইযা সম্ভাষণেবও সন্মোগ হইবে । যখন মায়েব হাতে উহা দিব, তখন বলিব, মা ! আমাব মনেব ইচ্ছা এই যে, তুমি এই ফুলেব মত হও ।”

বাজা স্বকবে ধৃত বালকেব ক্ষুদ্র হস্তখানি দ্বিযৎ পেষণ

* Everlasting, এক প্রকাৰ পুষ্প, শুকাইযা গেলেও তাহাব বর্ণের ব্যত্যয় হয় না ।

কবিয়া বলিলেন, “উত্তম বলিয়াছ। তোমাব, সময়েব উপ-
যুক্ত আমোদ জনক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য গুলি যেরূপ প্রীতিকর
ও স্নেহপূর্ণ, আচরণও সর্বদা সেইরূপ সন্তোষজনক হয়, ইহা
আমাব নিতান্ত ইচ্ছা। গত দিবস যখন তুমি তোমাব
শিক্ষক মহাশয়েব নিকট বসিয়া পাঠাভ্যাস কব, তখন তুমি
উপহাস সূচক শব্দ কবিতৈছিলে শুনিয়া আমি দুঃখিত হইয়াছি।
লুই ! ওরূপ কবা কি উচিত কর্ম হইয়াছিল ?”

লুই চতুরতাপূর্ণ ঈষৎ হাস্য সহকাবে উত্তর কবিলেন,
“আমাকে কি কবিতৈ বল বাবা ?”

“গত দিবস আমাব পাঠ এত মন্দ বলা হইয়াছিল যে,
আমি আপনাকে আপনি উপহাস কবিবাব নিমিত্ত ওরূপ
শব্দ কবিয়াছিলাম।”

বাজা বলিলেন, “শিক্ষক মহাশয় (আবে) তোমাকে কি
বুঝাইয়া দিতৈছিলেন ?”

লুই উত্তর কবিলেন, “দিগদর্শন যন্ত্রেব ব্যবহার। কিন্তু
বলিতৈ কি বাবা। এখন উহা লইয়া আমি বড় গোলে
পড়িয়াছি। তিনি যাহা বুঝাইতৈছিলেন, প্রায় তাহাব একটী
কথাও আমি মন দিয়া শুনি নাই ; তিনি যত ক্ষণ ঐ কথা
কহিতৈছিলেন, আমি তত ক্ষণই ভাবিতৈছিলাম, বুঝি বৌদ্ধেব
তেজ আমার বাগানের সুন্দর ফুলগাছগুলি শুকাইয়া গেল ;
তখন আমার ইচ্ছা হইতৈছিল, বাহিবে আসিয়া গাছগুলিতৈ
জল দি ; অতএব একটী বর্ণও আমার মনে নাই ; শিক্ষক
মহাশয় (আবে) কালি আমার উপর বড় রাগ করিবেন।

যদি সময় থাকে বাবা ! তবে বেড়াইতে বেড়াইতে ঐ বিষয়ের সকল কথা আমাকে বলিয়া দিবে কি ?”

বাজা কহিলেন, “আহ্লাদ পূর্বক বলিয়া দিব লুই ! বিশেষতঃ আমাব পকেটে একটা ক্ষুদ্র দিগদর্শন যন্ত্রও আছে । অগ্রে এই কৌতূহল জনক যন্ত্রের বিষয় না বুকাইয়া তোমাকে চুম্বকেব গুণ গুলি বুকাইয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক । চুম্বকেব গুণ গুলিই দিগদর্শন যন্ত্রের শক্তি ও ব্যবহারিকতাব মূলীভূত । চুম্বক ভিন্ন লৌহ আকর্ষণকাবী স্বাভাবিক গুণযুক্ত ধাতু আমবা আব কিছু জানি না । চুম্বক আকর্ষিক, লৌহেব ত্রায ঘোব ধূসব বর্ণ, এমন কি উহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলিলেও বলা যায় । শ্বইডেনেব লৌহখনিতে, আমেবিকাব ও আসিযাব কোন কোন স্থানে ইহা প্রচুব পবিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় , এবং ইংলণ্ডেব লৌহখনিতে বিমিশ্র লৌহেব সঙ্গেও কখন কখন অল্প পবিমাণে পাওয়া গিয়া থাকে । অকৃত্রিম চুম্বকে লৌহ আকর্ষণকাবিতা গুণ আছে , ঐ গুণে লৌহ, চুম্বকপিণ্ডে সংস্পৃষ্ট ও দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইয়া থাকে । অকৃত্রিম চুম্বকে ক্ষুদ্র লৌহখণ্ড বা লৌহশলাকা বাব কতক ঘর্ষণ কবিলে উহা চুম্বকেব গুণ প্রাপ্ত হয় । উক্ত গুণাবলম্বী লৌহ বা লৌহশলাকাকে কৃত্রিম চুম্বক কহে । সেই কৃত্রিম চুম্বকশলাকাকে যদি একপ কোশলে স্থাপিত কবিতে পাবা যায় যে, সহজেই উহা আপন ভাবকেজের সকল দিকেই ফিবিতে পাবে, তাহা হইলে উহার এক প্রাপ্ত নিযত উত্তরাভিমুখে থাকে । এখন লুই ! ঐ ক্ষুদ্র যন্ত্রকোষটা দেখদেখি । ঘড়ীর কাঁটার যত নিখিঁড়

যে শলাকাটি কোষেব ভিতর বহিয়াছে দেখিতেছ, ঐটি চুম্বক-
শলাকা । ইহাব যে দিক্‌টি তীব্রের ফলেব স্থায়, সেইটি
নিম্নত উত্তরাভিমুখে থাকিয়া উত্তর দিক্‌ দেখাইয়া দিতেছে ।
ইহা কোঁশল ক্রমে একটী সূক্ষ্মাশ্র ইম্পাত খণ্ডের উপর স্থাপিত ।
ঘড়ীর কাঁটার নিম্নে যেমন এক খানি গোলাকাব ফলকে ১, ২,
৩, ইত্যাদি সময়বোধক অঙ্কগুলি অঙ্কিত থাকে, দিগদর্শন
যন্ত্রেব শলাকাব নিম্নেও সেইরূপ একখানি ফলকে দিগ্‌নির্ণয়ের
নিমিত্ত উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম, দিক্‌গুলি এবং উত্তর-
পশ্চিম, পূর্বদক্ষিণ প্রভৃতি বিদিক্‌ গুলিও অঙ্কিত আছে ।
এই শলাকাব অবিচলিত অবস্থান মাত্র দেখিয়াই জাহাজেব
নাবিকেবা যে দিকে জাহাজ যাঈতেছে তাহা বুঝিতে পাবেন
এবং তদনুসাবে গন্তব্য দিকেব অভিমুখে আপনাদেব জাহাজ
চালনা করেন । ভূমি দেখিতেছ, যন্ত্রকোষটি কাচ দ্বারা আবৃত,
আবরণ থাকাতে যন্ত্রেব উপর কোন আঘাত লাগিয়া উহাব
ক্ষতি কবিতে পাবে না । এটি একটী ক্ষুদ্র যন্ত্র, কিন্তু ইহা
অপেক্ষা বৃহত্তর যন্ত্রও আছে ; সে গুলিকে ইতস্ততঃ লইয়া
যাইতে সুবিধা হয় না । ক্ষুদ্রই হউক বা বৃহৎই হউক, দিগদর্শন
যন্ত্র পৃথিবীর মধ্যে একটী বিশেষ ব্যবহারিক সামগ্রী । ইহা
ব্যতিবেকে নাবিকেবা যেখান হইতে ভূমি দেখা যায় না, সমু-
দ্রের এমন অংশে যাইতে সাহসী হন না, আর ইহা ব্যতিবেকে
মহাবিখ্যাত কলম্বস্‌ কর্তৃক আমেরিকাও আবিষ্কৃত হইতে
পারিত না । ভূমি মনে কবিয়া বাথ চুম্বকের গুণপ্রাপ্ত সূচীটি
সরুদ্বাই উত্তরাভিমুখে থাকে ।”

“দিগ্‌দৰ্শন যন্ত সমুদ্রে যেকপ উপকারী, স্থলেও কি ঠিক সেই-
কপ বাবা ?”

“প্রিয়তম লুই । নিশ্চিতই সেইকপ ; দৃষ্টান্ত দেখ—মনে
কর, আমবা এই উদ্যান সংলগ্ন অবণ্য মধ্যে পথ হাবাইয়াছি ।
কিন্তু আমি জানি যে, বামবুইলের গড় (স্যাতো) অবণ্যেব উত্তর
দিকে অবস্থিত, আমি উত্তর দিক্‌ নিরূপণ কবিবাব নিমিত্ত
আমাব দিগ্‌দৰ্শন যন্তে দৃষ্টি কবি এবং স্থচী যে দিক্‌ দেখাইয়া
দেখ সেই দিক্‌ ঠিক কবিয়া লই—এই দেখ, এইকপ ।” শলা-
কাটী কিকপ কার্য্য কবিবে, বাজা পুজকে তাহা দেখাইয়া
দিলেন ।

বাজকুমার তাঁহাব পিতাব কথাগুলি অত্যন্ত অবহিত হইয়া
শ্রবণ কবিতৈছিলেন, এক্ষণে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, “বাবা ।
তোমাব যন্তটী একবাব আমাকে দাও । আমি আপনাআপনি
পথ নিরূপণ করিয়া লইয়া গড়ে যাই ।” বাজা এই প্রস্তাবে
কিঞ্চিৎ চকিত হইয়া বলিলেন, “যদি তুমি পথ হাবাইয়া
ফেল ?”

“কেন, যন্ত আমায় পথ দেখাইয়া দিবে বাবা ।”

“একাকী এই বনেব মধ্যে সাইতে তুমি ভীত হইবে না ত ?”

লুই সগৰ্বে তাহাব সুন্দর গৌববর্ণ মুখ থানি উন্নত কবিয়া
উত্তর কবিলেন, “ফ্রান্সেব কোন বাজা কি কখন ভীত
হইয়াছেন ?”

বাজা বলিলেন, “ভাল তাহাই হউক ।”—“এই যন্ত লও
এবং এই আমাব মুদ্রাধাবটীও লও, কারণ, পথে তোমাব

টাকার প্রয়োজন হইতে পারে । আইস এখন আমবা ভিন্ন ভিন্ন পথে যাই ; তুমি, দুঃসাহসী বাহাদুর পুরুষ ডাইন দিকে যাও, আমি বাঁ দিকে যাইব, এবং গড়ের ভিতরে তোমাতে আমাতে সাক্ষাৎ হইবে এই স্থির থাকিল ।”

লুই পিতার হস্ত হইতে যন্ত্রটী লইবার সময় তাঁহার কবচুশন কবত “আচ্ছা বাবা” এই কথা বলিলেন এবং প্রফুল্ল মনে অবগেয নিবিড়তব অংশে প্রবেশ কবিলেন ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

—:~:—

রাজকুমার ও কৃষক ।

প্রায় এক ঘণ্টা পর্যন্ত রাজকুমার যন্ত্র প্রদর্শিত পথের অনুসরণ কবিয়া কাননের প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু রাজবাটীর নিকটে আসিয়াছেন, এমন কোন লক্ষণই লক্ষিত হইল না । সম্মুখে একটী সুবিস্তৃত ক্ষেত্র, তথায় কয়েক জন কৃষক শস্য কর্তন কবিতেছে । তিনি সেই কৃষকদের নিকট যাইতে লাগিলেন । “পথভ্রম হইয়াছে, আমাকে রাজবাটী দেখাইয়া দাও ” একপ প্রার্থনা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না—যন্ত্র ব্যতীত অন্য কাহারও সাহায্য লইবেন, ভ্রমেও

তাঁহার এমন ইচ্ছা হয় নাই ; এখন কত বেলা হইয়াছে এইটীমাত্র জানিবার ইচ্ছা ছিল । তাঁহাকে দেখিয়া একটা কুকুব ডাকিতে লাগিল । কুকুবন্দামী তাহাকে বাবুস্বাৰ আপনাব নিকট আস্থান করিল, কিন্তু কুকুবটা তাহা শুনিল না । তখন কৃষক কৰ্ম্ম পবিত্যাগ কৰিয়া কাস্তেব বাঁট দিয়া কুকুরকে বিলক্ষণ প্রহাৰ কবিল ।

কুকুবেব আৰ্ত্তিনাদ শুনিয়া লুই কৃষকেব নিকট দৌড়িয়া গেলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন “ তোমাব এই সুন্দব কুকুবটী বেচবে ভাই ? ”

কৃষক ঐ বালককে রাজকুমাব বলিয়া জানিত না, শ্রুতবাং সমুচিত সম্মান না কৰিয়া উত্তৰ কবিল “ এত ব্যস্ত কেন বাবু, বাজাব যত ধন আছে সমুদায় পাইলেও আমি মফকে বিক্রয় কৰি না, বুৰলে বাবু ? মফ আমাব দুঃখেব একমাত্র সাথী, এ সংসাবে আমাব একমাত্র বন্ধু । ”

“ তবে তুমি উহাকে এত মাৰ কেন ? ”

“ যে অধিক ভালবাসে সেই অধিক মাৰে, বুৰলে বাবু ? ”

তখন বাজকুমার তোড়া হইতে একটা স্বৰ্ণমুদ্রা বাহিব কৰিয়া কহিলেন, “ শুন ভাই । যদি তুমি অতঃপব কুকুবটীকে এত অধিক ভাল না বাস, এমন অঙ্গীকার কৰ, তবে তোমাকে এই স্বৰ্ণমুদ্রাটী দি । ”

এত অল্প বয়সেব বালককে এৰূপ মুক্তহস্ত দেখিয়া কৃষক বিস্মিত হইয়া কহিল, “ কথাষ কথাষ এত টাকা দিতে চাও, ইহাতে যেন তোমাকে বাজাব বেটা বলিয়া বোধ হয় । ”

বাজকুমার সবলভাবে উত্তর কবিলেন, “ হাঁ তা আমি তোমাদেব বাজাব বেটাই বটে । ”

তখন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কৃষক কহিল, “ ক্ষমা করুন বাজকুমার, ক্ষমা করুন, আপনাকে কুকুবট্ট দিতে চাহি নাই, এ অপবাদ মার্জনা করুন, আমার যথাসর্বস্ব আপনাবই জানিবেন । আমার মফ আপনাবই, লউন, আমার মফ লউন—এই লউন । ”

বাজকুমার কহিলেন, “ তোমাব কথাষ অত্যন্ত সদ্ভূত হইলাম, কিন্তু তুমি এইমাত্র বলিবাছ যে, মফ তোমাব একমাত্র বন্ধু, আমার অনেক বন্ধু আছে, অতএব তোমাব একমাত্র বন্ধুব বিয়োগ কবিতে চাহি না । এখন সময় কত, আমি কেবল এই কথা জানিতে চাই । ”

“ ধর্ম্মাবতাব । এখন বেলা তিনটা । ” বাজকুমার চমৎকৃত হইয়া কহিলেন, “ তুমি কেমন কবিয়া জানিলে ? তুমি কোথাষ দেখলে ? কৈ ভূমিত ঘড়ি দেখলে না ? ”

“ ধর্ম্মাবতাব । যদি ছুঃখী কৃষকেবা ঘড়ি না হইলে সময় ঠিক কবিতে না পাবিত, তবে তাহাদেব কি কাজ চলিত ? কেন আমাদেব সূর্য্য আছে । ”

“ সূর্য্য দ্বারা কিরূপে সময় নিরূপণ কব ? ”

“ একথা আমি আপনাকে ভাল কবিরূ বঝাইয়া দিতে পাবি না বটে ; কিন্তু এইমাত্র বলিতে পারি যে, সূর্য্যের উচ্চতা দেখিয়া আমবা সময় ঠিক কবিয়া থাকি । যখন সূর্য্য প্রায় মাথার উপরে আসে ও ছায়া অত্যন্ত ছোট হয়, তখন

আমবা জানিতে পারি যে বেলা ঠিক দুই প্রহর হইয়াছে । পবে সূর্য্য ক্রমশঃ নামিতে আবস্ত করিলে আমাদের শবীরেব ছায়া যত বাড়িতে থাকে, তত বেলা একটা দুইটা তিনটা এইরূপ হয় । ধর্ম্মাবতাব । কেবল ছায়া দেখিয়াই আমবা সমস্ত স্থির করিয়া থাকি । ”

“ তুমি আমাকে যাহা শিখাইলে তাহাতে অত্যন্ত বাধিত হইলাম । ” এই বলিয়াই বাজকুমার তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া পুনর্বার বনপ্রবেশ করিলেন । ক্রমশঃ পথ দেখাইবার নিমিত্ত কত বিনীতি করিল, কিন্তু তিনি কোন ক্রমেই তাহাতে সম্মত হইলেন না । যত্র ব্যতিবিক্ত অস্ত্র কাহারও সাহায্য লইব না, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অবিচলিত রাখিয়া সেই বনে নির্ভয় মনে পুনঃ প্রবেশ করিলেন । অবশেষে কতবার পথ হারাইয়া অনেক ক্ষণের পব শ্রান্ত ক্লান্ত ও ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পবিত্যাগ করিতে করিতে রামবুইলৈয় উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু অস্ত্র কাহারও সাহায্য না লইয়া নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে পারিয়াছেন, ইহাতেই পুলকিত হইয়া তাদৃশ পবিশ্রমকেও পবিশ্রম বোধ করিলেন না ।

দর্শনমাত্র বাজা পুত্রের দিকে বেগে ধাবমান হইলেন । তাঁহার মনোমধ্যে যে অতিশয় দুর্ভাবনা হইতেছিল, ঐরূপ ব্যগ্রতাই তাহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিল । “ লুই ! আমার ভাবনা হইতেছিল যে বুঝি তুমি পথ হারাইলে । ”

কুমার এই কথায় কিঞ্চিৎ কষ্টভাবে উত্তর করিলেন,

“পথ হাবাইয়াছি ? তাই বটে, কেন পথ ভুলিবার বিষয় কি ছিল ? ”

বাজা । “একবাবে যে তোমার অভিমান ফুলিয়া উঠিয়াছে দেখছি, আচ্ছা, যদি যন্ত্রটি নিকটে না থাকিত ? ”

“যন্ত্র নিকটে না থাকিলে আমার মনের টান্ই আমাকে তোমার নিকটে লইয়া আসিত বাবা ।”

তৃতীয় অধ্যায় ।

—:—:—

কুলপরিচয় ।

এক্ষণে সংক্ষেপে আমাদের বালনাথকের কুল ও জন্ম বৃত্তান্ত বর্ণন কৰা আবশ্যক ; অগ্রে তাঁহার পিতার কথা বলি । ষোড়শ লুই পঞ্চদশ লুইএব পৌত্র । বাজপদে অধিকৃত হইবার পূর্বে পিতামহ তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত নিভৃত ভাবে বাখিষা বাজকার্য্য সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে অনভিজ্ঞপ্রায় করিয়া তুলেন , সুতবাং তিনি বাজসভায় গমনাগমন বাজকার্য্য সমালোচন ও সংসারের ভাবগতি পর্য্যবেক্ষণরূপ কার্য্যোৎপাদ্য অভিজ্ঞতা বিহীন এবং বিধাতার নিগ্রহে অব্যবস্থিতচিত্ত, ভীক, বাগ্‌ধত ও অক্ষুটহৃদয় ছিলেন । কিন্তু তাঁহার অন্তঃ-

করণ সঙ্গুণের আদর্শস্থল ছিল। অষ্ট্রিয়ার অধিপতি প্রথম ফ্রান্সিসের ঔবসে মেবিয়া টেবেসা বাণীব গর্ভে মেবি আন্টই-নেট নারী যে কুমারী জন্মেন, ১৭৭০ খৃঃ অঙ্কে লুই তাঁহাব পাণিগ্রহণ করেন। তখন লুইএব বয়স ষোল বৎসরের অধিক নয় ও মেবি আন্টইনেটের পঞ্চদশ বৎসব বয়ঃক্রম। অতিশয় যত্ন ও সুবীতি ক্রমে শিক্ষিত হওয়াতে রাজনন্দিনী নানা গুণের আধাব হইয়াছিলেন। বিধাতাও তদীয় শরীর নির্মাণ সময়ে অসাধারণ সৌন্দর্য ও মাধুর্য বিতরণে সংযত-হস্ত হইবেন নাই। মেবিয়া টেবেসা তাঁহাব ভাবী জামাতাকে যে সকল পত্র লেখেন, তন্মধ্যে এক খানি পত্রে এই কয়েকটি কথা ছিল।

“প্রাণাধিক যুবরাজ ।”

“তোমাব ভাবিনী ভার্য্যা আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়াছে। সে যেমন চিব দিন আমার নয়ন পুতলিকা ছিল, তোমাবও তেমনি লোচনানন্দদায়িনী ও চিত্তবিনোদিনী হইবে সন্দেহ নাই। আমি অনেক দিন হইতে জানিতাম যে, সে তোমাব জীবনের সঙ্গিনী হইবে এবং যাহাতে তোমাব সুখবর্দ্ধন কবিতে পাবে, আমি সেক্ষপ কবিয়াই তাহাকে শিক্ষা দিয়াছি। আমি তাহাকে বিশেষ কবিয়া এই উপদেশ দিয়াছি যে, তোমাব প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, কিসে তুমি সন্তুষ্ট হও, কিসে তুমি সুখী হও, সর্বদা এই চিন্তা, এই ধ্যান, এই জ্ঞান, এই জপ, এই তপই, তাহাব প্রধান ধর্ম। আব আমি এ সংস্কারটিও তাহাব হৃদয়ক্ষেত্রে বদ্ধমূল কবিয়া দিয়াছি যে, বিনীত

‘ভাবে’ সেই অধিল ব্রহ্মাণ্ডেবের অর্চনা করা প্রধান কর্তব্য কর্ম্ম । কারণ আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, যিনি ইচ্ছানুসারে নিমেষ মধ্যে বাজসিংহাসন, ছত্র ও দণ্ড প্রভৃতি চূর্ণ করিতে পাবেন, তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা না করিলে এবং তাঁহার কৃপাবলোকন না থাকিলে, প্রজাগণের হিতসাধন করা কাহার সাধ্য ? ।’

ঐ লাবণ্যময়ী কুমারী ভিয়েনা বাজধানী হইতে প্রস্থান করিলে সকলেই দুঃখসাগবে নিমগ্ন হন । তিনি সকলেবই প্রীতিদায়িনী ছিলেন । সে যাহা হউক, বাজকুমারী মহাসমাবোধে জর্মন দেশ পবিত্রমণ কবিতা অবশেষে ফ্রান্সের প্রান্তবর্তী এষ্ট্রালবর্গ নগরে উত্তীর্ণ হইলেন । তথায় তাঁহার ভাবী সহচরীগণ ও ফ্রান্সদেশস্থ প্রধান প্রধান লোক সকল তাঁহার সম্বন্ধনার্থ উপস্থিত ছিলেন ; তিনি সেই স্থানে তাঁহারদেহ হস্তে সমর্পিত হইলেন । কিন্তু ইতিপূর্বে তাঁহাকে ফরাসি দেশীয় একটি আচার্যের বশবর্ত্তিনী হইতে হইয়াছিল ।

কোন স্তবম্য হাবত ক্ষেত্রেব মধ্যস্থলে একটি সমৃদ্ধিশালী মণ্ডপ নিৰ্ম্মিত হয । তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি মহল, মধ্যে একটি বৃহৎ গৃহ । এক মহল ভিযানাস্থ লোকজনের এবং অপর মহল ফরাসি বাজপরিজনের নিৰ্ম্মিত নির্দ্ধারিত থাকে । রাজকুমারীব অঙ্গে বিদেশীষ বসন ভূষণ কিঞ্চিন্মাত্রও না থাকিতে পায় এই অভিপ্রায়ে, তিনি ফরাসি মহলে (যেখানে ফরাসি পবিচারিকাগণ তদীষ আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল) নগপ্রায়া নীত হইলেন । লজ্জাশীল কুলকামিনীর

পক্ষে একপ অবস্থা কতদূর অসহ্য, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। স্বাবোদঘাটন হইবামাত্র লজ্জায় মৃতকল্পা রাজ-কুমারী প্রধানা নবপবিচারিকার উদ্দেশে চাবি দিকে নেত্রপাত করিতে লাগিলেন এবং দর্শনমাত্র তাঁহাব ক্রোড়ে নিপতিত হইয়া সজল নয়নে ও সর্কাস্তঃকরণে কহিলেন, “সখি! আমাকে সকল দেখাইয়া শুনাইয়া দাও, আমাকে পবামর্শ দাও, সর্কবিষয়ে আমার সহায় হও।” তাঁহাব অপ্সবোদ্ভূতি অথচ প্রশান্ত গভীর মুগ্ধশ্রী দেখিয়া কাহাব সাধ্য সবিষ্ময়ে সাধুবাদ না কবিয়া থাকিতে পারে? তাঁহাব স্মিতমুখে কাহাব না মন ভুলে? যখন তাঁহাব নবপবিচারিকাবা ফবাসি বাজব্যব-হারাভিমত বেশ বিস্তারিত কবিয়া দিল এবং যখন তিনি ক্রান্তের বাজকামিনী রূপে তদ্দেশীয় বাজপুরুষ ও অনুচব-গণের সম্মুখে নীত হইলেন, তখন তাঁহাদেব ভূবি ভূবি হর্ষ-ধ্বনিতে দিগ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

শত্রুবিজয়ী বীরের প্রত্যাগমনে যেকপ উৎসব হয়, মেবি আন্টাইনেট্, সেইরূপ সমাবোহে ফবাসি দেশের মধ্যভাগে নীত হইলেন। তিনি ভবসেইল বাজতবনে উত্তীর্ণ হইলে, সমাবোহেব আব সীমা বহিল না। বিবাহবাহিত্তিতে পাবিস নগর মহা মহোৎসবে উল্লাসিত হইল। কিন্তু হুর্ভাগ্য বশতঃ এমন স্মৃথের সময়েও নব পরিণীত দম্পতীব একটী মহৎ ভ্রংথের কাবণ ঘটয়া উঠিল। বিবাহোৎসবের সময় রাজপথ একরূপ লোকাকীর্ণ হইয়াছিল যে, লোকেব পদতলে দলিত হইয়া ৫০ জন হত ও ন্যূনাধিক ৩০০ জন অত্যন্ত আহত হইল।

অনন্তর এই শুভ পবিণয় আরও একটি শোচনীয় ঘটনায় দূষিত হয় ।

ঐ সময় একটি ভয়ানক অগ্ন্যুৎপাত উপস্থিত হয় ; তাহাতে অনেকে গতাস্থ ও অনেকে হত সর্বস্ব হন । এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় বাজকুমার ও তাঁহার নবপ্রণয়িনী একপ দুঃখাতিভূত হইলেন যে, তাঁহাদের সাম্বৎসরিক সমুদায় বৃত্তি ঐ সকল বিপদাপন্ন ব্যক্তির সাহায্যার্থে প্রেবিত হইল । এই দয়াব কার্য্যে ও অস্বাস্থ্য সঙ্গুণে মেবি আন্টইনেট্ ফবাসিদিগের প্রগাঢ় অনুবাগ ভাজন হইতে পাবিতেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি বিবাহদিনাবধিই বিষম চক্রান্তে পবিবেষ্টিত হন । তাঁহার সমুদায় কার্য্য কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত কবা এবং লোকের অন্তঃকবণে তাঁহার প্রতি বিবাগ জন্মাইয়া দেওয়া কতকগুলি লোকেব একমাত্র ব্রত হইয়া উঠে ।

বাজকুমার ও আন্টইনেট্ প্রায়ই ভবসেইল প্রাসাদে বা তৎসন্নিহিত একটি অপেক্ষাকৃত অপ্রশস্ত ভবনে কালাতিপাত করিতেন । তথায় আন্টইনেটেব ঈপ্সিত কুসুমোদ্যানের অসম্ভাব ছিল না এবং বাজকুমারের বাঞ্ছিত শাবীবিক শ্রমসাধ্য কার্য্য কবিবারও কোন ব্যাঘাত জন্মিত না । বাজকুমার হইতে পৃথক্ থাকিয়া তাঁহারা চারি বৎসর কাল এইকপ সুখে অতিবাহন করিলেন, কিন্তু অতঃপর ফবাসি দেশের বৃদ্ধ দণ্ডবের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহাদের জীবনপ্রবাহের স্থিৰতবগতি পবিবর্তিত হইতে চলিল । ১৭৭৪ অব্দে সে মাসের প্রথমে যদি কেহ ভবসেইল বাজভবনে উপস্থিত হইতেন, তবে কি ভয়াবহ

দৃষ্টই তাঁহার নয়নগোচর হইত । পঞ্চদশ লুই ভীষণ বসন্ত
 বোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যু শয্যায শায়িত ; সভাসদগণেব মধ্যে
 অনেকেই উহার সংক্রমণে প্রাণত্যাগ কবিতেন। অবশেষে
 মাসেব দশম দিবসে বাজাব মৃত্যু হইল । যুববান্ধ প্রণয়িনীৰ
 সহিত তৎকালে কৃতান্তেব বন্ধভূমি হইতে অনতিদূৰবৰ্ত্তী
 প্রাসাদে অবস্থিতি কবিতেন। অকস্মাৎ একটী শব্দ
 তাঁহাদেব কৰ্ণগোচর হইল, অভিযুগামিনী বেগবতী শ্রোত-
 স্বতীৰ কল্লোলেব ছায়া উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ।
 মৃত মহাবাজেব পাবিষদগণ বাজনিৰুপিত পবিত্যাগ পূৰ্ব্বক
 নূতন বাজা লুইকে অভিবাদন কবিতেন আসিতেন।
 তাহাতেই ঐকপ শব্দ হয় । শব্দ শ্রবণমাত্র মেবি আন্টইনেট
 এবং তাঁহার স্বামী বৃষ্টিতে পাবিলেন যে, তাঁহাদিগকে
 সিংহাসনে আবোহণ কবিতেন হইল । উভয়ে তৎক্ষণাৎ
 অচিন্তিতপূৰ্ব্ব অনুষ্ঠান বিশেষে প্রবৃত্ত হইয়া পার্শ্বস্থ দৰ্শকগণেব
 মন দ্রবীভূত কবিলেন । যুগপৎ ভূমিতে জালুপাত কবিয়া
 গলদক্ষলোচনে গদগদ বচনে বলিষা উঠিলেন, “হে পবমেশ্বৰ ।
 আমাদিগকে বক্ষা কব ; আমাদেব অপবিত্র বয়স, শাসন-
 কাৰ্য্যেব উপযুক্ত নহে , আমাদিগকে স্মৃতি প্রদান কব ।”

মেবি আন্টইনেট এক্ষণে ফ্রান্স বাজ্যেব রাণী হইলেন বটে,
 কিন্তু তাদৃশ উচ্চপদাক্রম হওয়াতেও তাঁহার প্রকৃত স্মৃতির বৃদ্ধি
 হইল না । বহুদিবসাবধি বাজসভা নানাপ্রকাৰ ছত্রিয়াব
 বন্ধভূমি হইয়াছিল । দীৰ্ঘা, ঘেষ ও কুচক্রে সভা একপ
 পূৰ্ণ ছিল যে, তাহার হাস কবা কাহার সাধ্য ? এতদ্ভিন্ন

তাঁহাব আবও একটী অসুখের কাবণ ঘটে । আশৈশব অমায়িক ভাবে শিক্ষিত আন্টইনেট্ কাহাকে আদব কায়দা বলে জানিতেন না, স্মৃতবাং ফবাসি দেশীয় নিরর্থক বাজকাযদায় তাঁহাব আদব ছিল না । পরিচাবিকাগণেব হস্তে তাঁহাকে পুত্তলিকার স্থায় থাকিতে হইত । তৃষ্ণাতুব হইলে স্বহস্তে জল লইবাব সাধ্য নাই ; পবিচাবিকায জল আনিয়া দিবে, তবে তিনি পান কবিবেন । ভোজন কালে ভূমিতে জালুপাত কবিয়া সকলে পবিবেশন কবিবে (যেন তিনি দেব-প্রতিকৃতি) । বেশ বিত্বাস করিবার সময় অঙ্গ ধৌত কবিত্তে হইলে স্বয়ং জল লইবাব সাধ্য নাই । ফলতঃ নিতান্ত সামান্ত কার্য্যও প্রধান বংশীয় কামিনী দ্বাবা নিষ্পন্ন কবাইতে হইত । কখন কখন যৎসামান্ত কর্ম্মে ছয় জনেব আবশ্যকতা হইত । এক জন পবিচ্ছদাগাব হইতে বস্ত্র আনয়ন কবিতেন, তিনি আবার তাব এক জনকে দিতেন, তিনি আবার অপব এক জনেব হাতে দিতেন, এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে ষষ্ঠ জনেব হস্তে পড়িলে, উহা বাণীব অঙ্গে সন্নিবেশিত হইত । হয়ত, বাণী ইতিমধ্যে শীতে থব থব করিতে থাকিতেন । মেবি আন্টইনেট্ পূর্কোক্ত প্রকাব অকিঞ্চিৎকব কাযদাগুলিকে লক্ষ্য কবিয়া ব্যঙ্গোক্তি করিতেন এবং ঐ সমস্ত উঠাইয়া দিবাব মানস প্রকাশ কবিতেন । কিন্তু ইহাতে তাঁহাব শত্রুদলের বৃদ্ধি ভিন্ন আর কোন ফলই জন্মে নাই । বস্তুতঃ তাঁহাব কুৎসা হইবাব এই প্রথম সূত্রপাত ।

বিবাহেব পব আট বৎসর পর্য্যন্ত রাণীর পুজাদি জন্মে

মাই । অবশেষে ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে ১১ই ডিসেম্বর, একটা কণ্ঠা জন্মিল । পুত্র হইলে যেকপ মহোৎসব হইত, তেমন হইল না বটে, কিন্তু কণ্ঠাজননেও সামান্য উৎসব হইল না । যখন ঐ সদ্যঃ প্রসূত কণ্ঠাটী বাণীব ক্রোড়ে অর্পিত হইল, তখন তিনি বাৎসল্য ভরে সেটাকে বক্ষে ধারণ ও ক্ষয়ৎপেষণ করত সন্মোদন কবিতা কহিতে লাগিলেন, “অগ্নি অবোধে । সকলে যাহা আশা কবিতাছিল, তুমি তাহা হও নাই বটে ; কিন্তু তাহা বলিয়া তুমি আমার অন্ন স্নেহেব সামগ্রী নও । পুত্র হইলে রাজ্যেব সম্পত্তি হইতে বটে, কিন্তু এখন তুমি কেবল আমারই সম্পত্তি হইলে । আমার কাষ মন তোমাতেই অর্পণ করিব, তুমি আমার সুখেব অংশভাগিনী ও দুঃখেব বিনোদন-স্থল হইবে ।” বাণীব প্রসব দিনাবধি কয়েক বাত্রি স্মৃতিকাগারে বহুতব সখীজন উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু বাজকাযদা অনু-সাবে শয়ন করা দুবে থাকুক, কেহই শয্যাব মুখও দেখিতে পাইতেন না । ইহা দেখিয়া কোমলহৃদয়া বাণীর যথোচিত কষ্ট হইত । পবিশেষে তিনি ভাবিতা চিন্তিতা কতকগুলি কাষ্ঠাসন প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন । আসনগুলি অতি কৌশলে নিৰ্ম্মিত হইল । ঐ গুলিব পশ্চাত্তাগ উন্নত, উপবেশন কবিলে উহা পৃষ্ঠদেশেব আশ্রয় স্বরূপ হইত এবং কল টিপিয়া দিলে উহা অবনত হইয়া শয্যার কার্য্য সম্পাদন কবিত । সখীগণের সুখ দুঃখের প্রতি মেরি আণ্টইনেটেব এই রূপ দৃষ্টি ছিল । তাঁহার নবপ্রসূত কণ্ঠাটীর নাম মেরিয়া-টেরেসে রাখিলেন ।

১৭৮১ খৃঃ অক্টোবর ২২শে অক্টোবর, বাণীব একটি পুত্র জন্মিল। তখন আপামব সাধাবণ সকলেবই আব আহ্লাদেব সীমা রহিল না। চতুদ্দিক্ হইতে অগণন হর্ষ-লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। ভবসেইল প্রাসাদ কিয়দ্দিন একবাবে উৎসবময় হইয়া উঠিল। রাণী অতঃপর পুত্র কত্তাব সঙ্গস্থে অধিক সময় অতিবাহন করিতে লাগিলেন, এবং তাহার। যেমন দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, বাণী তেমনি তাহাদেব অন্তঃকবণে সদগুণ সমূহেব বীজ বপন কবিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে ১৭৮৩ খৃঃ অক্টোবর দেশে অতি ভয়ানক শীতেব প্রাদুর্ভাব হইল, তাহাতে দীন জনেব কষ্টের আব সীমা বহিল না। ঐ সময় ভবসেইল নগরস্থ দ্বিভ্রগণেব দুঃখ মোচনার্থ বাণী স্বীয় বুদ্ধি হইতে বর্দ্ধিত সমুদয় ধন মুক্ত হস্তে বিতরণ কবিতে লাগিলেন এবং সন্তান-গণকে পোষাপকাব সাধন বিষয়ে উপদেশ দিবার এমন সুযোগও পরিত্যাগ কবিলেন না। বৎসবেব প্রথম দিন বাণী পুত্র কত্তাদিগকে পুতলিকা প্রভৃতি শিশুরঞ্জন নানা-বিধ দ্রব্য প্রদান কবিতেন; এবাবও (১৭৮৩ খৃঃ অক্টোবর প্রথম দিবসে) সেইকপ নানাপ্রকাব সামগ্রী আনয়ন কবাইয়া একটি গৃহে সাজাইয়া বাখিলেন। পরে পুল কত্তাব হস্ত ধারণ কবিয়া গৃহে লইয়া গেলেন ও সেই সমস্ত সামগ্রী দেখাইয়া কহিলেন, “প্রিয়তম সন্তানগণ! তোমাদিগকে এই সকল উত্তমোত্তম দ্রব্য সামগ্রী দিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এবার শীতার্ভ অনাথ লোকেব শীত নিবারণ ও ক্ষুধার্ভ

দীনগণের আহাৰ দানেই আমাব সমুদায় অর্থ ব্যয়িত হইয়াছে । অতএব এ বৎসব কেবল এই সকল দ্রব্য দেখিয়াই তোমা-
দিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইল ।” পবে সন্তানগণের সঙ্গে
বসিবাব গৃহে প্রত্যাগমন কবিয়া কহিলেন, “ দেখ, তথাপি
একটি অনুল্লভনীয় ব্যয় স্বীকাৰ কবিতে হইতেছে ; যে
বাক্তি ঐ সমস্ত দ্রব্য আনিয়া দেখাইয়াছে, তাহাকে কিছু
পুৰস্কাৰ দিতে হইবে ।” ইহা বলিয়া দ্রব্য স্বামীকে ষথোচিত
পুৰস্কাৰ দিলেন ।

১৭৮৫ খৃঃ অৰ্কে ২৭ এ মাৰ্চ, মেৰি আণ্টইনেটেব আব
একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল । আমাদেব বাল নাযক লুই চার্লস্
সেই সন্তান । বাজপবিবাব সুখসাগবে ভাসমান হইলেন
এবং বাজ্য সংক্ৰান্ত যে সমস্ত গোলযোগ হইতেছিল (১), তাহাও
কিষংকাল স্থগিত থাকিল । ১৭৮৮ খৃঃ অৰ্কে সোফিয়া নাম্নী
কুমাৰীৰ জন্ম হয় ; সে দিনও সুখেৰ দিন , কিন্তু শৈশবাবস্থায়
সেটি কালএাসে পতিত হয় । কিছু কাল পবেই, বাজাব
জ্যেষ্ঠ পুত্র একপ লাৰণ্যভ্ৰষ্ট ও দুৰ্বল হইলেন যে, তিনি
আশ্রয় ব্যতীত কোন মতে দাঁড়াইতে পাবিতেন না । রাণী
একে রাজ্যেব বিশৃঙ্খলতা ও অমঙ্গল লক্ষণ দৰ্শনে কাতর,
তাহাতে আবাব জ্যেষ্ঠ পুত্ৰেব একপ দৌৰ্লল্য, মৃত্যুব পূৰ্ব
লক্ষণ জানিয়া শোকে ত্ৰিয়মাণ হইয়া কতই বিলাপ, কতই বা
অশ্রুবিসৰ্জন কবিতে লাগিলেন । ইহাব উপব আবাব পার্শ্বস্থ

(১) এই সময় ফ্রান্স দেশে বিধম রাজবিপ্লবেৰ পূৰ্বলক্ষণ লক্ষিত
হইতেছিল ।

লোকেব মধ্যে বিবাদ ও ষড়যন্ত্র । ১৭৮৯ খৃঃ অব্দে বাজ-
কুমারের মৃত্যু হইল এবং লুই চার্লস্ অথবা লুই (যে নামে
তাঁহার পিতা ডাকিতেন) সেই অবধি “ডফিন্” (২) সংজ্ঞা
প্রাপ্ত হইলেন ।

লুই চার্লস্ স্বভাবতঃ অতি নম্র প্রকৃতি ও বালক হইয়াও
অবালবুদ্ধি ; মুখমণ্ডলে পৈতৃক নম্রতা ও মাতৃক গোঁবব
সংমিলিত হইয়া বিবাজমান থাকিত । বয়োবৃদ্ধি সহকারে
লুইর পুষ্পের প্রতি অনুবাগ বাড়িতে লাগিল । একপ আড-
ম্বশূন্য ও স্বাস্থ্যসাধক বিষয়ে অনুবাগ উত্তেজিত কবিবাব
নিমিত্ত বাজা, প্রাসাদেব সমীপবর্তী এক খণ্ড ভূমি কুমারকে
নির্দিষ্ট কবিয়া দিলেন, তথায বাজকুমার প্রতিদিন একখানি
কোদাইল লইয়া অনন্তসহায় হইয়া কৰ্ম্ম কবিতেন । ললাট
বহিয়া ঘৰ্ম্ম বিন্দু পড়িলেও অন্তেব সাহায্য লইতেন না । কেহ
সাহায্য কবিতে চাহিলে, তিনি বলিতেন, “না তা হবে না,
আমাব নিজেব যত্নে হইতেছে বলিয়াই, মা এই ফুল গুলিকে
এত ভাল বাসেন, অতএব পবিশ্রমে আমাব ত্রুটি কবা
হবে না ।” এই ক্ষুদ্র বৃক্ষবাটিকাব বাল স্রামী প্রতিদিন প্রাতঃ-
কালে অতি উত্তম গোলাপ ও অতি সুগন্ধি ভাইয়লেট গুলি
চয়ন কবিয়া একটা তোড়া বাঁধিয়া মাতাব শয্যায বাধিয়া
দিতেন । নিদ্রাভঙ্গ হইলে, সৰ্ব্বাগ্রে ঐ তনয় দত্ত প্রাক্কপ-

(২) ইংলণ্ডে যেমন রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র “প্রিন্স অব ওয়েলস্” উপাধি
প্রাপ্ত হন, ফ্রান্স দেশেও সেইরূপ সিংহাসনেব উত্তরাধিকারী “ডফিন্” উপাধি
প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।

হারে বাণীর নেত্রপাত হইত । এদিকে বাজকুমার যবনিকাব পশ্চান্তাগ হইতে মাতার হর্ববিকসিত স্মিতমুখখানি দেখিতে থাকিতেন, কিয়ৎক্ষণ পবেই অন্তবাল হইতে বেগে আসিয়া পুষ্পাব প্রার্থনা কবিতেন । পুষ্পাব একটা চুম্বন মাত্র, কিন্তু সেই চুম্বন তাঁহার এমনই মধুব লাগিত যে, যেমন দুর্দিন হউক না কেন, বৃক্ষবাটিকা হইতে পুষ্পচয়ন কবিয়া সেই পুষ্পাব লাভ কবা কিছুতেই নিবাবিত হইত না ।

এস্থলে একবার ইতিহাস স্মৃগিত রাখিয়া আমবা একটা কথা বলিতে চাই । যদি একপ উচ্চপদাকৃৎ ব্যক্তিও স্নেহ প্রকাশ কালে নূতন প্রণালী অবলম্বন কবিতেন না পাবিলেন, যদি একপ ব্যক্তিকেও সাধাবণ লোকেব জায মুখ চুম্বন প্রভৃতি সাধাবণ কার্য্য দ্বাবা স্নেহ প্রকাশ কবিতেন হইল, তবে সামান্ত লোকেব আব আক্ষেপেব বিষয় কি ? যাঁহাবা একপ আক্ষেপ কবিয়া থাকেন যে, প্রণয়পাত্রকে প্রচুব অর্থ দান, অথবা তাঁহাব নিমিত্ত অপবিমেয় ক্ষতি স্বীকাব প্রভৃতি প্রণয়সূচক কার্য্য হইতে পবমেশ্বব আমাদিগকে বঞ্চিত রাখিয়াছেন, তাঁহাবা একপ দুঃখ পবিত্যাগ করুন । তাঁহাবা সর্বদা মনে এই কথা জাগরক রাখুন যে, বিশেষ উপকাব কবা, কি বিষম বিপদ হইতে বক্ষা কবা, সকলেব ভাগ্যে ঘটে না বটে, কিন্তু সুখী ও সমৃদ্ধ কবা সকলেবই সাধ্যাযত । তাঁহাবা এই মনে কবিয়া আত্মাদিত হউন যে, যদিও সামান্ত বস্তু প্রদান করাও তাঁহাদেব ক্ষমতাব অতীত, তথাচ স্নেহদৃষ্টি, প্রণয়সূচক যৎসামান্য কার্য্য, পাছে প্রণয়পাত্র ক্লেশ পান, সর্বদা এই

আশঙ্কা, জিহ্বাগ্রে উপস্থিত পুরুষ বচন বহির্গত হইতে না দেওয়া, ইত্যাদি সামান্য শত শত প্রণয় লক্ষণ, কি পার্থিব কি পাবলৌকিক কোন বন্ধুর নিকটেই অনাদৃত ও অল্পলক্ষিত হয় না ।

বাজকুমার কখন কখন অবাধ্য ও লেখাপড়ায় অনাবদ্বৈত হইতেন । এক দিন কোন দোষ কবাবে তাঁহাকে নিম্নলিখিত-মত দণ্ড ভোগ কবিতে হইয়াছিল । যে কৃষকেব সহিত বাজপুত্রের বনে দেখা হইয়াছিল, সেই কৃতজ্ঞ কৃষক তাহার মফ নামক কুকুট বাজকুমারকে উপঢৌকন দেয় ; জনক জননী ও পুষ্পবাটিকা ভিন্ন মফ অপেক্ষা তাঁহার প্রিয়তম বস্তু আব কিছুই ছিল না । ঐ দিন মফকে তাঁহা হইতে অন্তবে বাধ্য-স্থিত হইল । বাজকুমার তাহার ক্রন্দন ধ্বনি শুনিতে পান, অথচ তাহাকে দেখিতে না পান, এমন একটি গৃহে মফ অব-কল্প হইল । এই অদর্শন যন্ত্রণা বাজকুমারের যেকপ অসহ্য হইয়াছিল, তাঁহার অনুবক্ত মফেরও তদপেক্ষা নূন হয় নাই । মফ অববোধকালাবধি দ্বাবদেশে নথাঘাত ও আর্তনাদ কবিতে ছিল , অবশেষে নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে বাজকুমার সজলনয়নে বাণীর সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “মা । মফ অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে, উহার ত কোন দোষ নাই, তবে উহাকে কেন অনর্থক কষ্ট দিতেছেন ? যদি মফকে ছাড়িয়া দেন, তবে প্রীতিজ্ঞা কবিতেছি, উহার পরিবর্তে আমি রুদ্ধ হইয়া থাকিব , বতলক্ষণ অনুমতি না কবিবেন, ততক্ষণ বাহিবে আসিব না” । কুমারের প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল , মফের পরিবর্তে বাজকুমার

সেই নিভৃত গৃহে প্রবেশ কবিলেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত দ্বার উন্মোচিত না হইল, ততক্ষণ স্থির ভাবে সেই অন্ধকাবময় গৃহে অবস্থিতি কবিলেন ।

তঁাহার স্থায় তরুণবয়স্ক বালকেবা যেমন নীতিবাক্যেব অযথাভূত তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া থাকে, তিনি ও সেই রূপ কবিতেন । একদা বালকুর্দ্দম চাঞ্চল্য বশতঃ তঁাহাকে গোলাপ ঝাড়ের উপর পতিতপ্রায় দেখিয়া বাণী কহিলেন, “সাবধান সাবধান, কাঁটায পড়িলে অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইবে, এমন কি চক্ষুও নষ্ট হইতে পারে ।”

রাজকুমার মহানুভাবস্বৰ্গে উত্তর কবিলেন, “কেন মা ! আপনিত জানেন যে, কণ্টকময় পথই মহিমার দ্বার ।” বাণী বলিলেন, “বাক্যটা মহৎ বটে, কিন্তু তুমি এ মহাবাক্যেব তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পার নাই । শুদ্ধ উল্লক্ষনেব আমোদে কণ্টক বনে চক্ষু আহত কবাতে মহত্বের কথা কি ? যদি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির উদ্ধার সাধনে ঐ কপ হইত, তবে প্রকৃত মহিমাই হইত বটে, কিন্তু অনর্থক এরূপ কবিলে, কেবল নির্দোষেব কার্য্য হয় । প্রিয়তম লুই ! যে সকল মহাত্মাবা নিঃস্বার্থ পবোপকাব ব্রত অবলম্বন কবিয়া ধন প্রাণ প্রভৃতি সকলই বিসর্জন দিয়াছেন, যতদিন সেই সকল প্রকৃত বীরেব জীবনযুদ্ধ পাঠ না কব, ততদিন পর্য্যন্ত কাহাকে মহিমা বলে, তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে ।”

এক দিন তঁাহাকে উৰ্দ্ধ্বাঙ্গে দৌড়িতে দেখিয়া তঁাহার শিক্ষয়িত্রী, রাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “কুমার

এখনই পড়ি যা যাইবেন ।” বাণী উত্তৰ কবিলেন, “পড়িতে
শেখা মন্দ নহ ।”

“কিন্তু অঙ্গে আঘাত লাগিতে পাবে ।”

“হাঁ, বেদনা সহিতে শেখাও আবশ্যক ।”

বাণী অত্যন্ত পুৰুষবৎসল ছিলেন বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া
পুৰুষকে বাবু কবিত্তে তাহাব ইচ্ছা ছিল না ।

চতুৰ্থ অধ্যায় ।

পাৰিসে পৰিচালন ।

বাজকুমাৰ গ্রামা ক্ৰীড়াৰ অতিশয় অনুবক্ত ছিলেন ।
এক্ষণে আমবা নিতান্ত দুঃখিতান্তঃকৰণে তাহাব সেই ক্ৰীড়াৰ
শেষ অঙ্গে উপস্থিত হইলাম । ১৭৮৯ খৃঃ অঙ্গে বাজদম্পতি
ভবসেইল প্রাসাদে বাস কৰিতেছিলৈন, এমত সময়ে ফ্ৰান্স
বাজ্যে অতি ভয়ানক বিদ্রোহ উপস্থিত হইল । বাজ-
পৰিবার অত্যন্ত ভীত হইলৈন । দুবদৃষ্ট বশতঃ ষোড়শ
লুই অতি অশুভ সময়ে জন্ম গ্রহণ কৰেন । তাহাব পূৰ্ব-
পুরুষদিগেব অত্যাচাবে বাজ্য বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে ।
বহু দিনাবধি প্রকৃতি পুঞ্জ অবিচাৰ ও উৎপীড়ন

সহিষা আসিতেছিল। ষোড়শ লুই নানা সদগুণের আধাব ছিলেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাঁহাকেই পূর্বপুরুষ কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবিতে হইল। তাঁহার আরও দুর্ভাগ্য এই যে, তিনি অল্পযুক্ত মন্ত্রীবর্গে বেষ্টিত ছিলেন এবং ঝাঁহাবা বিপদ কালে তাঁহাব বক্ষাষ যত্ন কবিবেন, তাঁহাবাই তখন তাঁহাকে পবিত্যাগ কবিয়া চলিয়া গেলেন। পাবিস নগবে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, সভাগৃহে উপস্থিত হইয়া প্রজাগণকে শান্ত কবা বিধেয় বিবেচনা কবিয়া বাজা ১৭ই জুলাই, স্বয়ং পাবিস নগবে গমন কবিলেন। পুবারুত্ত-অধ্যয়নকাবী ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন যে, ইহাতে উপস্থিত বন্ধা কিছু কাল স্থগিত থাকিল। প্রজাসকল সমবেত হইলে, যখন বাজা তাহাদিগেব প্রতি কোন প্রকার বিরুদ্ধ আচরণ কবিবেন না, একপ ভাব প্রকাশ করিলেন, তখন চতুর্দিক্ হইতে “মহাবাজ দীর্ঘজীবী হউন,” এই জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অনেক দিন হইতে একপ জয়শব্দ তাঁহাব শ্রবণগোচর হয় নাই। তখন যেন বাজার বক্ষঃস্থলবিন্দ একটি হ্রঃসহ শল্য অপনীত হইল। এদিকে রাণী ভরসেইল প্রাসাদে থাকিয়া প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গকে আহ্বান কবিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু সকলেবই ঘাব কঙ্ক; রাজভবন নিত্যক; সমস্ত লোক শঙ্কাকুস ও রাজার প্রত্যাবর্তনে হতাশ। কিয়ৎক্ষণ পরেই বাজা প্রত্যাগমন করিলেন। তখন মহিষী, ভগিনী ও সন্তানগণের আর আহ্বানের সীমা রহিল না। রাজা এই বলিয়া আহ্বাদ প্রকাশ করিলেন,

“পরমেশ্বরের ইচ্ছায় কোন বিপৎপাত হয় নাই ; আরও শ্রুতের বিষয় এই যে, কেহই হত হয় নাই । আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমাব আদেশ ক্রমে কখন প্রজাগণের বিন্দুমাত্র শোণিতপাত হইবে না ।”

যে মহাভীষণ বিদ্রোহে ফরাসি দেশ শোণিত প্রবাহে প্লাবিত হইয়াছিল, যাহাব সদৃশ ভয়াবহ ব্যাপাব জগতের মধ্যে আব কুতাপি সংঘটিত হয় নাই, এস্থলে যাহাব অঙ্কুবোদ্ধামাত্র নির্দেশিত হইতেছে, সেই অতুল তুমুল বিপ্লবের সবিশেষ বর্ণনা করা এ প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে । তবে আমাদের বাল নাযক ও তাঁহাব দুর্ভাগ্য জনক জননী সংক্রান্ত যে দুই একটি কথা প্রকৃত প্রস্তাবের উপযোগী, তাহা অবশ্যই বর্ণনা কবিত্তে হইল । পারিস নগরবাসী ইতর লোকেবা নানা ছল কবিয়া এই শ্রিব কবিল যে, রাজাকে সপবিবারে ভবসেইল হইতে পারিসে লইয়া আসা উচিত । তদনুসারে এই অক্টোবর, কতকগুলো ভীষণাকার পুরুষ ও পিশাচীবৎ বিকটাকার কতকগুলো স্ত্রী দলবদ্ধ হইয়া ভবসেইল অভিমুখে চলিল এবং বাজবাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ কবিল । যে সমস্ত অমাত্য ও বন্ধু বান্ধব বিপদ সময়ে সহায় হইবেন, রাজপবিবাবের মনে ভবসা ছিল, তাঁহারা সকলেই কার্যকালে পলায়ন কবিলেন । কেবল কতকগুলি প্রভুভক্ত ভৃত্য ও দ্বারপাল মাত্র নিকটে বহিল । রাজপরিবার-গুণকে নানাবিধ অসহ্য কদর্য্য অবমাননা সহ্য কবিত্তে হইল এবং অতি কষ্টে তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা পাইল । অবশেষে

বল পূৰ্ব্বক তাঁহাবা যান মধ্যে নিষ্কিণ্ণ ও পাবিস নগৰেৰ
 অভিযুখে চালিত হইলেন । সহস্ৰ সহস্ৰ ইতৰ লোক সঙ্গে সঙ্গে
 চলিতে লাগিল । ভবসেইল পবিত্ৰ্যাগ কালে বাজা যত
 প্ৰকাৰ তুৰ্কিষহ ক্লেস পাইলেন, তাহাব মধ্যে প্ৰিয়তম পুত্ৰকে
 যে বিগুন্ধ গ্ৰাম্য সমীৰণ হইতে নগৰেৰ অপেক্ষাকৃত দূষিত
 বায়ুতে লইয়া যাইতে হইল, এটীও সামান্য নহে । বাজকুমাবও
 দুঃখে অধীৰ হইলেন । তাঁহাকে নিজ ক্ষুদ্ৰ পুষ্পোদ্যান
 হইতে অন্তৰ হইতে হইল বলিয়া, দুঃখে যেন তাঁহাব হৃদয
 বিদীৰ্ণ হইতে লাগিল । তিনি ক্ৰন্দন কৰিতে কৰিতে
 বলিতে লাগিলেন, “আহা । যে সুন্দৰ ফুলগাছগুলিকে
 আমি আপনাব যত্নে এত বড কৰিয়া তুলিয়াছি, সেগুলি জল
 না পাইয়া শুকাইয়া যাইবে ।” তাঁহাব সাস্থনা সম্পাদনাৰ্থে
 যখন বলা হইল যে, নগৰে উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুষ্পবৃক্ষ
 প্ৰচুৰ পৰিমাণে পাইবে, তখন তিনি উত্তৰ কবিলেন, “আমি
 নিজে জল ঢালিয়া যে ফুলগাছগুলিকে এত বড কৰিয়াছি,
 সে গুলিকে যত ভাল বাসি, অহগুলিকে তত ভাল
 বাসিব না ।”

চতুৰ্দিকে দ্বী ও পুৰুষেৰ ভয়ানক মূৰ্ত্তি দৰ্শনে ও
 তাহাদিগেৰ অটু অটু হাস্তধ্বনি শ্ৰবণে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া
 বাজকুমাব জননীৰ ক্ৰোড জড়াইয়া ধৰিলেন । রাণী একবাব
 তাঁহাকে সাস্থনা কবেন, আৰ একবাব অক্ষুৰ্ণভাবে সেই ভীষণ
 জনতাৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত কবেন—শোণিতপাত ইতিপূৰ্বেই
 হইয়া গিয়াছে । যখন ঐ সকল ইতৰ লোক একত্ৰ হইয়া

রাজভবনে বলপূর্বক প্রবেশ কবে, তখন যে সকল দ্বাববানু
অস্ত্রপুৰ বক্ষা কবিতোছিল, তাহাদেব মধ্যে হুই জনের প্রাণ-
বধ হয় । ঐ হত প্রহবীদ্বয়েব ছিন্ন মস্তক দীর্ঘ কাষ্ঠ খণ্ডে
সন্নিবেশিত কবিয়া একদল লোক বাজশকটেব অগ্রে অগ্রে
চলিতে লাগিল । ঐ পামরেবা নৃশংসতাব যেরূপ পানিপাট্য
দেখাইল, বোধ কবি ফবাসি জাতি ভিন্ন অত্ৰ কোন জাতিব
সেরূপ পাবিপাট্য স্বপ্নেও মনে আইসে না । পথিমধ্যে
কোন কেশবিত্তাসকাবীব আবান ছিল, পাষাণেবা তথায়
উপস্থিত হইয়া সেই বীবপুরুষদ্বয়েব ছিন্ন মস্তক তৎকাল-
প্রচলিত প্রথা অনুসাবে বল পূর্বক সজ্জীভূত কবাইয়া লইয়া
চলিল । উহাদেব পশ্চাশ্রাণে সৈনিক, নাগবিক ও স্ত্রী লোকেব
জনতা—অনির্কচনীয় ভয়াবহ জনতা—পৃথিবীব জঘন্ততম জীবের
জনতা—মন্দগমনে আসিতেছিল । তাহাদেব মধ্যে কেহ বা
কামানেব উপব, কাহাবও বা হস্তে চাকচাক্যশালী বন্দুক ও
বল্লম এবং অনেকেব হস্তে সপত্র বৃক্ষ শাখা, দূব হুইতে
বোধ হইল, যেন নবমাংসলোলূপ উন্মদ বাক্সগণের বিকট
হাস্তে শঙ্কিত একটী সঞ্চাবিণী বনভূমি । রাজপরিবাবেব
শকটসকলেব পশ্চাৎ বাজাব অনুবক্ত যোদ্ধা সকল, কেহবা
অশ্ব পৃষ্ঠে কেহবা পদব্রজে তাঁহার অনুগমন কবিতোছেন ।
তাঁহাদেব মধ্যে প্রায় সকলেই উষ্ণীয়বিহীন, শ্রান্ত ও
আহার নিদ্রাভাবে অত্যন্ত অবসন্ন । তাঁহাদেব পশ্চাতে
মহাসভাব সভ্য মহাশয়দিগেব শকট ও তাহার পর পারিস
নগবস্থ সেনাগণ ।

পারিসে উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে বাকি উপস্থিত হইল।
 পিশাচীগণ শকটের নিকটে আসিয়া রাজা ও রাণীর প্রতি
 ঈশ্বরোপাস্তি কটু ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিল। নৈসর্গিক
 কাবণ বশতঃ ঐ সময়ে ফ্রান্স দেশে এক প্রকার দুর্ভিক্ষ হইয়া-
 ছিল। রাজাই সেই অনিষ্টের কারণ বলিয়া সংস্কার থাকিতে
 ভীত হইয়া বলিতে লাগিল যে, রাজা এখন আমাদের হাতে পড়িয়া-
 ছেন, এখন আর কুটি মহার্ঘ বা ছুপ্পাপ্য হইবে না। “এখন
 কুটিওয়ালা, কুটিওয়ালার বোঁ, কুটিওয়ালার বেটা, সকলকেই
 ধরিয়াছি,” এই বলিয়া শকটের বাতায়নের নিকটে চীৎকার
 করিতে লাগিল। এই সমস্ত কটুক্তি, অজ্ঞানদ্বন্দ্বি, গীত
 ও মধ্য মধ্য বন্দুকের শব্দ, ইহা কিছুতেই রাণীকে বিচল
 করিতে পারিল না। তাঁহার মুখচন্দ্রমাখ পূর্ববৎ প্রভা ও
 প্রসন্নতা লক্ষিত হইতে লাগিল; ভয়রূপ ঘনসন্ধ্যার তাহার
 বিমল জ্যোতিকে হীনপ্রভ করিতে পারিল না।

পারিসের রাজবাটীতে বহুকাল কেহই বাস করেন নাই;
 স্মৃতির গৃহগুলি অত্যন্ত অপরিষ্কৃত হইয়াছিল। এক্ষণে
 সেই অপরিষ্কৃত গৃহ মধ্যেই রাজপরিবারকে প্রবেশ করিতে
 হইল। এই দিন অবধি রাজাকে কারারুদ্ধ বলিতে হইবে।
 পর দিন প্রাসাদের নিকট একটা শব্দ হওয়াতে রাজকুমার
 ভীত হইয়া মাতৃকোড়ে নিপতিত হইলেন ও বলিলেন,
 “মা! আবার কি কালিকার মত হইল?” অবোধ বালক
 কিছুই জানেন না, কি জন্ত এই মহা বিদ্রোহ উপস্থিত হইল,
 তাহার কিছুই বুঝেন না। কিন্তু এই বিদ্রোহ চরমে

র্তাহার পক্ষে কি ভয়ানকই হইয়া উঠিয়াছিল। কিছু দিন পরে রাজকুমার বিদ্রোহের কারণ জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত রাজার নিকট গেলেন। যাইবামাত্র, রাজা জিজ্ঞাসিলেন, “কি লুই! তুমি কি জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছ বল।” লুই কাতরস্বরে উত্তর করিলেন, “বাবা! যে প্রজাগণ তোমাকে পূর্বে এত ভাল বাসিত, তাহারা অকস্মাৎ এত রাগিয়াছে কেন, তুমি উহাদের এমন কি করিয়াছ?”

রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া পুত্রকে ক্রোধে বসাইয়া বলিতে লাগিলেন, “লুই! তাহাতে প্রজাগণের স্মৃতি বৃদ্ধি হয়, আমি নিরন্তর সেই চেষ্টাই করিয়া আসিয়াছি। কেবল যুদ্ধে যে সকল ক্ষণ হইয়াছিল, সেই ক্ষণ পরিশোধের নিমিত্ত আমি প্রজাদিগের নিকট হইতে অর্থ চাহিয়াছিলাম। তাহাতে মহাসভার সভ্যেরা আমার বিপক্ষ হইলেন এবং কহিলেন যে, অর্থ দেওয়া ও না দেওয়া বিষয়ে প্রজাদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা; তাহাদের মত হয় পাবেন, নচেৎ পাইতে পারেন না। অতঃপর আমি প্রত্যেক নগরের প্রধান প্রধান লোকদিগকে আহ্বান করিয়া একটি সভা করিলাম। সকলে সমবেত হইয়া আমার আধিপত্য ও ক্ষমতার লাঘব করিতে চাহিলেন। আমি তাহাতে সন্তুষ্ট হইলাম না। সন্তুষ্ট হইলে আমার অসম্মান হইত; আর প্রিয়তম। তুমি আমার উত্তরাধিকারী, তোমার প্রতিও অন্ত্যাচারণ করা হইত। এক্ষণে অসুখাপরতন্ত্র লোকের কুপরাশর্শে প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া এই কয়েক দিন অন্ত্যাচার করিতেছে, এ বিষয়ে প্রজাগণের বড় দোষ নাই।”

অতঃপর রাজকুমার এই সমস্ত ব্যাপারের কিছু কিছু বুঝিতে এবং পিতা মাতার সন্তোষ জন্মাইবার নিমিত্ত সকল ব্যক্তিকেই শ্রীত করিতে চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কি মহা-সভার সভ্য, কি সৈন্যধ্যক্ষ, কি বিদ্রোহেব নেতৃগণ, যাঁহাব সঙ্গে যখন কথাবার্তা হইত, তখনই তাঁহাব সহিত সাদর ব্যবহার করিতেন। বাণী নিকটে থাকিলে পবক্ষণেই অমনি যাইয়া তাঁহাব কাণে কাণে বলিতেন, “মা ! কিছু অন্তায় কবি নাই ত ?”

প্রাসাদ সংলগ্ন সমুদায় উদ্যান বাজপবিবার আব ভোগ করিতে পাইতেন না, অধিকাংশই মহাসভা ভোগ করিতে লাগিলেন। রাজভোগ্য অংশের মধ্যে এক খণ্ড ভূমি মাত্র রাজকুমারকে প্রদত্ত হইল। তথায় তিনি অনায়াসে স্থায় পুষ্পানুবাগ চবিতার্থ করিতে পাবিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহাও নিষ্ফলক হইল না। মহাসভা হইতে এই আদেশ হইল যে, কয়েক জন সৈনিক পুরুষ তাঁহাব নিকট প্রহরী থাকিবে। রাজকুমার প্রিয় সন্তোষণ পূর্বক প্রহরীদিগকে উদ্যান মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিতেন এবং সহাস্যবদনে তাহাদের মধ্যে পুষ্প বিতরণ করিতেন। কখন কখন বলিতেন, “যদি মা ফুল অধিক ভাল না বাসিতেন, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে আবও ফুল দিতে পারিতাম।” অনন্তর ক্রমশঃ প্রহরীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়াতে, তিনি আব তাহাদের সমাদর বা আশ্বাস করিতে পাবিতেন না। একদা তাহাবা বেডার ধারে পবম্পব ঠেলাঠেলি করিতেছিল দেখিয়া, তিনি মৃদুস্বরে

অন্ধকারময় অশুভসূচনা—কারাবাস । ৬৯

এই বলিয়া ক্ষমা চাহিলেন, “আমাব স্থান অতি অল্প, তোমা-
দেব সকলকে ডাকিয়া সমাদর করিতে পারিতেছি না বলিয়া
অত্যন্ত দুঃখিত আছি ।”

কোন দবিত্ত জ্বীলোক এক দিন উদ্যানের মধ্যে গিয়া
তাহার হস্তে এক থানি অভিযোগপত্র অর্পণ করিয়া কহিল,
“বাজুকুমার ! যদি আপনি আমাব এই প্রার্থনাটী সফল করাইয়া
দিতে পারেন, তাহা হইলে, আমি বাজমহিষীর ত্রায় সুখিনী
হইব ।” অভিযোগপত্রখানি হস্তে লইয়া অনির্কচনীষ
শোকভাবে কহিলেন, “কি বলিলে, বাজমহিষীর ত্রায় সুখিনী
হইবে ? আমি এক জন বাজমহিষীকে জানি, তিনি দিবাবাত্রি
কেবল অশ্রু বিগর্জনই করিয়া থাকেন ।”

পঞ্চম অধ্যায় ।

—২০১—

অন্ধকারময় অশুভসূচনা—কারাবাস ।

বাজপরিবার অতি শঙ্কিত ও ম্লানচিত্তে ১৭৯০ ও ১৭৯১
খৃঃ অন্ধ অতিবাহন করিলেন । সকলেই দোষাবোপ করিত,
সর্বদাই প্রাণ হাতে করিয়া থাকিতে হইত । ঈদৃশ অবস্থাপন্ন
হওয়াতে, বাজার মুখমণ্ডল একপ প্রগাঢ় উৎকণ্ঠায় কুণ্ঠিত

হইয়াছিল যে, প্রণয়িনীর প্রণয়গর্ভ স্মিত, কি আত্মজের অমৃত-
নিস্যন্ধিনী কথা বার্তা, কিছুতেই তাহার শাস্তি হইত না।
কয়েক মাস পর্য্যন্ত তিনি প্রায়ই কোন বাক্য উচ্চারণ করেন
নাই। এদিকে বাণীব অধিকাংশ সময় কেবল অশ্রুবিসর্জনেই
যাপিত হইত। অবশেষে ভয় ও বন্ধুগণের অনুরোধে রাজা
সপবিবারে রাজ্য হইতে পলায়ন করিলেন। সকলে অবগত
আছেন যে, তাঁহারা পশ্চিমধ্যে ধৃত হইয়া পাবিস নগরে
পুনরানীত হন। বিদ্রোহী সভা হইতে বার্ণেভ্ নামক এক
ব্যক্তির উপর তাঁহাদিগকে ধরিয়া আনিবাব ভাব সমর্পিত
হয়। ঐ সময়ে বিদ্রোহীদিগের কোটের বোতামে “স্বাধীনতা
অথবা মৃত্যু” এই কয়েকটি কথা উৎকীর্ণ থাকিত।
বাজকুমার বার্ণেভের গাত্রবস্ত্রে এই কয়েকটি কথা দেখিয়া
জিজ্ঞাসিলেন, “উহাব অর্থ কি? স্বাধীনতা কাহাকে বলে
মা?” বাণী কহিলেন, “বৎস! স্বাধীন ব্যক্তি যেখানে
ইচ্ছা সেখানে যাইতে পারে।” “তবে ত, মা! আমরা
স্বাধীন নই।”

পলায়নের চেষ্টা কবাত্রে, রাজপরিবার পূর্বাপেক্ষা
অধিকতর কষ্টে নিক্ষিপ্ত হইলেন। সেই অবধি তাঁহারা
আব কখনই গ্রহবীদিগের চক্ষুর অন্তবাল হইতে পাবিতেন
না এবং তাঁহাদের কথাবার্তা ও লিপি প্রভৃতি কিছুই আব
গোপন ভাবে চলিত না। এই সমস্ত দর্শন করিয়া রাণী এরূপ
উৎকলিকাকুল হইলেন যে, অকাল বার্কক্য সহসা আসিয়া
তাঁহার মুখশ্রী হরণ করিয়া লইল।

রাজা ও বাজপরিবার ধৃত ও পারিসে পুনর্বানীত হইবার কিছু দিন পরে একদা বাজকুমার কহিলেন, “মা ! তোমার চুলগুলি কি শাদাই হইয়াছে !” রাণী উত্তর কবিলেন, “প্রিয়তম ! যখন ইহা অপেক্ষা গুরুতর দুঃখের কাবণ বর্তমান বহিয়াছে, যখন তোমার পিতার এরূপ দুঃবস্থা ঘটিয়াছে, তখন এমন সামান্য বিষয়ের কথা কহিবাব সময় নয়।” ফলতঃ রাণীর তাদৃশ শুল্ললিত কেশকলাপ দুর্ভাবনায একবারে শুভ্রবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। রাণীর বয়স পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষের অধিক নয়, কিন্তু, তিনি এক রাত্রির মধ্যেই সপ্ততি বর্ষীয়া প্রাচীনার স্থায় শুভ্রকেশী হইয়াছিলেন।

১৭৯২ অব্দে ২০শে জুন, পাবিসনগরস্থ কতকগুলো ইতর লোক দলবদ্ধ হইয়া বাজভবনে প্রবেশ কবে এবং “রাজা কোথায়, রাণী কোথায়” এই বলিয়া পিশাচবৎ গৃহ হইতে গৃহান্তবে তাঁহাদিগকে অন্বেষণ কবিয়া বেড়াইয়া। রাজদম্পতি সশঙ্কচিত্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন মতেই ভয়াভিহৃত হন নাই। তাঁহারা দুই তিন জন ভৃত্যের সহিত একটী গৃহের কোণে দাঁড়াইয়া ভবিতব্যের প্রতীক্ষা কবিতেছিলেন। এমন সময়ে পামবেবা সেই গৃহে প্রবেশ কবিয়া নানা প্রকার দৌরাণ্ড্য আবস্ত কবিল এবং অতিভয়ানক ও অপমান সূচক চিহ্ন ও চিত্র দেখাইতে লাগিল। এক জনের হস্তে একটী ছোট ফাঁসিকাঠ ছিল, তাহাতে একটী অতি কুৎসিত পুস্তিকা বুলিতেছিল; উহার গাজে “মেরি আন্টইনেট্” এই নাম অঙ্কিত। আর এক জনের হাতে এক খানি কাষ্ঠফলক,

তাহাতে একটা ষ্ঠভেব হুৎপিও সংলগ্ন ; নিম্নে “ষোড়শ লুইব হুৎপিও” এই কথা গুলি লিখিত ! যাহা হউক, এবাব কাহাবও প্রাণবিনাশ হয় নাই । কিন্তু কিছু দিন পরে, (আগষ্ট মাসেব দশম দিবসে) বাজভবন পুনবাক্রান্ত ও শোণিত-প্রবাহে একবাবে পবিপ্লুত হয় । আট শত বাজসৈন্য বাজ-পবিবাবেব বক্ষণাবেক্ষণ কবিত, এবাব তাহাদেব সকলকেই প্রভুভক্তিব পবাকার্ঠ্য প্রদর্শন স্বরূপ প্রাণ দান কবিতে হইল । তাহাবা যেরূপ নৃশংসতা সহকাবে বিনাশিত হয়, তাহা বর্ণন কবিলে আমাদেব ও পাঠকগণেব অন্তঃকবণ দুঃখসাগবে নিমগ্ন হইত , কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে এস্থলে তাহাব বর্ণনাব আবশ্যকতা হইল না । ঐ দিন ষোড়শ লুইব পুত্র (যিনি আব সিংহাসনেব উত্তরাধিকাবী বহিলেন না, কাবণ এখন অবধি ফ্রান্সে বাজ-তন্ত্র স্থগিত হইয়া সাধাবণতন্ত্র প্রচলিত হয়) পবিবাবেব সহিত দুঃখ ও বিপদেব অংশভাগী হইলেন । তিনি এই বিপদ-সময়ে পদে পদে বালজ্জলন্ত সাহস প্রদর্শন কবিতে লাগিলেন । যখন বাজপবিবাবেব আশ্রয়ভূত গুপ্ত স্থানটী পর্য্যন্ত পাষণ্ডেব কুঠাবাঘাতে ভগ্নপ্রায় হইয়া আসিল, যখন বাণী নিশ্বাস সংযত কবিয়া প্রত্যেক কুঠাবধনি শ্রবণ কবিতেছিলেন, তখন বাজকুমাব বাণীব ভয়শিথিল কবপল্লব হইতে স্বীয় হস্ত উৎক্ষেপ কবিয়া লইলেন এবং ভূমিতে জালু পাত ও কোমলাঞ্জলি উল্কে উল্কে-লন কবত জগদীশ্ববেব নিকট প্রার্থনা কবিতে লাগিলেন, “হে পরমেশ্বর । মাকে বক্ষা কব—তুমি মনে কবিলে, সকলই কবিতে পাব, এই সকল ছুট লোককে দূব করিষা দাও—একটা দুঃখিত

বালক তাহার মায়েব রক্ষাব নিমিত্ত তোমার নিকট প্রার্থনা কবিতোছে, তুমি কি তাহাব কথায অবহেলা কবাবে ?” যেন এই অকৃত্রিম সবলোদাব প্রার্থনাটি পবিপূবিত হইল, তৎক্ষণাৎ কুঠাব শব্দ নিবৃত্ত হইল এবং চতুর্দিকে এই ঘোষণা হইল যে, প্রজাবা বাণীব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে অভিলাষী হইয়াছে। এই সাক্ষাৎকাব লাভে বাজার ও বাজপবিবাবেব ‘কোন বিশেষ উপকাব দর্শিল না বটে, কিন্তু আপাতবিপৎপাত হইতে তাঁহাদিগেব বক্ষা পাওয়া হইল।

ইহাব পব যে সমুদার ঘটনা ঘটিয়াছিল, বাহুল্য ভয়ে আমবা এস্থলে তৎসমুদায়েব বর্ণনায ক্ষান্ত থাকিলাম; তবে প্রকৃত প্রস্তাবেব উপযোগী বলিয়া এই একটী মাত্র ঘটনাব উল্লেখ কবিতে হইতেছে। কিছু দিন গত হইলে বাজা, রাণী, বজ্জকুমাব, বাজকন্তা ও বাজভগিনী এলিজাবেথ্ এই সকলকেই “টেম্পল” নামক প্রাচীন সুদৃঢ় কাবাগাবে অবরুদ্ধ হইতে হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

—:—

টেম্পল—কারাগার।

টেম্পল অন্ধকারময় ও অত্যন্ত ভয়ানক স্থান। রাজ-কুমার এখানেও একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষবাটিকার উপযুক্ত স্থান

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তথায় স্বর্ধ্যাকিবর্ণের অসম্ভাব ছিল বলিয়া যদিও ফুল গুলি স্ফুজিত হইত না, তথাপি পুষ্পপ্রিয় রাজকুমাবেব নিকট সেগুলিও মহা সমাদবেব সামগ্রী, স্মতরাং বৃক্ষবাটিকার কার্ণ্যে ব্যাপৃত থাকা, প্রসূনোদগম প্রত্যক্ষ করা প্রভৃতি সমধিক হৃদয় কার্ণ্য হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়া বাধিতে পাবে কাহাব সাধ্য ?

কাবাগাবের মধ্য স্থলে একটী বৃহৎ গৃহ ছিল, সেই গৃহে তাঁহাদিগকে রুদ্ধ হইয়া থাকিতে হইত । যাঁহার সৌপিত্র গুণের প্রাচুর্য্য বিষয়ে শত্রুপক্ষীষেবাও বিসম্বাদী ছিল না, সেই বোড়শ লুই এই স্থানে আপনাব মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বাজকুমাবেব শিক্ষা প্রদানে ব্যাপৃত ছিলেন । কুমাবেব স্বভাবতঃ সতেজ শ্রুকুমার ক্ষিপ্রবুদ্ধি উত্তরোত্তর প্রস্ফুটিত কবাই, তাঁহার অনুগম আক্লাদেব বিষয় ছিল । কুমাবেব বাল্যক্রীড়া, বালভাবিত ও বালবৈদগ্ধ্যী দর্শন ও শ্রবণে জনক জননীব তাদৃশ মলিন মুখারবিন্দও সমখে সমখে বিকসিত হইয়া উঠিত ।

প্রভূত্বে গাত্রোখান পূর্ব্বক বাজা পুস্ত্রের পাঠ্য বিষয় স্থির করিতেন; বেলা দশ ঘটিকার সময় সকলে রাণীর গৃহ মধ্যে সমবেত হইলে পাঠারম্ভ হইত । পাঠেব সময়টী কি মধুময় হইয়াই উঠিত ! যত ক্ষণ পাঠ চলিত, তত ক্ষণ সকলেই ছুত ভবিষ্য বিবষক ভাবনা বিবহিত হইতেন । তাঁহাদের কিরূপ ঐশ্বর্য্য ছিল, পবিণামেই বা কেমন হৃদশা ঘটিবে, ঐ সময়, এই সমস্ত চিন্তা ভ্রমেও একবার মনে উদ্ভিত হইত না; কিন্তু হৃৎপথের বিষয় এই যে, এই অপূর্ব্ব সাংসারিক আনন্দের

সময়েও, মধ্যে মধ্যে, বহিঃস্থ লোকেব চীৎকার তাঁহাদের কর্ণ-
কুহর বিদীর্ণ করিত । কখন কখন বধ্যমান হতভাগ্যদিগেব
অর্ডনার তঁাহাদেব বর্ণগোচর হইত এবং যেন স্পষ্টাভিধানে
তঁাহাদিগকে এই বুঝাইয়া দিত যে, কেবল স্বাধীনতা ও সিংহা-
সন স্রষ্ট হওয়াতেই তঁাহাদেব দুর্দশাব চরমসীমা উপস্থিত হয়
নাই । অবিচলিত ভাবে বিপৎপাত সহ্য কবা সামান্ত সাহসের
কর্ম নয় ; ঘোড়শ লুইব সেই সাহস বিপদে সহকারে বুদ্ধি
পাইতেছিল , যেমন নূতন নূতন ভয়াবহ ব্যাপাবেব নিবৃত্তি
হইত, অমনি ভযার্ভ পবিবাবমণ্ডলীব বিনোদনার্থ তিনি
রাজকুমাবেকে নূতন নূতন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন । কখন
কখন প্রহেলিকা জিজ্ঞাসা কবিতেন এবং রাজকুমাবেব উত্তর
গুলি প্রায়ই জননী ও পিতৃদশাব অশ্রুপ্রবাহ স্থগিত করিয়া
কেলিত ।

একদা ঐকপ সময়ে রাজা জিজ্ঞাসিলেন, “বল দেখি লুই !
এমন কি সামগ্রী আছে, যাহার রং শাদা ও কালতে
মিশ্রিত, আধ ছটাকও ভাবি নয়, দিবা রাত্রি বাতাসের মত
ভ্রমণ করে এবং চূপ করিয়া থাকে, অথচ হাজাব কথা বলিয়া
দেয় ?”

“ঘোড়া, বাবা ! ঘোড়া ; ঘোড়া শাদা ও কালতে মিশ্রিত
হয়, ঘোড়া খুব দৌড়ায় এবং ঘোড়াতে কথা কয় না ।”

রাজা—“আচ্ছা বাবা ! এত হলো, কিন্তু ঘোড়া যে আধ
ছটাকের অধিক ভারি হইবে, বিশেষতঃ ঘোড়াতে যে অনেক
লংবাদ দিয়া থাকে, এ ত শুনি নাই ।”

“এখন ঠিক বুঝেছি বাবা ! সংবাদপত্র ।” এই বলিয়া বাজকুমার এত উচ্চৈঃস্ববে হাস্য কবিলেন যে, তদীয় উৎকর্ষাকুল জনক জননী প্রভৃতিকেও তাহাব প্রতিধ্বনি কবিত্তে হইল ।

“আচ্ছা, তোমাকে আব একটী কথা জিজ্ঞাসা কবি, লুই ! বল দেখি, কাহাব শ্রী, স্বভাব ও মহত্ব সকলকে অতিক্রম কবিয়াছে ?—“কেন, সে মা ভিন্ন আর কে হবে?” এই বলিয়া বাজকুমার রাণীর অঙ্কে আশ্রয় সমর্পণ কবিলেন ।

বাজা কহিলেন, “লুই ! তুমি আমার প্রশ্ন সাক্ষ হইতে না হইতেই উত্তর দিয়াছ । আমার প্রশ্ন এই, কাহাব শ্রী, স্বভাব ও মহত্ব সকলকে অতিক্রম কবিয়াছে, অথচ সে অধিকাংশ লোকেব প্রিয় নহে, সে কে ?”

বাজকুমার উত্তর করিলেন, “সে সত্য ; কিন্তু ঠিক কথা বলিতে হইলে বাবা । এই উত্তর আমার নয় , দিদি আমাকে কাণে কাণে বলিয়া দিয়াছিলেন ।”

এইরূপ বুদ্ধির চালনা ও বাজাব উদ্ভাবিত এক প্রকাব ভূগোল ক্রীড়াতে বাজকুমারের বিশ্রাম কাল অতিবাহিত হইত । ঐ ভূগোল ক্রীড়া এইরূপ—একটী ব্যাগেব মধ্যে প্রধান প্রধান নগরের নাম লেখা কতকগুলি টিকিট থাকিত , যে খানি হাতে উঠিত, ব্যাগ হইতে সেই খানি বাহির করিয়া তাহাতে যে স্থানের নাম লেখা থাকিত, ভূচিত্রে সেই স্থান নির্দেশ ও ঐ স্থান সম্বন্ধে কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনাব উল্লেখ করিতে হইত, যে অধিক কথা বলিতে পাবিত, তাহারই জয় হইত ।

১৭৯২ অব্দের শবৎকাল এই রূপে অতীত হইল, কিন্তু বন্দীদিগের অবস্থা সমভাবেই রহিল । এক দিন সায়ং কালে গৃহ আলোকিত হইলে, যখন পরিজনবর্গ বসিবার গৃহে সমবেত হইলেন, তখন লুই বালম্বভাব স্মলভ কৌতূহল বশতঃ জিজ্ঞাসিলেন, “তুমি যে বই খানি এত মনোযোগ কবিয়া পড়িতেছ, ওখানি কি বাবা ?” রাজা উত্তর কবিলেন, “এখানি ইংলণ্ডের রাজা হতভাগ্য প্রথম চার্লসের ইতিবৃত্ত ।” তখন বাজকুমার জিজ্ঞাসা কবিলেন, “তাহাকে হতভাগ্য বলিলে কেন বাবা ! তাহাকেও কি প্রজাবা তোমার মত বন্দী কবিয়া রাখিয়াছিল ?” “হাঁ বাবা । তাহাই বটে, আমাদের দুই জনের জীবনবৃত্ত প্রায়ই একরূপ, আব বুঝি জীবনান্তও একই প্রকাব হয় ।”—এই কথা শ্রবণ মাত্র বাণী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কবিয়া কাতব নধনে স্বামীকে নিরীক্ষণ কবিলেন—“সে যাহা হউক, প্রথম চার্লসের ইতিবৃত্ত বুঝা এখন তোমার পক্ষে সহজ নহে, তুমি বড় হইলে উহা পড়িবে । সংগ্রহি তোমার জন্য এই এক খানি নূতন পুস্তক আনাইয়াছি, বোধ কবি চার্লসের দুঃখজনক ইতিবৃত্ত অপেক্ষা ইহা তোমার প্রিয়তর হইবে ।” বাজকুমার বলিলেন, “বেশ হয়েছে বাবা । এতে অনেক গল্প বয়েচে দেখ্চি, একটা চেষ্টা পড়িব বাবা ?” রাজা বলিলেন, “ভালইত ; প্রথমেই আর্থরের যে গল্পটা আছে উহা পড় । এই গল্প পাঠ কবিলে, বালকেরা দুঃখভাব বহন কবা শিখিতে পারে ।” ডফিন পড়িতে আরম্ভ করিলেন :—

“বার্ণার্ড নামক এক জন অতি সামান্ত শ্রমজীবী ব্যক্তির

ছয়টা সন্তান ছিল। বার্ণার্ড সমস্ত দিন পবিশ্রম কবিয়া যাহা কিছু উপার্জন কবিত, তাহা আপনার ও সন্তানগণের ভবণ পোষণে পর্য্যাপ্ত হইত না। স্মৃতবাং কিম্বদে পবিস্বারবর্গেব ভবণ পোষণ নিকীহ কবিবে, এই চিন্তাতেই সে সর্বদা ব্যাকুল থাকিত। হুর্ভাগ্য ক্রমে একবাব দেশ মধ্যে অল্প পবিমাণে শস্য জন্মিল ও দ্রব্য সামগ্রী অত্যন্ত মহার্ঘ হইয়া উঠিল। বার্ণার্ড দিবাবাত্রি পবিশ্রম কবিয়াও ক্ষুধার্ত সন্তানগণকে উদব পূবণ কবিয়া আহাব দিতে পাবিত না। কষ্টেব চবম সীমা উপস্থিত হইল। এক দিন পুলগণকে আহ্বান কবিয়া বার্ণার্ড সজ্জল নয়নে বলিতে লাগিল, 'প্রাণাধিক সন্তানগণ! আহাব সামগ্রী এমনই মহার্ঘ হইয়া উঠিয়াছে যে, আমি প্রাণপণে পবিশ্রম কবিয়াও তোমাদেব ক্ষুধিবৃত্তি উপযুক্ত রুটি সংগ্রহ কবিতে পাবি নাই, এই যে কটি খানি আনিয়াছি, ইহাতেই আমার সমস্ত দিনেব বেতন ফুবাইয়া গিয়াছে, অতএব কি কবিবে, ইহাব এক এক অংশ লইয়াই সকলকে সন্তুষ্ট হইতে হইবে; যদিও উহাতে তোমাদেব ক্ষুধানিবৃত্তি হইবে না বটে, কিন্তু কোন মতে প্রাণধাবণ কবিয়া থাকিতে পাবিবে।' ইহাব পব সে আব কথা কন্দিতে পাবিল না; হুঃখে ব্যাক্রোধ হইয়া আসিল। তখন উর্দ্ধ দিকে নেত্রপাত কবিয়া হু হু কবিয়া কান্দিতে লাগিল। সন্তানগণও কান্দিতে আবন্ত কবিল এবং মনে মনে পবমেশ্ববেব নিকট এই প্রার্থনা কবিতে লাগিল, 'পরমেশ্বর। আমাদের সহায় হও, আমবা নিতান্ত দীন হীন বালক, আমাদের পিতাব সহায়তা কব এবং দেখো যেন

আমাৰ অনাভাবে না মাৰা পড়ি।’ বাৰ্ণাৰ্ড ক্ৰটি খানিকে সমান সাত অংশে বিভক্ত কৰিষা আপনি এক ভাগ লইল এবং সন্তানদিগকে ছয় ভাগ লইতে আদেশ কৰিল। কিন্তু আৰ্থৰ মাৰক পুত্ৰটি আপন ভাগ লইল না। সে কহিল, ‘বাবা। আমাৰ অসুখ বোধ হযেছে, আমাৰ কিছু খাইতে ইচ্ছা নাই’, আমাৰ ভাগটি হয় তুমি লও, নাহয়, সকলকে ভাগ কৰিয়া দাও।’ ‘তোমাৰ কি অসুখ হযেছে বাবা।’ এই বলিষা বাৰ্ণাৰ্ড তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্ৰোড়ে কৰিষা লইল। ‘আমাৰ বড় অসুখ হযেছে, বড় অসুখ হসেছে বাবা।’ বাৰ্ণাৰ্ড তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্ৰোডাদশ হইতে একটী শয্যাৰ শায়িত কৰিল এবং পৰ দিন প্ৰাতঃকালে এক জন চিকিৎসকেৰ বাটীতে গিয়া কহিল, ‘মহাশয়। অল্পব্ৰহ কৰিষা আমাৰ একটী পীড়িত পুত্ৰকে, একবাৰ দেখিতে হইবে।’ দয়াশীল চিকিৎসক মহাশয় যদিও নিশ্চিত জানিতেন যে, বাৰ্ণাৰ্ডেৰ বাটীতে দৰ্শনী মিলিবে না, তথাপি বিলম্ব না কৰিষা তাঁহাৰ বাটীতে গমন কৰিলেন এবং আৰ্থবেৰ শয্যাৰ নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাৰ হাত দেখিলেন। হাত দেখিষা কোন বিশেষ পীড়া বোধ হইল না। তিনি কেবল ধাতুস্নিগ্ধকৰ কোন ঔষধেৰ ব্যবস্থা কৰিবার উপক্ৰম কৰিতেছিলেন, এমন সময় আৰ্ণব্ বলিল, ‘মহাশয়। আমাৰ ক্ষন্ত কোন ঔষধ ব্যবস্থা কৰিবেন না, আমি আপনাৰ কোন ঔষধ খাইতে পাৰিব না।’

চিকিৎসক মহাশয় ঔষধ না খাইবাব কাৰণ জিজ্ঞাসা কৰাতে, সে গোলমাল কৰিয়া প্ৰশ্ন এড়াইবার চেষ্টা কৰিতে

লাগিল । চিকিৎসক বলিলেন, ‘তুমি অশান্তপনা করিতেছ ; আমি তোমার বাবাকে বলিয়া দি ।’ এই কথা শুনিয়া আর্থব্ অত্যন্ত সঙ্কটে পড়িল এবং অতঃপর আর মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিতে পাবা হুঃসাধ্য ভাবিয়া বলিল, ‘মহাশয় ! যদি আর কেহ না শুনে, তবে আপনাকে আমি সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে পারি ।’

চিকিৎসক আর্থরের ভ্রাতা ও ভগিনীগণকে সে স্থান হইতে কিছু দূরে যাইতে বলিলেন । আর্থব্ বলিতে আবস্ত করিল, ‘মহাশয় ! সমস্ত এমনি মন্দ হইয়া উঠিয়াছে যে, বাবা সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়াও এক খানি সামান্য রুটির অধিক সংগ্রহ করিতে পাবেন না, বাটী আসিয়া সেই রুটি খানি সকলকে ভাগ করিয়া দেন । আমাদের সকলেব ভাগে অতি অল্প মাত্র পড়ে । বাবা আবার আমাদের ভাগ অল্প হইবে ভাবিয়া প্রায়ই কিছু খান না । এই সমস্ত দেখিয়া আমি অত্যন্ত অশুখী হই । বিশেষতঃ ছোট ভাই ভগিনীগণের ক্ষুধার যন্ত্রণা দেখিয়া বড় ক্রেশ পাইতে হয় । আমি সকলের বড়, সকলের অপেক্ষা আমিই অধিক সহ্য করিতে পারি । আমার ইচ্ছা এই যে, আমি কিছুই খাইব না, তাহা হইলে, আমার অংশটী সকলে ভাগ করিয়া লইতে পারিবে । এই নিমিত্তই মহাশয় ! আমি পীড়ার ভোগ করিয়াছি । এক্ষণে আপনার নিকট বিনয় করিতেছি, যেন আপনি এই কথাটী আমাব বাবাকে বলিয়া না দেন ।’

এই কথা শুনিয়া চিকিৎসক ক্রিয়াক্ষণ মুগ্ধ হইয়া রহিলেন,

পরে कहিলেন, ‘বৎস ! তুমি কি ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছ না ?’
‘হাঁ মহাশয় ! আমাব কষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু বাটীর সকলের
যত্নে দেখিয়া যেমন কষ্ট হয়, তেমন হইতেছে না ।’

‘কিন্তু আহাব না করিলে তুমিত বাঁচিবে না ।’

আর্থর্ বলিল, ‘আমি তাহা জানি বটে, কিন্তু মনের
স্বখে মরিব । আমি মরিলে ভবণ পোষণে পিতাব কিঞ্চিৎ
ভার লাঘব হইবে । আব আমি ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা
করিয়া মরিব যে, আমি মরিলে পব আমাব ছোট ছোট ভাই
ভগিনীগুলি যেন আব ক্ষুধায় কষ্ট না পায় ।’

চিকিৎসক মহাশয় এই উদাবপ্রকৃতি বালকের কথা শুনিয়া
বিস্মিত ও দয়ায় দ্রবীভূত হইলেন এবং তাহাকে ক্রোড়ে
লইয়া আলিঙ্গন করত कहিলেন, ‘প্রিয় বৎস ! তুমি কখনই
প্রাণত্যাগ কবিতো পাইবে না । ঈশ্বর আমাদের সকলেরই
পিতা, তিনি অবশ্যই তোমাকে ও তোমাদের বাটীর সকলকে
প্রতিপালন কবিবেন ।’ এই কথা বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ
আপন বাটীতে চলিয়া আসিলেন এবং একটী ভৃত্যের হস্তে
নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য দিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া আর্থর্ ও
আর্থরের ক্ষুধার্ভ্র ভ্রাতা ও ভগিনীগণের নিকট উপস্থিত
হইলেন । অনন্তর তাহাদের সকলকে চতুর্দিকে বসাইয়া
উদর পূরণ করিয়া খাওয়াইতে লাগিলেন । তাহাদের সেই
সময়ের আশ্লাদ দেখিয়া তাহাব মনে কি এক অপূর্ণ ভাবেরই
উদয় হইতে লাগিল ! খাইবার সময় চিকিৎসক মহাশয়
আর্থর্কে বলিয়া গেলেন, ‘তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি তোমাদের

আহারের সংস্থান করিয়া দিব।’ অতঃপর আপন প্রতিজ্ঞা অনুসারে তিনি প্রতিদিন তাহাদের নিমিত্ত যথেষ্ট খাবার দ্রব্য পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। তিনি আর দুই এক জন দয়াশীল লোকেব নিকট আর্থবেব ওণের কথা কহিয়াছিলেন ; তাঁহাৰাও চিকিৎসক মহাশয়ের দৃষ্টান্তেব অনুসরণ করিলেন। ঐ দুঃখী পরিবাবের ভবণ পোষণেব নিমিত্ত কেহ বা খাদ্য, কেহ বা বস্ত্র, কেহ বা অর্থ পাঠাইয়া দিতেন, স্মৃতবাং অল্প দিনের মধ্যেই উহাদের অল্প বস্ত্ৰেব কষ্ট দূৰ হইল।

বার্ণার্ডের ভূস্বামী, বালক আর্থবেব এইকপ উদার ব্যবহারেব কথা শুনিতে পাইয়া বার্নার্ডকে ডাকাইয়া কহিলেন, ‘বার্নার্ড! তুমি অতি সুপুত্র পাইয়াছ। আমিও এই অবধি তাহাব পিতাম্বরূপ হইলাম। আজি অবধি তুমি আমার ক্ষেত্ৰের কৰ্ম্ম করিবে এবং আর্থন্ ও তোমাব অন্যান্য সন্তানগুলি আমাব বায়ে বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইবে।’ বার্নার্ড আহ্লাদপূৰ্ণ হৃদয়ে বাটী প্রত্যাগমন কবিল এবং একপ স্নানপান পাইয়াছে বলিয়া, আনুপাত করত ঈশ্বৰকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল।”

১৭৯২-৯৩ অক্টেব শীত কাল যত শেষ হইতে লাগিল, ততই রাজপরিবার ক্রমশঃ অধিকতর কষ্টে পড়িতে লাগিলেন। তাঁহারা এপর্যন্ত যে সকল ব্যবহারোপযোগী উত্তম উত্তম দ্রব্য সামগ্রী সম্ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, বিদ্রোহী সভা সে সকলেরও ধৰ্ম্মতা করিয়া দিলেন। আহাব সামগ্রী পূৰ্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ও অপ্রচুর ; পরিচাবক সংখ্যা অতি অল্প ; রজস্বময়

বাসনের পরিবর্তে দস্তার বাদন ; ও মধুখবর্তিকার পরিবর্তে
বনাময় বর্তিকা রাজপরিবারের ব্যবহারার্থ আদিষ্ট হইল ।
পরিচারকেবা অতঃপর গৃহেব মধ্যে যাইতে পারিত না ।
আহার সামগ্রী এক প্রকার যন্ত্র দ্বারা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশিত
হইত । এই সমস্ত আদেশ প্রকৃতরূপে প্রতিপালিত
হইতেছে কিনা, তত্ত্বাবধান কবিবাব নিমিত্ত হেবার্ট নামক
এক মিউনিসিপ্যাল কর্মচারীর উপর ভাব সমর্পিত হয় । ঐ
ব্যক্তি পূর্বে নাট্যশালাব এক জন কর্মচারী ছিল, কিন্তু কতক-
গুলি টাকা আত্মসাৎ কবাত্তে তথা হইতে তাড়িত হয় ।
অনন্তর এক খানি অতি জঘন্য সংবাদ পত্রের সম্পাদক হইয়া
অতি নীচ ব্যবহাব দ্বারা বিদ্রোহীদিগের প্রসাদ লাভ করে ।
রাজাব ও রাজপবিবাব সকলের যৎপবোনাশ্তি কুৎসাবাদ
করা, তাঁহাদেব যন্ত্রণার বুদ্ধি কবা এবং তাঁহাদের সকলের
বিনাশ সাধন কবাই তাহাব একমাত্র কামনা ছিল । এক্ষণে
ঐ পামর বিদ্রোহী সভা হইতে তত্ত্বাবধাবক নিযুক্ত হইয়া
টেম্পল কাবাগাবে উপস্থিত হইল এবং অতি সামান্ত দ্রব্য
গুলিও রাজপবিবাবের প্রিয় বলিয়া বুঝিতে পারিলেই তৎ-
ক্ষণাৎ হরণ করিয়া লইতে আবস্ত করিল । রাজার ভগিনী
কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে কিছু অর্থ পাইয়াছিলেন,
হুরাদ্বা তাহাও হস্তগত করিল । কোন ইতিহাস লেখক
বলিয়া গিয়াছেন, “নিগুণ ও অশিক্ষিত ব্যক্তি হঠাৎ প্রকৃত
ক্ষমতাশালী হইলে, যেরূপ নৃশংস ও ভয়ানক হয়, সেরূপ
আর কেহই হয় না । আর যদি তাদৃশ ব্যক্তি স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র-

মুতি হয় ও অকস্মাৎ নীচতম পদ হইতে উচ্চ পদে অধিরোহণ কবে, তবে সে যেমন নৃশংস, তেমনি নীচাশয়ও হইয়া উঠে ।”

ঐ নবাবমেব জঘন্ত কৌশলে বাজপরিবাব সর্বপ্রকারে বিরক্ত ও অসুখী হইলেন এবং নানা প্রকার ভাবি অমঙ্গলেব কথা বার্তা শ্রবণ কবিয়া নিতান্ত ম্লান ও কম্পিত কলেবরে কেবল ভবিতব্যের প্রতীক্ষা কবিতে লাগিলেন । ইতিপূর্বে বজ্জ-কুমার কখনই তাঁহাদের এতাদৃশ আজস্র অশ্রুশ্রোত অবলোকন করেন নাই । এক্ষণে বাজকুমাবেব ক্রীড়া বা কৌতুক, কিছুতেই আর তাঁহাদের পবিম্লান মুখমণ্ডল বিকসিত কবিতে পারিত না । কিরূপ বিপৎপাতের সম্ভাবনা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে কেহই তাহা বাজকুমাবেক বলেন নাই এবং পিতার অটল প্রশাস্ত মুখমণ্ডলও তাঁহাকে বিপদের আশঙ্কা করিতে দেখ নাই । সবল অবোধ বালক ভাবিতেন, এমন কি প্রকাশ করিয়াও বলিতেন যে, “বাবাত কখন বাহাবও কিছু হানি করেন নাই, বাবাবও কেহ কখন হানি করিবে না ।” অবশেষে ১৭৯৩ অব্দের ২০শে জানুয়ারি উপস্থিত ; ঐ দিন কি ভয়ানক !! ঐ দিন ষোড়শ লুইএব প্রাগদণ্ডের আজ্ঞা হইল । রাজা ইতিপূর্বেই পবিবারগণের সহিত এক গৃহে থাকিতে পাইতেন না । এক্ষণে ঐ আজ্ঞা শ্রবণমাত্র তিনি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ কবিবাব অন্তিমতি প্রার্থনা করিলেন । প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল । সন্ধ্যার পব পবিবারবর্গের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল । পুত্র, কন্তা ও ননন্দ সমভিব্যাহারে বাণী স্বামী

সন্নিধানে উপস্থিত ও ক্রন্দন করিতে করিতে রাজার ক্রোড়ে পড়িত হইলেন । কিয়ৎক্ষণ কেবল হাহাকাব ধ্বনি, সকলই বিশৃঙ্খল । ক্রমে অশ্রুস্রোত মন্দ হইয়া আসিল এবং শান্ত ভাবে কথাবার্তা চলিতে লাগিল । রাজা শোকবিহ্বল পরিবাবদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন । রাজকুমার পিতার উরুদেশে বসিয়া তাঁহার বদন নিবীক্ষণ কবিতেছিলেন, আসন্ন বিপদ যে কত দূর ভয়ঙ্কর, তাহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম কবিতো পাবিতেছিলেন না । এমন সময়ে কাবাগাবের সম্মুখে এই ঘোষণা হইল, “অমুক সময় বোড়শ লুইএর প্রাণদণ্ড হইবে ।” রাজকুমার এই কথা শ্রবণমাত্র ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ পিতার হাত ছাড়াইয়া দ্বারবান্দিগের মধ্য দিয়া বহির্গত হইবাব চেষ্টা কবিতো লাগিলেন । এক জন দ্বারবান্ ধমক্ দিয়া কহিল, “এত ব্যস্ত হইয়া কোথায় যাও ?” রাজকুমার বলিলেন, “মহাশয় ! আমি ঐ সকল বাহিবেব লোকদেব সহিত কথা কহিব ; আব বাবাকে যেন না মারিয়া ফেলে এইটী প্রার্থনা কবিব ; দোহাই মহাশয়, আমাকে যাইতে দিন ।” তাঁহাব এই সকল কাতবোক্তিব কোন কলই হইল না, দ্বারবানেবা রাজকুমারকে বহির্গত হইতে দিল না । তখন নিতান্ত নিরুপায় হইয়া “বাবাকে মেবে ফেলোনা গো—বাবাকে মেবে ফেলোনা” এই রূপ ককণ-ধ্বনি করিতে কবিতো (যেন তাঁহাব কোমল হৃদয় দুঃখে রিদির্ণ হইয়া গেল) আন্তে আন্তে গৃহ মধ্যে প্রত্যাবর্ত হইলেন ।

রাজা একরূপ আশ্বাস দিলেন যে, পর দিন প্রাতঃকালে

পরস্পর আর একবার শেষ দেখা শুনা হইতে পারে ; কিন্তু পরে বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, আর পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়া উচিত নয় । প্রত্যয়ে বাদ্যোদ্যম হইতে লাগিল ও সেই বাদ্য ধ্বনিই ঘোষণা করিয়া দিল যে, রাণী বিধবা ও রাজকুমার পিতৃহীন হইলেন । বিস্তারিত রূপে লুইএর কৃত্যবর্ণন শ্রবণ করিলে পাঠকগণের মন একবারে চুঃখার্পণে নিমগ্ন হইয়া যাইবে ; গতান্তর বিরহিত ইতিহাসলেখকেরাই তাহার সবিশেষ বর্ণনা করুন । লুই বধ্যস্থানে দাঁড়াইয়া প্রজাগণকে সম্বোধন করিয়া গতিবশবে এই কয়েকটি কথা বলিয়াছিলেন,—“লোকে আমার উপর যে সকল দোষারোপ করিয়াছে, সে সমস্তই অমূলক ; যাহা হউক যাহাবা আমার কৃত্যসাধন করিল, আমি সর্সীস্তঃকরণে তাহাদিগকে ক্ষমা করিতেছি ; আব প্রার্থনা করি যে, আমার শোণিতপাতনরূপ মহাপাতকে যেন দেশ মধ্যে কোন প্রকার অমঙ্গল না ঘটে ।” তিনি আবও কয়েকটি কথা কহিতেছিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঢকা বাজাইবার আদেশ হইল ; ঢকার শব্দে রাজার কথা ভুলিয়া গেল । মুহূর্ত্ত মধ্যে সমুদায় শেষ হইল । কার্য সমাধা হইবামাত্র কয়েক জন নরাকার পিশাচ সেই উষ্ণ উষ্ণ শোণিতে স্ব স্ব বস্ত্র ও ক্রমাল প্রভৃতি সিক্ত করিয়া লইল এবং ভ্রষধনি করিতে করিতে নগরের চতুর্দিকে বেড়াইতে লাগিল ; কেহ কেহ বা সেই বহানন্দের চিহ্ন সকল হস্তে লইয়া টেম্পল কারাগারের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল । মহীপতিদিগের অশ্রু, স্নিগ্ধোদ্যম-

রোহণ, ও পতন এই সকল সময়েই ইতর লোকে এইরূপ করিয়াই আপনাদের পণ্ড প্রকৃতির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

হা হতভাগা বোড়শ নুই! তোমাকে এই রূপ অতিদারুণ শোচনীয় ভাবে মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইল! তোমার সদৃশ দয়া দাক্ষিণ্য গুণোপেত নরপতি ভূমণ্ডলে আর অবতীর্ণ হইয়াছেন কিনা সন্দেহ স্থল। তুমিই নাকি এই কথাটা মনে সর্বদা জাগরক রাখিতে যে, “শাসনপ্রণালী দ্বারা প্রজাগণকে সুখী রাখা ও আবদুদৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাদিগকে ধর্মপথে প্রবর্তিত কবাই নবনাথের প্রথম ধর্ম ও অবশ্য কর্তব্য কর্ম।” তোমাবই না ঐ কথাটা অতিশয় প্রিয় ছিল? কেবল পূর্বপুরুষ দ গর পাপাপনোদনের নিমিত্তই তোমাকে প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করিয়া প্রার্থনিক্ত করিতে হইল! কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সময়ও নাকি তোমাব মুখ হইতে একটাও কটুবাক্য নিঃসৃত হয় নাই? মৃত্যুর কি দিন পূর্বে (১৭৯২ ডিসেম্বরে) তুমি যে উইলনামা লিখি। ছ’ল, তাহাতে নাকি এই কয়েকটি কথা লিখিত ছিল? —“আমি জন্মাবধি যে সকল ব্যক্তির কিছুমাত্র অপকাব করি নাই, অথচ যাহারা আমার আমার প্রতি যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষাচরণ করিতেছে, তাহাদিগকে আমি অহংকরণেব সহিত ক্ষমা করিতেছি এবং পরমেশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি যে, তিনিও যেন তাহাদিগকে ক্ষমা করেন। আর আমার পুত্রের নিকট আমি এই ভিক্ষা চাই যে, যদি কখন দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাকে

সিংহাসনে আবোহণ করিতে হয়, তবে যেন সে আমার এতাদৃশ দুঃখ ও ক্লেশ সকলই ভুলিয়া যায ও কাহারও প্রতি বৈবসাদনে প্রবৃত্ত না হয়।” তোমার প্রাণদণ্ডেব আদেশ হইবাব পূর্বদিনেও তুমি ঐরূপ ওদার্য্য ও নিঃস্বার্থতার বিলক্ষণ রূপ পবিচয় দিতে ক্ষান্ত হও নাই। প্রভুপবায়ণ হৃত্যেবা যখন প্রাণ পর্য্যন্ত পণ কবিয়া তোমাব রক্ষার চেষ্টা পাইল, তখন তুমি তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলে, “যদি আমার নির্মিত্ত তোমরা বিন্দুমাত্র শোধিতপাত কব, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে কখনই ক্ষমা কবিব না ; পূর্বে (বিদ্রোহেব অন্তর্বোধম কালে) শোধিতপাত কবিলে আমার সম্মান, সিংহাসন ও জীবন সকলই বক্ষা পাইতে পাবিত ; কিন্তু তখন আমি বিন্দুমাত্র শোধিতপাত কবিত্তে দিই নাই ; আর তাহা দিই নাই বলিয়া এখন আমার অন্ততাপও হইত্বেছে না ; আমি কিছুমাত্র অন্ততাপ নই।”

লুই ! অদ্য তোমার নিকট হইতে বিদায় লইলাম, তুমি দিব্যধামে গমন কর ।

সপ্তম অধ্যায় ।

—:~:—

রাজকুমারের পৃথক্বাস ।

ষোড়শ লুই হত হইবামাত্র আমাদের রাজকুমার সমস্ত ইউরোপে (ফ্রান্স ভিন্ন) সপ্তদশ লুই নামে অভিহিত ।

রাজ্য রাজ্যের অধিপতি বলিয়া স্বীকৃত হইলেন । কিন্তু এই সম্মানই তাঁহার পক্ষে অহিত সাধক হইয়া উঠিল ; আর তাহাতেই তাঁহার কাবাববোধ যত্নশীল দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । এদিকে রাণী পতিব মস্তকচ্ছেদনের কিস্কিন্দিন পবেই পুত্র মুখাবলোকন স্মৃথৈও বঞ্চিত হইলেন ; বিদ্রোহীরা বালবাজকে বাণীব ক্রোডদেশ হইতে বল পূৰ্ণক আকর্ষণ করিয়া লইয়া গেল । যাহাব অসেচনক মুখমণ্ডল নিবীক্ষণ করিয়া বাণীব তাদৃশ বিষম দুঃখেবও কিঞ্চিৎ ভাব লাঘব হইত, কেবল যাহাব জন্তই নি নি সেই দুৰ্দ্ধহ দেহভার বহনে কথঞ্চিৎ সন্মত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাকে সেই পুত্রের সহিত জন্মেব মত অন্তরিত হইতে হইল । রাজ্ঞী ও বালবাজকে পবম্পব অন্তবিত কবিবাব সময়টী একপ শোচনীষ ও হৃদয় বিদাবক যে, কঠিনান্তঃকরণ কাবাবক্ষীদিগেব শুদ্ধ নয়নও কোন মতে বাস্পবাবিপাত নিবাবণে সমর্থ হইল না ।

রাজা ও বাণীব উপব দোষারোপ করিতেই বিদ্রোহীদিগকে যৎপবোনাস্তি আঘাস পাইতে হইয়াছিল ; এখন আবার তাঁহাদেব শিশু সন্তানের প্রতি বিরূপ ব্যবহাব করিবে ইহা ভাবিয়াই তাহাবা অস্থির হইয়া পড়িল । আট বৎসরেব বালককে কিরূপেই বা বিচারালয়ে নীত করে, আব কিরূপেই বা তাহার মস্তকচ্ছেদন করে ! ইচ্ছার অসম্ভাব ছিল না ; তবে একপ কন্ম করিলে, অবোধ বালকের প্রাণদণ্ড বিধান করিলে, চতুদ্ভি হইতে লোকে

গঞ্জহস্ত হইয়া উঠিবে, কেবল এই ভবেই বিজ্ঞানীদিগকে ইচ্ছাবোধ করিতে হইল । ঐ ভীষণ সময়ে যে পামরেরা বিচারাসন অপবিত্র করিয়াছিল, কেবল লোক ভয়ে তাহাদিগকে একটা অনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত থাকিতে হইল--নিরপবাধ লাভ্য-ময় বালকেব শোণিত দর্শনে হতাশ হইতে হইল । যাহাব শত জন পূর্বপুরুষ ক্রমান্বয়ে মুকুটধারণ করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাকে কিরূপ অবস্থান্তিত করা কর্তব্য, এবিষয় লইয়া বিজ্ঞানী সভা যখন কিংকর্তব্যাতা বিনুট হইয়া পড়িল, তখন পূর্বোল্লিখিত হেবার্ট এই প্রস্তাব করিল যে, লুই কেপেট্কে * (হেবার্ট, লুইকে রাজকুমার বলিবে না) দ্বিবিজ্ঞ সন্তানের মত শিক্ষা দেওয়া আবশ্যিক, মনুষ্যের স্বাধীনতা ও সমানতা বিষয়ে যাহাতে তাহার বিলক্ষণ জ্ঞান গড়ে ও যাহাতে সে জীবিকা নির্বাহেব উপযোগী একটা ব্যবসায় শিখিতে পাবে একপ উপায় অবলম্বন করা বিধেয় । সে আবণ্ড বলিল, একপ উপদেশ প্রদান করিতে পাবে এমন যোগ্য পাত্রও আমি স্থির করিয়াছি । সাইমন নামক এক জন চামার আমাদের দলস্থ ব্যক্তি । সে এই শুরু ভাব গ্রহণ করিতে সন্মত আছে । হেবার্টেব এই প্রস্তাবে সকলেই সন্মতি প্রদান করিল এবং বালবান সাইমন হস্তে বিভূষিত হইলেন । সাইমন সেই অধি সঙ্গীক টেম্পল কাবাগারে বাস করিতে আবশ্য করবে ।

* ক্রাসনশের তৃতীয় রাজ্যের শব্দ প্রথম পুরুষের নাম হিউকেপেট্ । আমেরিকার নায়ক সেই বাণেশোক্তন, এক বিদিত্ত তিনি কেপেট্ নামে অভিহিত হইলেন ।

ঐ হৃর্তাগ্য বালকের প্রতি অন্যায় আচরণ করিলে শাস্ত্র-
মনের দণ্ডই হইবার কথা ছিল কিনা, ইতিহাস দেখিয়া কিছু
বুঝা যায় না, কিন্তু তাহার আচরণ দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হয় যে,
সাইমন্ বাজকুমারের প্রতি যত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে, ততই
সে বিদ্রোহী সভার প্রীতিভাজন হইবে । সাইমনেব চরিত্রের
সবিশেষ বর্ণন আব কি কবিব, ইহা বলিলেই যথেষ্ট
হইবে যে, সে মুখ্য, পানোন্নত ও পশুপ্রকৃতি ছিল । ফলতঃ
তাহাব মত নীচাশয় ধর্মান্ধর্মান্ধজ্ঞান বিবর্জিত, নিষ্ঠুরস্বভাব নরাদম
সৌভাগ্যক্রমে প্রায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না । মাতৃ-
ক্রোড় বিচ্ছিন্ন বালরাজ ঐ পাপান্ধাব হস্তেই সমর্পিত
হইলেন ।

বালবাজেব জীবনপ্রবাহেব বিকম পবিবর্ডন উপস্থিত ।
পুস্তকেব প্রতি সাইমনেব অতিশয় বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল, সুতরাং
তাহাব বালকবন্দীর পুস্তকগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া পদতলে
দলিত করিল এবং তৎপরিবর্তে “মহুয়েব স্বত্ব-অধিকার”
সংক্রান্ত একখানি কাগজ পড়িতে দিল । সাইমন্ শারীরিক
পরিশ্রম ভাল বাসিত না, সুতরাং বালবাজ আব কাবাগারের
উদ্যানে বেড়াইতে পাইতেন না । সাইমন্ পক্ষী দেখিতে
পারিত না, সুতরাং তাহার বন্দীব যে দুইটী মনোহর পক্ষী
ছিল, সে তাহা কাড়িয়া লইল । সাইমন্ ধর্ম্ম বিদ্বেষক ছিল,
সুতরাং উপাসনা করিতে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া নিবেদ
করিয়া দিল । এক দিন রাত্রি কালে সাইমন্ হঠাৎ বাল-
রাজকে দুনিবিলম্বদাহ ও উদ্ধাক্ষণকরষুগ দেখিয়া

কোণাঙ্ক হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল এবং জিজ্ঞাসা করিল, “কেপেট! কি করিতেছিল? শীঘ্র বল, নাহর এখনই তোকে ঘমালয়ে পাঠাই।” তিনি বলিলেন, “মাতা আমাকে একটা প্রার্থনা শিখাইয়াছিলেন, আমি সেইটা পাঠ করিতেছি।” শ্রবণ মাত্র সাইমন বালকেব বাহু ধারণ করিয়া একটা অঙ্করূপে নিক্ষেপ করিল, এবং কেবলমাত্র কুটি ও জল খাইয়া অতি কষ্টে কিছু দিন তাঁহাকে সেই স্থানে অবস্থান করিতে হইল।

কেবল একটা বিষয়ে সাইমনেব বিদ্বেষ ভাব ছিল না— সেটা সুবাপান। পান করিবাব সময় পাত্রটী ধবিয়া সাইমন বলিত, “ও কেপেট! শোন, এই পাত্রে মদ ঢালিয়া দে; বুক্‌লি, মদ নিয়ে আয়।” একপ জঘন্য পবিচর্যা সম্পাদনে সম্মত হওয়া লুইব পক্ষে নিতান্ত সহজ হইত না বটে, কিন্তু বিন্দুমাত্র অনিচ্ছা প্রদর্শন করিলে, ভয়ানক রূপে শাস্তি ভোগ করিতে হইত বলিয়া অগত্যা তাঁহাকে সাইমনেব দাসত্ববৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল এবং “মানব জাতিব সমানতা*” প্রতিপাদক

* বিদ্রোহ সময়ে বিদ্রোহী সভা হইতে মনুষ্যের স্বত্ব-অধিকার সম্বন্ধে পুস্তিকাকারে যে মত প্রচারিত হয়, তাহার নাম “মানব জাতির স্বাভাবিক সমানতা” (The natural equality of men)। উহার মর্ম্ম এই যে, সকল মনুষ্যই সমান, সকল মনুষ্যেরই সকল বিষয়ে স্বাভাবিক সমান স্বত্ব-অধিকার আছে, অর্থাৎ মনুষ্যের মধ্যে উচ্চতা ও নিম্নতা রূপ বিভিন্নতা নাই। বলা বাহুল্য যে, এই অর্থোক্তিক মত খণ্ডন করিতে অধিক আয়াসের আবশ্যকতা নাই। মানব জাতির সমানতা কোথায়? ঈশ্বরের সৃষ্টিমধ্যে এই সমানতা দেখিতে

সাইমনের নিষ্ঠুর ব্যবহার দিন দিন তাঁহাকে ঐরূপ পরিচর্যা উপদেশ দিতে লাগিল । জুড় হইলে সাইমন যমদূতেরস্তর ভরানক হইত, কিন্তু আফ্রাদের সময়ও তদপেক্ষা অল্প ভরানক হইত না । দৃষ্টেচিত্ত থাকিলে সাইমন গীত গাইতে ভাল বাসিত এবং বালবাজকেও তাহাব সঙ্গে যোগ দিতে বলিত ।

পাওয়া যায় না । বখন পরমেশ্বর সকল মনুষ্যকে সমান পরিমাণে শারীরিক ও মানসিক বল এবং সদগুণ প্রদান করেন নাই, তখন সকল মনুষ্যের সমানতা কিরূপে সম্ভবে ? মনুষ্য সমাজে যত দিন বল, বুদ্ধি, সদগুণ, উৎসাহ, কার্ধানৈপুণ্য, মিতব্যয়িতা ও পবিত্রম প্রভৃতিব তাবতম্য থাকিবে, তত দিন মনুষ্যগণের পরস্পর অসমানতা লক্ষিত হইবেই হইবে । মনে কর, তুমি অতি সাবধানতা সহকারে মনুষ্যগণের মধ্যে সমানরূপে অর্থ বিভাগ করিয়া দিলে, কিন্তু ২৪ ঘণ্টা গত হইতে না হইতেই দেখিতে পাইবে যে, ঐ অর্থের সমানতার অন্যথাভাব ঘটয়া উঠিয়াছে, অর্থাৎ ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই দূরদর্শী পরিভ্রমী মানবগণ অদূরদর্শী অলস মনুষ্যগণকে অতিক্রম কবিবেন সন্দেহ নাই । অতএব মানব জাতির সমানতা কিরূপে ঘটিতে পারে ? তবে যে দেশের রাজা পক্ষপাত শূন্য হইয়া স্পষ্ট বিচার বিধান পূর্বক কি ধনী, কি নির্ধন, সকল প্রজার প্রতিই আইন সঙ্গত সমান দণ্ড বিধান করেন, সেই দেশের রাজাই তাঁহার প্রজাগণের মধ্যে কতকটা সমানতা রক্ষা করিয়া থাকেন বলিতে হইবে । পরমেশ্বরের নিকট সকল মনুষ্যই সমান, ইহারও এইরূপ অর্থ করা বাইতে পারে, অর্থাৎ তাঁহার বিচারে ব্যক্তিগত বিভিন্নতা নাই । পাণী ব্যক্তি ধনী হউক, বা নির্ধন হউক, প্রভূত ক্ষমতাপ্রাপ্ত হউক, বা নিতান্ত ক্ষমতাহীন হউক তাঁহার নিকট সমান দণ্ডনীয় । কিন্তু বিদ্রোহী সভা নিশ্চিতই “মানব জাতির স্বাভাবিক সমানতার” এইরূপ সঙ্গত গ্রহণ করেন নাই ।

কাল প্রচলিত যে সমস্ত বীভৎস গীত ইতর লোকে সম-
বেত হইয়া বধ্যস্থানে গাইত, সাইমন সেই সমস্ত ভিন্ন অল্প
গান জানিত না ; সুতরাং আমাদের বালরাজেব ঐ সমস্ত
অসুচারা গীত দ্বারা জিহ্বা অপবিত্র করা অথবা হুঃসহ শারী-
রিক দণ্ড গ্রহণ করা এই দুই কল্পের অন্ততর অবলম্বন ভিন্ন
পন্থান্তর ছিল না । কিন্তু অনেক সময়েই তিনি দণ্ডিত ও ধূলার
বিলুপ্তিত হইতেন, তথাপি প্রথম কল্প অবলম্বনে সম্মত হই-
তেন না । হুঃগ্যা বালকের রাত্রিতেও পবিত্রাণ ছিল না ;
পাপাত্মা রজনীযোগে লুইকে অনেকবাব এই বলিয়া ডাকিত,
“কেপেট্ ! যুমিএছিদ্, কৈ তুই ; এদিকে আষ আমি এক
বার তোকে দেখবো ।” বালকেব অমনি নিদ্রাভঙ্গ হইত
এবং ব্যস্ত সমস্ত হইয়া নগ্নপ্রায় তাহার নিকটে উপস্থিত
হইতেন । সাইমন ক্রিয়ৎক্ষণ কিছু বলিত না, বরং নিকটে
আনাইবার চেষ্টা করিত, অবশেষে যখন দেখিত যে, বিলক্ষণ
নিকটবর্তী হইয়াছেন, তখন পদাঘাতবলে তাঁহাকে শয্যায়
পুনঃ প্রেরণ করিত ।

ষট্ৰণা প্রপীড়িত বালকেব দুঃখ দেখিয়া সাইমনের পত্নীর
অন্তঃকরণে কখন কখন কিঞ্চিৎ দয়ার উদ্রেক হইত । সে
স্বামীর অজ্ঞাতসারে সময়ে সময়ে বালকের আশ্রয়জনক
কোন কোন দ্রব্য সামগ্রী আনিয়া দিত । একদা সে সন্তুষ্ট
করিয়া ঐ ভীষণ কারাধ্যক্ষকে বলিল যে, “এত অল্পবয়স্ক বালককে
দুই একটা খেলনা না দেওয়া নিত্যান্ত নিষ্ঠুরের কর্ম ।” সাইমন
উত্তর করিল, “তুমি স্বার্থ বালরাজ ; আমাদের দত্ত বালক-

দিগকে খেলনা দেওয়া উচিত ; আচ্ছা, কালি আমি একটা খেলনা আনিয়া দিব ।*

পর দিন প্রাতঃকালে সাইমন্ একটা ছুত্র “গিলোটিনের” প্রতিকৃতি আনিয়া তাঁহাকে খেলিতে দিল । বালরাজ এই ভয়ানক প্রতিকৃতি দর্শন কবিরামাত্র অঞ্জলি দ্বারা নয়নমুগ্ধল আচ্ছাদিত কবিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, “আমি মরি সেও ভাল তবু উহা স্পর্শ কবিতে পারিব না ।” শ্রবণমাত্র সাইমন্ একটা লোহমণ্ড লইয়া তাঁহার প্রতি ধাবমান হইল ; যদি সাইমনেব পীড়িত জীব চিকিৎসক নোদিন (মিনি তৎকালে সেই স্থানে উপস্থিত ছিলেন) মধ্যবর্তী হইয়া নিবারণ করিতে না পারিতেন, তাহা হইলে সেই দণ্ডদ্বারা বালরাজের স্বত্বপাব অবসান হইত । চিকিৎসক গমন কবিলে পর সাইমন্ যেন কিছু লজ্জিত হইয়া সে দিন বালরাজকে দুইটা ফল খাইতে দিল । তিনি ফল দুইটা লইয়া বাখিয়া দিলেন, কিন্তু কি অভিপ্রায়ে তুলিয়া বাখিলেন, সাইমনের স্থার নীচায় ব্যক্তির তাহা অনুভবগোচর হওয়া সম্ভাবিত নহে । অনন্তর এক তন্ত্রে এক থানি কুটি খাইতে লাগিলেন এবং অপর

* ক্রাসের এই মহাভীষণ রাজবিপ্লবের সময় প্রত্যহ এত লোকের প্রাণ-বধ হইত যে, দুই চারি জন অহোরাত্র নিবৃত্ত থাকিলেও সমুদায় মৃতক দেহাবধ পরিয়া উঠিতে পারিত না । এই সময় ডাক্তার, গিলোটিন্ নামক এক জন কৃষ্ণবর্ণ একটা যন্ত্রের সৃষ্টি করেন, তাহা দ্বারা অনেক মৃত এক কালে হিন্ন হইতে পারিত । সেই যন্ত্রটির নাম গিলোটিন্ । যন্ত্রের মৃতকও অবশেষে সেই যন্ত্রের হাত এড়াইতে পারে নাই ।

হুজ্বা দ্বারা তাসের ঘর করিতে আবৃত্ত করিলেন । সাইমন দেখিল যে, তাহার বন্দী অভিনিবেশ পূর্বক তাসের উপর তাস রাখিয়া দোতালা ঘর করিতেছে, তখন আশ্বে আশ্বে আসিয়া ফুঁ দিয়া ঐ তাসের ঘর ফেলিয়া দিল এবং বিকট কান্দা করিয়া কহিল, “কেমন! আমার ফুঁ কেমন বলবৎ ?” বালরাজ উত্তর করিলেন, “পবমেশ্বরের ফুঁ ইহা অপেক্ষা বলবৎ ।”

অষ্টম অধ্যায় ।

কারাগারের অবস্থা ।

পব দিন চিকিৎসক পুনর্বার কারাগৃহে উপস্থিত হইলেন । কিন্তু অগ্রে তাঁহার বিষয় উল্লেখ না করিয়া তিনি আমাদের বালক বন্দীকে যেকপ অবস্থাপন্ন দেখিলেন, প্রথমে তাহাই আমবা পাঠকগণের চিত্রপটে চিত্রিত কবিবাব চেষ্টা কবি । আবাস-গৃহ দুই ভাগে বিভক্ত ; সম্মুখের ভাগ শোভাবর্দ্ধনোপ-যোগী দ্রব্য সামগ্রী বিহীন । যবনিকার মধ্য দিয়া একটা অতি সংকীর্ণ দ্বার ছিল, তদ্বারা অপব গৃহে যাতায়াত কবিত্তে পারা যাইত । দ্বিতীয় ভাগটীতে স্থূল লৌহময় দণ্ডাবরণ একটা বাতায়ন, এক খানি বড় মেজ, একটা চতুষ্কোণ ক্ষুদ্র মেজ, কয়েক খান সামান্ত ক্ষুদ্র কেদারা, মশাবিহীন দুইটা শয্যা, তাহার অন্ততবে সাইমনের পীড়িত ভার্ঘ্যা শয়িত ।

কতকগুলো লোক ঐ বড় মেজখানির চারি দিকে ধূমপান

ও মদ্যপান করিতেছে, কেহবা উন্নত হইয়া উঠিয়াছে ; একটা পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণকায় দীন হীন বালক বাতায়নের নিকটে ক্ষুদ্র মেজটীৰ কাছে বসিয়া আছে । অস্থিচম্বাবশিষ্ট বালকটী হস্ত দ্বাৰা একটী তাসের ঘব নিৰ্ম্মাণ কৰিতেছে ; কিন্তু বাষ্পবাবি, তাস গুলিব সংস্থান ও পতন তাঁহাকে সম্যক্ৰূপে অনুভব কৰিতে দিতেছে না । তাঁহাব বিবৰ্ণ মুখনগল নিবন্তব আন্তৰিক শোকভাববহু পৰিচয় দিতেছে, কেবল এক এক বাব আশঙ্কা আসিয়া ঐ ভাবেব অন্যথাভাব সম্পাদন কৰিতেছে মাত্ৰ ।

হায় ! কাহাব সাধ্য যে তাহাব তৎকালীন মুখচ্ছায়া দেখিয়া বনে কৰিতে পাবে যে, ঐ মুখমূৰ্ছিই এক কালে তাদৃশ অসাধাবণ স্বাধৰ্ণ্যময় ছিল । তাদৃশ হৰ্ষোৎক্লেশ, তাদৃশ সহানুভূতি, তাদৃশ পৰিচ্ছন্ন ও তাদৃশ প্ৰীতিপ্ৰদ ছিল । তাহাব সুবৰ্ণবৰ্ণ আভূষণ কেশ কলাপ—স্বাহাব কুঞ্জন ক্ৰিয়া জননীৰ হৰ্ষভবকম্পিত হস্ত দ্বাৰা সম্পাদিত হইত—সেই লোচনানন্দদায়ক অনুপম শোভা এক্ষণে কোথায় অন্তৰ্হিত হইয়া গিয়াছে । পিতাব মৃত্যুকাল অবধি তিনি যে শোক স্বেচ্ছক বসন পৰিধান কৰিতেন, এক্ষণে কেবল যে তাহাই অপহৃত হইয়াছে এমন নহে, কিন্তু পূৰ্বে যে অঙ্গে বেশম, মকমল, তাস ও কিংখাপ প্ৰভৃতিব পৰিধান পৰিহিত ছিল, এক্ষণে সেই অঙ্গ একটী পশমেব জামা ও ফৎসামান্য লোহিত বৰ্ণ বস্ত্ৰেব ইজিব ও কোৰ্ত্তা দ্বাৰা আচ্ছাদিত বহিয়াছে ।

সাইমনেব পীড়িত স্ত্ৰীৰ শয্যাৰ নিকট উপস্থিত হইবাব সময় চিকিৎসকেব নয়ন দ্বয় তাঁহাব অজ্ঞাতসারেই বালবাজের

ঐতি ধাবিত হইতেছিল, এমনত সময়ে ঐ পামর মণ্ডল মধ্য হইতে এক জন বলিয়া উঠিল, “কি নাগরিক * নোদিন্ ! আজিকার সংবাদ কি ?”

চিকিৎসক উত্তর কবিলেন, “ভূমিত কামানের শব্দ হইতে তাহা বুঝিতে পারিয়াছ ।”

“নাগরিক ! সাধারণতঃ কেমন প্রার্থনীয় বিষয় ! এখন প্রত্যহ কিছু না কিছু নূতন শুনিতে পাওয়া যায় ।” সাইমন্ যখন নোদিন্কে এই কয়েকটা কথা কহিল, তখন সে সুবাপানে এরূপ মত্ত যে, তৎকালে তাহাব দাঁড়াইয়া থাকিবাব সামর্থ্য ছিল না ; পবে কহিল, “সে যাহা হউক, সেই পূৰ্ব্বতন রাণীব-সেই বাঘিনীব সংবাদ কি ?”

চিকিৎসক বলিলেন, “তাঁহাকে টেম্পল কারাগার হইতে কন্সিয়ার্জিবি আগাবে লইয়া গিয়াছে ।”

মাতাব নাম, জননীবার্তা জিজ্ঞাসু বালরাজকে তৎক্ষণাৎ আকর্ষণ করিয়া সাইমনেব নিকট আনিয়া উপস্থাপিত কবিল । সাইমন্ জিজ্ঞাসিল, “কেমন কেপেট ! তোর মাকে মনে পড়ে ?”

এই প্রশ্ন শ্রবণমাত্র বালবাজের নবন যুগল হইতে বাষ্প-স্রোত উচ্ছলিত হইয়া উঠিল—“মাকে মনে পড়ে ! মাকে মনে পড়ে ! মাকে যে আমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তিনি যে এখনও আমার সম্মুখে বিদ্যমান বহিষাছেন । আমি যেন

* বিদ্রোহীরা স্বাধীন পুরুষ এই অর্থে পবম্পবকে নাগরিক বলিয়া সম্বোধন করিত ।

এখনও স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, আমার দুঃখিনী জননী ক্রোড় দেশ হইতে আমাকে কাড়িয়া লইতেছে এবং মা বলিতেছেন, ‘প্রাণাধিক । যে জননী তোমাকে প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভাল বাসে, প্রাণাধিক । সেই জননীকে ঘেন তুলিও না ; সর্বদা ধার্মিক, বিমুখ্যাকাবী ও নম্র হইয়া চলিও ।’ সাইমন ! (মেরি আন্টইনেটেব পুত্রের বক্ষঃস্থল ঐ সময় নবনের উষ্ণ বারিবর্ষণে ভাসিয়া যাইতেছিল) সাইমন ! তুমি আমাকে মার, ইচ্ছা হয় লাথি মার, সকলই সহিব ;—তুমি আমাকে যাহা বলিবে তাহাই কবিব, আমি তোমাকে ভাল বাসিব, যদি তুমি আমাকে মাযেব কথা শুনাও । তুমি আমাকে কখন তাঁব কথা বল না ।”

সাইমন বলিল, “কেপেট্ । আমি তোব মাযেব কথা বলিতে যেমন ভাল বাসি, এমন আব কিছুই ভাল বাসি না ; (আবস্ত্র স্বরূপ) তাব নামে যে একটি গীত উঠিয়াছে, তাহা বলি শোন ।” তদনন্তর দুঃশ্রব বিকটস্বরে এমন একটি গীত আরম্ভ কবিল যাহাব প্রতি অক্ষবে ছুতাংগ্য রাণীর যার পব নাই কুৎসাবাদ বর্ণিত হইয়াছে । বাল্লরাজ তাদৃশ বীভৎস গীত শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ পিছিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু সাইমন তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া কহিয়া উঠিল, “রে বাগিনীর ছানা ! তুই এইমাত্র তোব মাযেব কথা শুনিবি বলিতেছিলি, আবার এখন যে শুনিতে চাহিস্ না ? তোকে এই গান কেবল যে শুনিতে হবে এমন নয়, তোকে নিজেও এই গান গাইতে হবে ।” “কখন না, কখন না, আগে আমাকে মারিয়া ফেল” এই

কলিয়া বালরাজ সাইমনের হস্ত হইতে বস্ত্র ছাড়াইবার চেষ্টা কবিত্তে লাগিলেন ।

“আচ্ছা, যদি গান না করিবি, আমাদের সঙ্গে তোকে জয়ধ্বনি কবিত্তে হবে । নাগবিকগণ । সকলে পানীষ পাত্র পূর্ণ কর ।” সাইমন এই কথা বলিয়া আপনিই সকলের পাত্র পূর্ণ করিয়া সুরা ঢালিয়া দিল এবং “সাধাবণ তন্ত্ৰেব জয় হউক” এই বলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল ।

ঐ জয়ধ্বনি চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হইল ; কিন্তু গলদস্ত্র লোচন বালকটী কেবল মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিল ।

সাইমন তাঁহার মৌনাবলম্বন দর্শনমাত্র বলিয়া উঠিল “কেপেট্ ! বন্, সাধাবণ তন্ত্ৰেব জয় হউক , বন্ না ।”

মূঢ় অথচ স্থিৰপ্রতিজ্ঞোদ্ধোধক স্ববে লুই কহিলেন, “আমি বলিব না ।”

“বেশ্ ত এক বাব বন্ না ।”

লুই কোন উত্তর কবিলেন না ।

“কেপেট্ । আমি হুকুম কব্ছি বন্ ।”

বালকের তথাপি কোন উত্তর নাই ।

তখন সাইমন ক্রোধাক্ত হইয়া কহিল, “বে বাধিনীৰ বাচ্ছা ! তুই কি কথা শুনিবি নে ? যদি তুই এখনই সাধাবণ তন্ত্ৰেব জয় হউক না বলিন্ তবে, তোরে এই দণ্ডেই ভূমিতে পাড়িয়া ফেলিব ।”

সাইমন কথার অনুরূপ কার্য্য কবিত্তে উদ্যত, কিন্তু বালক ক্রমশঃ কিছুমাত্র ভয় প্রাপ্ত না হইয়া বিখলিত বাস্পশ্রোত

নিবারণ কবত অব্যাকুলভাবে স্থির নয়নে তাঁহার প্রপীড়িত প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ কবিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, “তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কব, আমি কিন্তু ঐ কথাটা উচ্চারণ কবিব না।” তৎক্ষণাৎ একটা অভূচ্চ আর্তনাদ কাবাগৃহ বিদ্যাবিতপ্রাণ কবিল। সাইমন্ সেই হতভাগ্য শিশুর কেশাকর্ষণ পূর্বক উর্ধ্বে তুলিয়া কহিতে লাগিল, “সর্পশিশু । তোবে অনায়াসে এই দেওয়ালে আছড়াইতে পাবি, ইহাতে কোন বাধাই দেখি না।” — “কুলাঙ্গার । কবিস্ কি ?” এই বলিয়া তখন চিকিৎসক বাল-বাক্সকে সেই পাপায়ার হস্ত হইতে মুক্ত কবিয়া এক থানি চৌকির উপর বসাইলেন এবং আন্তে আন্তে তাঁহার কর্ণে দুই একটা স্নেহপূর্ণ নাস্ত্রনা বাক্য কহিতে লাগিলেন । অনন্তর বালক কহিল, “মহাশয় । আপনি কল্যাণ আমার প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রকাশ কবিয়াছিলেন এবং আজিও কবিলেন, আমি ইহাতে অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি । অল্পগ্রহ কবিয়া আমার এই দুইটা ফল লউন , কালি বাত্রিতে আমি এই দুইটা আহা-বেব নিমিত্ত পাইয়াছিলাম, অন্য প্রকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কবি, আমার এমন সাধ্য নাই।” চিকিৎসক আর্দ্রচিত্ত হইয়া কল দুইটা গ্রহণ করিলেন এবং সম্মানে যেমন ঐ বাল-বন্দীব হস্ত চুম্বন কবিলেন, অমনি বাষ্প বিলু দ্বাৰা সেই কোমল ক্ষুদ্র হস্ত অভিষিক্ত হইল ।

সাইমন্ আপনা আপনি অঙ্গকারময় মুখে কহিতে লাগিল, “নাগরিক নোদ্দিন একটা না একটা রঙ্গ ভিন্ন থাকিতে পাকেন না ; আমিও বাস্তবিক বালকের কোন অনিষ্ট করিতাম না।”

যাহা হউক আশ্চর্য্যেৰ বিষয় এই যে, ঈদৃশ দুৰ্ভিক্ষহ যন্ত্ৰণা
এবং ঈদৃশ পামৰগণেৰ সহবাস, কিছুতেই বালবাজেৰ মহৎ
অস্তঃকৰণকে এক ক্ষণেৰ নিমিত্তেও কলুষিত কৰিতে পাবে নাই ।

এক দিন সাইমন তাহাৰ বালক বন্দীকে জিজ্ঞাসা কৰিল,
“যদি কালি তুমি স্বাধীন হও, তাহা হইলে কি কব ?”

বালক উত্তৰ কৰিল, “আমি তোমাকে ক্ষমা কৰি ।”

—:—

নবম অধ্যায় ।

—:~:—

মেৰি আৰ্টইনেট্—স্বামিন ।

ৰাজ্যৰ মুখ্যৰ পৰে বংগে নম মাস দাল জীৱিত
ছিলেন, কিন্তু সেই নম মাস তাহাৰ শোকেৰ ও ক্লেশৰ
পৰিসীমা ছিল না । টেম্পল কাবাগায়ে থাকিতে থাকিতেই
তাঁহাকে পুত্ৰসহবান সুখে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল, আৰাৰ
কিষদিন পৰে তথা হইতে অধিকতৰ কষ্টকৰ জনমিয়াবজিদি
নামক অপৰ একটী কাবাগৃহে নিক্ষিপ্ত হইলেন । এই স্থানে
বাৰ্ণী একবাবে হৃদ্যৰ চৰম সীমাৰ উপনীত । কাবাগৃহ
আৰ্জ ও দুৰ্গন্ধময়, অল্পচৰ এক জন বিকটেশ্বৰ ভীষণমূৰ্ত্তি পুৰুষ,
পূৰ্বে দম্বাতা ও নবহত্যা ই পাপাত্মাৰ একমাত্র উপজীব্য ছিল,
কিন্তু এক্ষণে সেই ছাৰাই ক্ৰাস্মেৰ ৰাণীৰ পৰিচৰ্যা কাৰ্য্যে
নিয়োজিত হইল ! ৰাণীৰ বিচাৰাধীন হইবাৰ কিছু দিন

পূর্বে ঐ নরাস্থমেব পবিবর্তে আব এক জন পুরুষ তাঁহাব
পবিচাবক নিযুক্ত হয ; নে অহোবাত্র তাঁহাব গৃহমধ্যে উপস্থিত
থাকিত, কেবল নিদ্রাব সময় একটী ছিন্ন মশাবি মাত্র বাণীকে
ব্যবহিত কবিয়া বাখিত , পবিচ্ছাদেব মধ্যে কেবল একটী জীর্ণ
ব্রহ্মবর্ণ দেহাববণ ও এক ছোড়া ছিন্ন চবণাববণ (বাণীকে
দহন্তে উহাব সীবন ক্রিয়া সম্পাদন কবিয়া লইতে হইত) ,
পাছকাব সম্পর্কও ছিল না ।

বাণীব বিকল্পে কোন প্রকাব অপবাদই সম্ভাষণ হই-
বাব নহে, বিবেচনা কবিয়া বিদ্রোহী সভাব সভ্যদিগকে তাঁহাব
মন্তকচ্ছেদনে অনেক দিন ক্ষান্ত থাকিতে হইয়াছিল ; কিন্তু
একণে হেবার্ট ও সাইমন প্রাণ পাণে তাঁহাদিগেব মনোবধ
সিদ্ধি কবিয়া তুলিবাব চেষ্টা দেখিতে লাগিল এবং মনে মনে
একটী ভয়ানক অভিসন্ধি করিল । তাহাবা স্থির কবিল যে,
বাণীব বিপক্ষে বালবাজেরই সাক্ষ্য দেওয়াইতে হইবে ।
বিস্তৃত জ্ঞান থাকিতে বালবাজ প্রাণান্তেও মাতাব বিপক্ষে সাক্ষ্য
দিবন না, নিশ্চিত রূপে বুঝিতে পাবিয়া তাহাবা এই মন্তব্য
কবিল যে, কুন্দিম স্নেহ প্রকাশ পূর্বক বালবাজকে মদ্যপান
কবাইব এবং পান কবিতে কবিতে যখন বিহ্বল হইয়া উঠিবে,
তখন আমবা বাণীব অপবাদ পূর্ণ এক খানি সাক্ষ্যপত্রে তাঁহাব
স্বাক্ষর কবাইয়া লইব । তাহাবা অবিলম্বেই এই পৈশাচিক
অভিসন্ধি সাধনে প্রবৃত্ত হইল । এক খানি অতি স্বপ্ন ও
ভয়ানক অপবাদ পূর্ণ সাক্ষ্যপত্র প্রস্তুত কবিয়া টেম্পল কাবা-
গারে উপস্থিত হইল ; কেবল কাবাস্ত বালবাজের স্বাক্ষরিত

তুইলেই বিচাবপতিদের নিকট সমর্পিত ও রাণীর মন্তকচ্ছেদন সাধিত হয় ।

১৭৯৩ খৃঃ অশ্বেষ অক্টোবর মাসেব পঞ্চম দিবসেব প্রাতঃ-কালে সাইমন, হেবার্ট ও অপব ছুই ব্যক্তি টেম্পল কাবা-গাবে বসিয়া পানাহাব কবিতেছিল । বালরাজও তাহাদের মধ্যে বসিয়াছিলেন ; তাঁহার তৎকালিক স্থলিতবর্ণ, অস্পষ্ট উচ্চারণ, স্বভাববিকল্প বাচালতা, ও আবক্ত মুখ মণ্ডল স্পষ্ট-রূপে বুকাইয়া দিতেছিল যে, পামবেবা তাঁহাকে সুবাপানে বিহ্বল কবিতো যে চেষ্টা কবিয়াছিল, তাহা নিফল হয় নাই । সুবাপ্রভাবে বালরাজ বাহজ্ঞান শূন্য হইয়া উঠিলে, সাইমন একটী কলমে কালি তুলিয়া তাঁহাব হস্তে দিল এবং এক খানি কাগজ খুলিয়া সম্মুখে ধবিয়া কহিল, “এস বাবা কেপেট্ ! কেমন লিখিতে পাব, দেখি ; এই খানে তোমাব নাম লেখ দেখি ?”

বালরাজেব বাক্য সবে না, মন্তক তুলিয়া দেখিবাবও সামর্থ্য নাই, অথচ বলিলেন, “উহাতে কি লেখা আছে আপে আমি পড়িয়া দেখি ।”

সাইমন বলিল, “আগে লেখ ভাব পবে পড়বে এখন ; তোমাব আব পান কবিতো ইচ্ছা আছে কি ? এই লণ্ড, এই গেলাসটী লও ।”

“সাইমন ! তোমরা আজি আমাকে অনেক মদ্য পান কবাইয়াছ ,” ইহা বলিয়া বালরাজ উত্তপ্ত রগেব উপর হাত দিলেন—“মদ আমার কখনই সহ হয় না, আমি উহা কখনই ভাল বাসি না, ভুমিত জান, আমি মদ ভাল বাসি না ।”

“তা বটে, কিন্তু সকল বিষয়েরই অভ্যাস থাকা ভাল, এস লক্ষীটী ! এই ছোট গেলাসটী খাইয়া ফেল, তাহা হইলেই বেশ লিখিতে পারিবে ।”

“বরং আমি অমনট লিখিতেছি সে ভাল ; আমি আব চোখে দেখিতে পাই না” এই বলিয়া তখন বালক লেখনী লইয়া সেট কাগজ খানিব নীচে “ফ্রান্সের লুই চার্লস্” এই নাম স্বাক্ষর করিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে মেজেব উপর ঢুলিয়া পড়িলেন । সাইমন্ তাঁহাকে লইয়া গিয়া শয়ান শাযিত কবিল ; তিনি অজ্ঞানাবস্থায় সেই স্থানে পড়িয়া রহিলেন ।

এই রূপে ঐ দলীল খানি হস্তগত করিয়া বিস্ত্রোহী সভা রাণীকে বিচাবালয়ে আনয়ন করিলেন । সাক্ষ্যপত্র প্রাপ্ত হইল । অপবাদ গুলি একপ ভয়ানক ও স্থগ্য যে, উহা শ্রবণমাত্র বিচাবালয়স্থ পক্ষমবদিগকেও হস্ত দ্বারা কর্ণকূহর আববণে উদ্যতপ্রায় হইতে হইয়াছিল । অনন্তর বিচার-পতিবা রাণীকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, “তুমি আপন পুত্রের মন কলুষিত কবিবাব চেষ্টা কবিয়াছিলে কি না ?” এই প্রশ্ন শ্রবণে রাণী বজ্রাহতাব ত্রায কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, পবে কম্পান্বিতকলেবর হইয়া উত্তর কবিলেন, “আমি কখন মনে কবি নাই যে, একপ অপবাদ আমার খণ্ডন করা আবশ্যক ; আমি উপস্থিত গর্ভধাবিনী গণকে এ বিষয় খণ্ডন করিতে অহুবোধ করিতেছি ।” এই সরলোদার উত্তর শ্রবণ করিয়া সকলেই মুগ্ধ হইলেন । অবশেষে আর একটী অপবাদ

দেওয়া হইল, “তুমি রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ দ্বারা রাজ্যের
 অর্থদল উৎপাদন করিয়াছ।” রানী উত্তর করিলেন, “কোন
 অমানসিক কার্য্য আমা কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা নির্দিষ্ট
 করিয়া দাও, বিশেষতঃ মহিষীবা কখনই রাজকীয় কার্য্যের
 নিমিত্ত দায়িনী হইতে পারে না।” বাণীর কোন কথাই
 বিচাবপতিদিগের গ্রাহ হইল না। বিচাবের পূর্বেই তাঁহার
 শিবচ্ছেদন স্থবীকৃত হইয়াছিল, এক্ষণে বিচাবকেবা স্পষ্টরূপে
 পূর্বসঙ্কল্পিত দণ্ডের আশঙ্কা প্রদান করিলেন। অনন্তর রানী
 কারাগারে পুনর্বাসিত হইলেন এবং অবিচলিত চিত্তে মৃত্যুর
 পূর্বরাত্রি অতিবাহন করিলেন। পব দিন (১৬ই অক্টোবর)
 প্রাতঃকালে তাঁহাকে হত্যাভূমিতে লইয়া গেল; যদিও ঐ সময়
 তাঁহার সুদীর্ঘ শুভ্র কেশ কলাপ অহস্তে মুণ্ডিত ও সর্কশরীর
 কেবল শুভ্রবস্ত্রে আচ্ছাদিত হইয়াছিল; যদিও তৎকালে
 তাঁহার মুখ মণ্ডলে সহস্র সহস্র চিন্তাব লক্ষণ সুব্যক্ত লক্ষিত
 হইতেছিল, তথাপি দর্শকের সাধ্য কি যে, সেই অবস্থাতেও
 তাঁহার মুখেব স্তম্ভিততা দেখিয়া বিস্ময় ও প্রশংসাবাদ নিবা-
 রণ করিয়া বাধিতে পারেন? স্বামীব বামপার্শ্ব শ্মশোভিত
 করিবাব নিমিত্ত যেকোন মবাল গমনে সিংহাসনে অধিরোহণ
 করিতেন, অবিকল সেইরূপ পদসঞ্চাবে রানী হত্যাকাষ্ট-
 কল্পকের উপরিভাগে আরোহণ করিলেন এবং আজন্ম-
 প্রদর্শিত মহৎ অন্তঃকবণের সহিত সেই হতভাগ্য বাজী ঘাত-
 কের খড়্গামুখে গ্রীবা প্রসাবিত করিলেন। তদুপস্থিত সেই পবিত্র
 আত্মা স্মরণলোকাভিমুখে ধাবিত হইল।

যদিও জননীর প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা-বার্তা বালবাজের কণ্ঠগোচর হয় নাই, যদিও রাণীব মস্তকচ্ছেদন হইবার অনেক ক্ষণ পরে তিনি ঐ সংবাদ প্রাপ্ত হন, তথাপি ঐ ঘটনাব (বাণীর প্রাণদণ্ডের) পূর্ববাত্র তাঁহার ভাল রূপ নিদ্ভা হয় নাই, স্মৃতবাং অতি প্রত্যাষেই গাত্রোথান পূর্বক নিতান্ত অনুর্তিত চিত্তে কাবাধ্যক্ষেব আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় (অন্য দিন অপেক্ষা সে দিন কাবাধ্যক্ষেব আসিতে বিলম্বও হইয়াছিল) প্রাতর্ভোজ্য হস্তে লইয়া সাইমন গৃহ প্রবেশ কবিল। ছাব উদ্ঘাটিত হইবাব সময় বালবাজ দেখিলেন, এক জন সামান্য নৈমিক পুরুষ গৃহেব বহির্ভাগে বসিয়া ধূমপান কবিতেছে। গৃহ প্রবেশ কবিবাব সময় সাইমন ঐ ব্যক্তিকে বলিল, “নাগবিক। আজি তুমি এই ঘবটীৰ পাইট কবিয়া দিবে?” সেই পুরুষ অনবহিত ভাবে কহিল, “দোষ কি নাগবিক। আমিও ভাবিতেছিলাম বসিয়া কি কবি।” এই বলিয়া সাইমনপ্রদত্ত মর্জ্জনী হস্তে লইয়া গৃহ পবিনামর্জন কবিতে আবন্ত কবিল।

এদিকে বালবাজ তাঁহাব বক্ষকেব প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, “সাইমন! আমি আজি কিছু খাইব না; আমার ক্ষুধা নাই।”

সে দিন সাইমনেব মুখে এক অলক্ষিতপূর্ব ভাবেব উপলব্ধি হইতে লাগিল। চিবপ্রকট কচতাব পবিবর্ত্তে সে দিন যেন সেই মূৰ্ত্তিতে ঈশ ও অপরিষ্কৃট অন্ততাপ লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল, সে দিন তাহাব নিৰ্ভাজ চক্ষুঃদ্বয় বালবন্দীর

চুটল নয়নপাত সহনে অসমর্থ হইয়া বিবর্তিত ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল ।

সাইমন্ স্নেহ প্রকাশ পূর্বক মৃদু মধুর স্বরে (যেরূপ মৃত্ ও সস্নেহ স্বব তাহার কণ্ঠ হইতে কোন কালেই নির্গত হয় নাই) বালবাজকে কহিল, “ তুমি কিছু খাইবে না কেন, তোমাব কি হইছে, তোমাব কি কোন অসুখ বোধ হইছে ? ”

বালবাজ বলিলেন, “ না তা কিছু হয় নাই, কিন্তু আমি কালি রাত্রিতে একটি ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছি । আমি দুই বার ঐ স্বপ্নটী দেখিলাম । যে দিন আমাকে জননীৰ ক্রোড়দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন কবিতা আনিল, তাহার পূৰ্ব বাত্রে আমি এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, যেন এক পাল ভয়ানক হিংস্র বন্যজন্তু আমাকে বেঠন কবিতা আমাব দেহ ক্ষত বিক্ষত কবিতা উদ্যত হইয়াছে, কালি রাত্রিতেও আবাব ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি । ” সাইমন্ কহিল, “ স্বপ্নেব কথা তোমাব কিছু মনে কবা উচিত নয় । ”

“ তা বটে ; কিন্তু সাইমন্ । আমি বিনয় কবিতাছি, আমার একটি কথা শুন, আমাব অত্যন্ত ভয় হইয়াছে, কেন হইয়াছে বলিতে পাবি না, কিন্তু আমাব অতিশয় ভয় হইয়াছে ; সাইমন্ ! আমাকে তোমাব দোকানে লইয়া চল, আমাকে পাছকা নির্দোষ কবিতা শিখাও, তোমাব ছেলে বলিয়া আমি পরিচয় দিব, কারণ আমি নিশ্চয় জানিতেছি যে, আমাব দুৰ্ভাগ্য পিতার যে দশা ঘটয়াছে, আমাবও ভাগ্যে তাহাই ঘটবে ; আমাকেও মাঝি ফেলিবে । ”

এই কথা শ্রবণমাত্র সাইমন্ আব উত্তর কবিল না; তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বহির্গত হইল । বহির্গমন সময় সে বেগে দ্বাবতী বন্ধ করিয়া গেল । শব্দবাহব বহনাক্রম বালবাজ আন্তে আন্তে বাতায়ন সন্নিহিত অপেক্ষাকৃত প্রিয় স্থানে গিয়া উপ-বিষ্ট হইলেন । যে বোগে দুর্ভাগ্য বালকেব প্রাণ বিয়োগ হইবে, এখন হইতেই তিনি তাহার সঞ্চাবেব লক্ষণ অনুভব কবিলেন । সে যাহা হউক অতঃপর তিনি দেখিলেন যে, সাই-মনেব আনীত সৈনিক পুরুষ গৃহমার্জ্জনে বিবত হইয়া মধ্যো মধ্যো তাহার প্রতি নিনিমেষ ও সজ্জল নয়নে দৃষ্টিপাত কবিতোছে ।

তখন বালবাজ গাত্রোথান পূর্বক তাহার নিকট ঘাই-বাব চেপে কবিলেন, কিন্তু দুর্বল অঙ্গ সঞ্চালনে অসমর্থ হইয়া পুনর্বার আসনে বসিয়া পড়িলেন ও কহিলেন, “তুমি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কবিতোছ আব কান্দিতেছ ; তুমি কেগা ? এখানে ত আমার ছুখে জুখী হয় এমত কেহই নাই ।”

“এক জন বন্ধু”—মৃদুস্ববে এই কথেকটী কথা বলিয়া বাল-বাজকে সতর্ক কবিয়া দিল ।

“তুমি কি মাষেব সংবাদ দিবে ? মা আমার কোথায় আছেন ? তাঁব কি হইয়াছে ?”

“দুর্ভাগ্য বাজকুমার ।”—এই কথেকটী কথা মাত্র বলিয়া ছদ্মবেশধারী সৈনিক পুরুষ হু হু কবিয়া কান্দিয়া উঠিল ।

“বলুন মহাশয় ! বলুন, তাঁহার কি হইয়াছে ? তাঁহার কি কোন পীড়া হইয়াছে ?”

সৈনিক উত্তর করিল, “তাঁহাকে মাবিয়া ফেলিয়াছে ।”

“এঁয়া, মাকে মেবে ফেলেছে !” বলিয়া বালক হৃদয় বিদারক স্ববে চীৎকার করিয়া উঠিল ।

“চুপ করুন—চুপ করুন মহাবাজ ! আজি প্রাতঃকালে তাঁহাব প্রাণদণ্ড হইয়াছে ।”

“বাবাকে যেমন কবিয়া মেবেছিল—সেই গিলোষ্টানেব উপব বাবাকে যেমন কবিয়া মেবেছিল ?”

বাঙ্গাবাবি সৈনিক পুরুষেব উত্তর বোধ কবিয়া তুলিল । হতভাগ্য বালক বলিতে লাগিল, “যিনি এমন দয়ালু ছিলেন—এমন দয়ালু ছিলেন । হা পবমেশ্বর ! কিসে তাঁকে দোষী কবিল—তাঁর কি দোষ সপ্রমাণ কবিল ? তিনিত কখন কাহারও উপকার ভিন্ন অপকাব কবেন নাই । মা ! মা !”

“মহারাজ ! আপনাব কথাই প্রমাণ, আপনি বাণীব বিপক্ষে যে সাক্ষ্য দিয়াছিলেন, তাহাতেই বাণীব প্রাণদণ্ড হইয়াছে ।”

“আমি ? আমি তাঁব বিপক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছি ? আমি যে তাঁব এক গাছা চুলের নিমিত্ত প্রাণ দিতে সম্মত আছি ; তুমি কি বলিতেছ ?”

“স্থির হউন মহাবাজ । আমার কথা শ্রবণ করুন ; এখন পর্য্যন্ত আপনাদেব বংশের দুই এক জন জীবিত আছেন ; আপনি যেমন জননীর সৰ্কনাশ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও কোন দিন সৰ্কনাশ করিতে পাবেন, এমন কি আপনাব নিজেরও সৰ্কনাশ করিতে পাবেন । অবশ্যই আপনি বিবেচনা না করিয়া কোন কোন প্রশ্নেব উত্তর করিয়া থাকিবেন, আপনার সেই

অবশিষ্ট রাজবংশীয়গণের ভাগ্যপরিণাম । ১১১

উক্তর গুনিয়া পামবেবা বাণীৰ এই অপবাদ দিয়াছিল ক্ষে, তিনি বাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত কবিবাব জন্ত বিদেশীয় বাজগণের সহিত ষড়্‌যন্ত্র কবিতেছিলেন । এই অপবাদের নিমিত্তই তাঁহাব প্রাণদণ্ড হইয়াছে ।”

বালরাজ এই ভয়ানক কথা শুলি যেন ন্পষ্ট কবিয়া বুঝিবাব জন্তই এতাবৎ কাল নিশ্বাস বন্ধ করিয়াছিলেন ; অনন্তব তাহাব কথাব শেষ হইবামাত্র দীর্ঘ নিশ্বাস পবিত্যাগ পূৰ্ণক হতাশা জনিত স্থির স্ববে কহিলেন, “আমি কুলান্ধাব ; আমিই জননীৰ বধেব কাবণ । আজি অবধি এই মহাপাতককারী ওষ্ঠমধ্য হইতে আব একটী কথাও নিঃসৃত হইবে না ।” বস্তুতঃ সেই অবধি অষ্টাদশ মাস পর্য্যন্ত (মৃত্যুব কিয়ৎক্ষণ পূৰ্ণ পর্য্যন্ত) একটী কথাও তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হয় নাই ।

দশম অধ্যায় ।

অবশিষ্ট রাজবংশীয়গণের ভাগ্যপরিণাম ।

যে সময় মেরি আন্টটনেট্ টেম্পল কাবাগাব হইতে কন্ সিয়াজিরি কারাগৃহে আনীত হন, সেই সময় তাঁহাকে তাঁহার পুত্র ভিন্ন আরও দুইটীকে তথায় ছাড়িয়া আসিতে হইয়াছিল ; ঐ দুইটীর মধ্যে একটী তাঁহাব স্বামীৰ ভগিনী ম্যাডাম্ এলিজ্-

বেথ্‌ এবং অপবৰ্ণী তাঁহাব কণ্ঠা মেৰি টেবেসে । কাৰাস্থ বালবাজেব ইতিবৃত্ত বৰ্ণনে আবও অধিক অগ্ৰসব হইবাব পূৰ্বে তাঁহাব আশ্বজন ঐ দুইটী জীলোকেব বিষয়ে আমবা কযেকটী কথা বলি ।

তাঁহাব সমুদায় জীবন স্কুমাৰ স্নেহ, সৌজন্ত ও স্ত্রীজনোচিত-গৌৰবেব দৃষ্টান্ত স্থল ছিল, সেই মণ্ডান্‌ এলিজ্‌বেথ্‌ ১৭৯৪ খৃঃ অক্টেব ৯ই মে পর্য্যন্ত টেম্পল কাৰাগৃহেব একটী গহবৰ মধ্যে অবকদ্ধ থাকিলেন । তাঁহাব ও তাঁহাব ভ্রাতৃগণেব মধ্যে পবস্পৰ পত্নাদি লিখন চলিতেছে, এই দোষাবোপ কৰিষা ঐ দিন অপবাছে তাঁহাকে কন্‌সিষাব্‌জিবি কাৰাগাৰে লইযা যাওয়া হইল । পব দিন অপবাছে তিনি বিদ্ৰোহী সভাব সম্মুখে নীত হইলেন । নাম ও পদ জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি সগৌৰবে উত্তৰ দিলেন, “আমি ফ্রান্সেব এলিজ্‌বেথ্‌, তোমাদেব ৰাজাব পিতৃমসা ।” এই সাহস পূৰ্ণ প্ৰত্যুত্তৰ তাঁহাব বিচাবক-দিগকে বিস্ময়াবিষ্ট কৰিল এবং কিস্যৎ পৰিমাণে বিচাবেব বাধাও জন্মাইল । পৰিশেষে ইহাব সহিত আবও ২৪টী হতভাগ্যেব প্ৰাণদণ্ডেব আজ্ঞা হইল । কিন্তু তাঁহাকে ঐ ২৪ জন সঙ্গীব বোমহৰ্ষণ হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে প্ৰত্যক্ষ কৰিতে হইযা-ছিল । মৃত্যু কালেও তাঁহাব প্ৰশান্ত ভাবেব কিছুমাত্ৰ বিচলন হয় নাই, ঐ সময় বিচাবক বা ঘটকণেব বিৰুদ্ধে তাঁহাব মুখ হইতে একটী কথাও বাহিৰ হয় নাই । এলিজ্‌বেথ্‌ সৰ্ব্বাঙ্গ-সুন্দৰী ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহাব মৃতি প্ৰীতিপ্ৰদ ও স্মৃতি-যুক্ত ; কেশপাশ সুবৰ্ণ বৰ্ণ, সুনীল নয়ন বিষাদেব কালিমাষ

অবশিষ্ট রাজবংশীয়গণের ভাগ্যপরিণাম । ১১৩

ঈষৎ কলঙ্কিত, মুখ খানি বমণীয়, দন্ত গুলি সুন্দর ও বর্ণ উজ্জ্বল
শ্বেত । পবিত্রতা ও সদগুণাবলী তাঁহার অকলঙ্ক চরিত্রের
অলঙ্কার ছিল ।

ষোড়শ লুইস কন্যা মেৰি টেবেসের ভাগ্যপরিণাম তাঁহার
জনক জননী বা তাঁহার ভ্রাতা বা তাঁহার পিতৃঘরের স্থায়
শোচনীয় হয় নাই । তিনি ১৭৯৫ খৃঃ অব্দের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত
টেম্পল কাবায অবরুদ্ধ থাকিয়াও হতভাগ্য ভ্রাতা লুই চার্ল-
সের দুঃখেব অংশভাগিনী হইবার অনুমতি লাভ করিতে
পাবেন নাই, তাঁহাকে ভ্রাতার সহিত পৃথক্ করিয়া ও প্রতিক্ষণ
আশঙ্কাকুলিত চিত্তে কাল যাপন করিতে হইয়াছিল । রাজ-
কুমারীর বিষয়ে কি কণা কর্তব্য, স্থির করিতে না পারিয়া
পরিশেষে বিদ্রোহী সভা, ইতি পূর্বে যে কয়েক জন ফ্রান্সদেশীয়
সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অষ্ট্রিয়ানদিগের নিকট বন্দীকৃত ছিলেন, তাহা-
দের মুক্তির নিমিত্ত নিজস্ব স্বরূপ রাজকুমারীকে প্রদান করিতে
সম্মত হইলেন । তদনুসারে তিনি ফ্রান্স হইতে ভিয়েনায় নীত
হইয়া তাঁহার পিতৃব্যের নিকট অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ।
পিতৃব্যের অভিপ্রায়ানুসারে ডিউক্ অফ্ অঙ্গুলিমের সহিত
তাঁহার বিবাহ হইল । ঐ পিতৃব্যই কিছু কাল পবে ফ্রান্সের
রাজা ও অষ্টাদশ লুই নামে অভিহিত হন । ফ্রান্স রাজ্যে
রাজবংশের প্রতিবোপণ কালে এই রাজকুমারী জীবিত ছিলেন
এবং ফ্রান্সে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন ।

বিদ্রোহী সভা, রাজবংশের সহিত কুটুম্বিতার গন্ধমাত্র
আছে, এমন যাহাদিগকে পাইলেন, তাঁহাদের সমুদায়েরই

প্রাণ বিনাশ করিলেন । কিন্তু ইহাতেও তাঁহাবা ক্ষান্ত না হইয়া পরিশেষে রাজবংশীয় ব্যক্তিগণের ভূতা ও শিক্ষক-বর্গের প্রাণ হরণ ত্রিতে দীক্ষিত হইলেন । যে সকল নির্দোষ ও নিসহায় অবলা এই তুমুল হত্যাকাণ্ডে নিহত হন, রয়েল লিউ নামক ধর্ম্মমন্দিরের আবেন্স ষোড়শ লুইব পিতৃদশ-গণের শিক্ষয়িত্রী ম্যাডাম্ ডিস্মুলাঞ্জে তাঁহাদের অনাতম । এই জীবন্ত ও তাঁহাব পবমার্থ ভণিনীগণ এক দিনে এক সঙ্গে বধ্যভূমিতে নীত হইলেন । কাবাগাব পবিত্যাগ কালে তাঁহাবা বধ্যশকটে সমবেত তরঙ্গস্বরে ধর্ম্ম সঙ্গীত আবস্ত কবিলেন । বধ্যভূমিতেও সেই পবিত্র স্বরের বিরাম হইল না, বাদন কালে বহুস্ববা বীণাব তন্ত্রী সমুদায় যদি একে একে ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই বীণাপ্রনি যেমন ক্রমশঃ বিলয় পাইতে থাকে, তেমনই তাঁহাদের এক একটী মুণ্ড পতিত হইয়া সেই অমৃত নিস্যন্দিনী স্বর্গীয় একতান গীতিব ক্রমশঃ পবিচ্যুতি সাধন কবিতে লাগিল । সর্ব্বশেষে আবেন্স নিহত হইলেন । হনন কালেও তাঁহাব এক মাত্র স্বব উচ্চতব গ্রাম আবোহণ কবিয়া প্রেমার্জ গীতিকা প্রবাহে গগন প্রান্তব প্রাবিত কবিতে লাগিল । সেই স্বব এক বাবে নিস্তক্ক হইল । সেটী মৃত্যুর নিস্তক্কতা ।

একাদশ অধ্যায় ।

—:—

বহু দিন কারাবরোধের ফল ।

কিছু কাল পবে কর্তৃপক্ষীয়দিগের আদেশানুসারে সাই-
মনকে বাজকুমারের শিক্ষকের পদ হইতে অবরোধ কবিত্তে
হইল, কিন্তু কি কাৰণে সে তাহাদেব বিবাগভাজন হয়, ইতি-
বৃত্তে তাহার সবিশেষ বর্ণনা দৃষ্ট হয় না । যাহা হউক, সাইমন
পদচ্যুত হওয়াতেও বালবাজের অবস্থাব কিছু মাত্র পৰিবৰ্ত্ত
হইল না । সাইমনেব স্ত্রীয হেবাটকেও প্রবেশ দ্বাৰা টেম্পল
কাবাগাৰ অপবিত্র কবিত্তে বিবত হইতে হইল, বিদ্রোহী
সম্প্রদায়েব কর্তৃপক্ষদিগকে যেমন প্রায়ই একে একে স্ব স্ব মন্তক
দান কবিত্তে হইয়াছিল, হেবাটকেও সেইরূপ আশ্চর্যত প্রভূত
ছক্ষিয়ার স্বসামান্য প্রায়শ্চিত্ত স্বৰূপ গিলোটীন্ যন্ত্রাঘাত
শিষ্ণুদন সহ কবিত্তে হয় ।

ছদ্মবেশধারী সৈনিক পুরুষব কাবা প্রবেশেব ত্র্যশোদ ।
মাস পবে কর্তৃপক্ষ প্রেবিত তিন জন ভদ্র লোক বালবাজেব
তত্ত্বাবধানার্থে টেম্পলে উপস্থিত হইলেন । বালবন্দী
যথাস্থলে বসিয়া পূৰ্ববৎ তাংসেব ঘৰ নিৰ্ম্মাণ কবিত্তেছেন
তাঁহার যে মুখমণ্ডল, এক কালে অরূক্ষণ সজীবতা জ্যোতিঃ
নিৰ্ম্মানন কবিত্ত, যাহা এক্ষণে নিতান্ত শূন্য ও নিতান্ত হতপ্রভ
হইয়া পড়িয়াছিল, ঐ তিন জন ভদ্র লোকেব পাদবিক্ষেপ শব্দ

তাহাকে কিঞ্চিৎ মাত্রও অবধানপৰ কবিতে সমর্থ হইল না এবং ঈদৃশ নব দৰ্শক সমাগমেও তাঁহাব শূন্য ভাব অপমীত হইল না । হার্মাণ্ড নামক অন্ততম তত্ত্বাবধায়ক অগ্ৰসৰ হইয়া বালবন্দীৰ নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মন্তকাবৰণ উন্মোচন কৰিয়া হস্তে ধাবণ কৰত কহিতে লাগিলেন, “মহাশয় ! আপনাব শাবীৰিক অশ্লুহতা, ব্যাযাম পৰাধুহতা, ঔষধ সেবনে বিবতি, চিকিৎসকেৰ আগমনে অমুৎসাহ, কোন প্ৰশ্নেৰ উত্তৰ দানে এমন কি একটী বাক্য মাত্ৰ ব্যায়েও নিতান্ত অনিচ্ছা শ্ৰবণ কৰিয়া গবৰ্ণমেণ্ট আমাদিগকে ঐ সকল বিষয়েৰ তত্ত্বানুসন্ধান কৰিবাব ভাব দিয়াছেন । অতএব গবৰ্ণমেণ্টেৰ অভিপ্ৰাযানুসাবে আমবা আপনাব নিমিত্ত এক জন চিকিৎসক নিযুক্ত কবিতে ইচ্ছা কৰি ; আপনাব বেড়াইবাব জন্ত অধিকতৰ স্থান দিবাব অথবা যাহাতে আপনাব প্ৰীতি হয়, সেইৰূপ আমোদ প্ৰমোদেৰ দ্ৰব্য সামগ্ৰী আনয়ন কৰিবাব ভাব আমাদেব উপৰ অৰ্পিত হইয়াছে । এক্ষণে সৰ্বিনয়ে প্ৰাৰ্থনা কবিতেছি, আপনাব যাহা ইচ্ছা হয়, আদেশ কৰুন, আমবা আপনাব একান্ত আজ্ঞাধীন ।”

হার্মাণ্ডেৰ বচনান্তে হতভাগ্য বালবাজ মন্তকোত্তোলন কৰিয়া বক্তাব দিকে দৃষ্টিপাত কৰিয়াছিলেন এবং বোধ হইয়াছিল, যেন তিনি অবহিত হইয়া তাঁহাব বাক্যগুলি শ্ৰবণ কবিতেছেন, কিন্তু ঐ পৰ্য্যন্ত ; হার্মাণ্ডেৰ নিবেদনেৰ প্ৰত্যুত্তৰ স্বৰূপ একটী কথাও মুখ মধ্য হইতে বিনিৰ্গত হইল না ।

হার্মাণ্ড পুনৰ্দ্ধাৰ বলিতে আৰম্ভ কবিলেন, “বুঝি আমি

পরিষ্কার কবিতা বলিতে পারি নাই, বুদ্ধি আপনি আমার কথা বুদ্ধিতে পাবেন নাই। আমি আপনাকে এই কথা দ্বিজ্ঞাপ্য কবিতা ছিলাম, আপনার কোন প্রকার ক্রীড়ার দ্রব্য লইতে ইচ্ছা আছে কি না? পক্ষী, কুবু, কি একটা ঘোড়া, কি দুই এক জন মনোমত বৎস, যাহা অভিল্য হয বলুন। বোধ করি, বাগানে কি বাবাণ্ডায় আপনার মধ্যে মধ্যে যাইতে ইচ্ছা হয়? কোন প্রকার-মিষ্টান্ন, কি একটা ভাল পোষাক, কি একটা ঘড়ি, কি এক গাছি চেইন, ইহাব মধ্যে কোন সামগ্রী লইতে আপনার ইচ্ছা হয়? কেবল আপনি মুখের কথা খসাইলেই হয়।”

হার্মাণ্ড বাল জন লোভনীয় ঐ সমস্ত দ্রব্যের একে একে নামোল্লেখ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই বালবন্দী চিত্ত আকর্ষণ কবিতা পাবিলেন না। তিনি যত ক্ষণ ঐ সমস্ত দ্রব্যের নাম কবিতা ছিলেন, তত ক্ষণ তাহাব মুখমণ্ডল সুখ দুঃখে সম্পূর্ণ অনবধানতা প্রদর্শন কবিতা ছিল এবং যখন তাহাব কথা সঙ্গ হইল, তখন একপ ঔদাসীন্য ও বিষম ভাবে মলিন হইয়া আসিল যে, হার্মাণ্ড আব সে দিকে নেত্রপাত কবিতা না পারিয়া বিবর্তিত মুখে দুঃখাবেগ সম্বরণ কবিতা লাগিলেন।

অতঃপর এক জন কাব্যবক্ষক কহিল, “মহাশয়। কুমাবেক কথা কহাইবার চেষ্টা কবা বৃথা। আমি ত্রয়োদশ মাস ঐ স্থানে বাস কবিতাছি, কিন্তু এক দিনও আমি উহাকে একটা কথাও কহিতে দেখি নাই। চামাব সাইমন (আমি যাহাব স্থানে নিযুক্ত হইয়াছি) আমাকে বলিবাছিল যে, যে অবধি

আমি উহাকে জননীর বিপক্ষে এক খানি পত্রে স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছি, সেই অবধি উহার মুখ হইতে আব একটী কথাও নির্গত হয় নাই ।”

এই নিদারুণ হৃদয় বিদারণ বৃত্তান্ত শ্রবণ কবিয়া দর্শকেবা বিস্মিত হইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “এখনও ইহাব বয়স নয় বৎসর পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু আমার কথাই জননীর মৃত্যু সাধনের দ্বাব হইয়াছে, অতএব এ পাপ মুখ দিয়া আব একটী কথাও উচ্চারণ কবির না, এই বয়সে এই রূপ প্রতিজ্ঞা কবিয়াছে এবং এপর্যন্ত সেই প্রতিজ্ঞা পালন কবিয়া আসিতেছে ।” এদিকে বালকাজেব মাধ্যাহ্নিক ভোজ্য আনীত হইল । অবলোকন মাত্র দর্শকেবা যুগপৎ ক্রোধ ও বিষ্ময়ে অভিভূত হইলেন ; কিন্তু মনোগত ভাব অতি ক্রুক্ষে মনোমধ্যেই নিহিত বাধিতে হইল । ষোড়শ লুই ও মেবি আর্টইনেটেব প্রযুক্তপ্রতিপালিত পুত্রের নিমিত্ত— ফ্রান্স দেশের রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারীর নিমিত্ত সামান্ত সুখ্য পাত্রে যে ভোজ্য আসিয়া উপস্থিত হইল, এক জন দরিদ্র কৃষকেব আহাব সামগ্রীও তাহাব নিকট বাজভোগ বলিয়া প্রতীয়মান হয় ।

দর্শকেবা স্বতঃই বালকেব মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত কবিলেন ; মুখে যেন স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছিল “ইহাতে কি ক্ষতি ? আমাকে ত মাঝিয়া ফেলিলেই হয় ।” ফলতঃ জননীর ঘাতকদিগের হস্ত হইতে তিনি আব কি প্রত্যাশা কবিতে পারিতেন ? যদি তিনি কিছু আশা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে হতাশ

হইতেই হইত । দর্শকেবা, তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, বিজ্ঞোহীবা তাহার কিছুতেই কর্ণপাত করেন নাই । এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত তিনি ঘে কক্ষিৎ পবিমাণ বিস্কদ্ধ বায়ু সেবন করিতে পাইতেন, এক্ষণে তাহারও পবিমাণ ন্যূন করিয়া দেওয়া হইল, বাতায়নেব পরিসর হ্রস্ব ও লৌহময় গবাদে গুলি আরও ঘনীভূত করা হইল এবং গাত্র পবিমার্জ্জম ও বস্ত্র ক্ষাণ্ণাদি কার্য্য সম্পূর্ণ রূপে তাঁহারই উপর নিক্ষিপ্ত হইল । কাবাগাবেব দ্বাব এক প্রকাব রুদ্ধ হইল । একটা মাত্র গবাক্ষ দ্বাব দিয়া সেই ভাব বহন কাতর দুর্ব্বল হস্তে এক এক কলস জল ও অতীব জঘন্য অপুষ্টি-কর আহাব সামগ্রী প্রক্ষিপ্ত হইত । স্বহস্তে শয্যা নাড়িবেন, এমন শক্তি নাই ; অন্যেও নাড়িয়া দিবে, এমন কেহই নাই , স্মৃতবাং বিছানাব চাদর ও লেপ গুলি ছিন্ন ভিন্ন ও মলিন হইয়া দুর্দশাব চবম অবস্থা উপস্থিত করিল ।

যদিও দুই জন প্রহরী অষ্টপ্রহর দ্বার রক্ষা করিত, তাহাবা কখনই বন্দীব সহিত কথা বার্তা করিত না, স্মৃতবাং তাদৃশ নির্ম্মল মনীষাও নিভৃত বাস নিবন্ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল । জীবনের দুর্দশ ভাববত্বাতেই বেন মেরুদণ্ড বক্র হইয়া পড়িল, ধর্ম্ম প্রবৃত্তি কলুষিত হইয়া আদিল এবং ঐ পীড়া এরূপ সমবে প্রবল হইয়া উঠিল যে, বিলম্ব প্রেরিত চিকিৎসক-দ্বয় কিছুতেই তাহার শমতা করিতে পারিলেন না ।

এক জন চিকিৎসক বালকের দুরবস্থা দেখিয়া ক্রোধ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া যথোচিত পুরুষ বচন প্রয়োগ করিতেছিলেন,

এমন সময় বালরাজ তাঁহাকে ইঙ্গিত দ্বারা শয্যাব নিকটবর্তী হইতে বলিলেন এবং অষ্টাদশ মাস পালিত মৌনব্রত ভঙ্গ কবিয়া কহিলেন, “মহাশয় ! এত উচ্চস্ববে কথা কহিবেন না, আমি বিনয় কবিতোছি, মৃদুস্বব অবলম্বন করুন, দিদী যদি শুনিতে পান যে, আমার পীড়া হইয়াছে, তাহা হইলে আমার বাড়ই কষ্ট হইবে, দিদী কতই শোক কবিবেন ।”

দ্বাদশ অধ্যায় ।

—:—

স্বত্ব ।

পাঠকবর্গ ! আমরা কার্লনিক উপন্যাস বচনা কবিয়া আসিতেছি না ; সপ্তদশ লুই জঘন্ত কাবাগাবে রুদ্ধ হইয়া যে যন্ত্রণা সম্মুখ কবিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন কবিতো হইলে, আব বচন বচনার পাবিপাট্য আবশ্যক হয় না । তবে আপনাবা যদি এই অতি শোচনীয় বর্ণনার স্থানে স্থানে সন্দিহান হইয়া আমাদিগকে অতি বর্ণন দোষে দূষিত মনে কবেন, তাহা হইলে আপনাদিগেবও দোষ নাই । স্করুণ কোমলাস্ত্রঃকবণেব স্বভাবই এই যে, সহজে মানব প্রকৃতিব বিরুদ্ধ বর্ণনে বিশ্বাস কবে না ।

আপনাবা স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা কবিবেন যে, কেহই কি ঐ দীন বন্দীকে পামব মণ্ডলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ কবিবার

উপায চিন্তা করে নাই? কেহই কি তাঁহাব অবস্থা বর্ণন করিয়া জনগণের হৃদয়ে করুণাব উদ্বেক করিবার চেষ্টা পায় নাই? কিন্তু বলিতে লজ্জা হয়, বাস্তবিক কেহই একপ চেষ্টা কবে নাই। যে জাতি সর্বপ্রধান, যে জাতি সর্বাপেক্ষা জ্ঞানালোকসম্পন্ন, ও যে জাতি সর্বাপেক্ষা ভদ্র বলিয়া সর্বত্র পবিচয় দিয়া আসিত, সেই জাতীয় কয়েক জন উচ্চপদাকট স্বেচ্ছাচাব পাপাত্ম্যাব (যাহাদিগের স্পর্শে সেই উচ্চ পদ গুলি অপবিত্র হইয়াছিল) ভয়ে সমস্ত ব্যক্তিকে ভীত ও অবনত-বদন থাকিত।

এক জন ইতিহাসবিৎ বলেন, “তৎকালে স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে কাহাবও সাহস হয় নাই, সহস্র সহস্র ব্যক্তির কাবা-বাস এবং শত শত ব্যক্তির প্রাণনাশ প্রত্যক্ষ কবাত সার্ব্ব দ্বিকোটী লোকেব মনে অহোবাত্র কাবাগাব ও হত্যাকাণ্ডই জাগরক ছিল।” এই নিমিত্তই লুই চার্লসেব ভুববস্থা জ্ঞাত থাকিয়াও কেহই তাহাব প্রতিবিধান কবিতে সাহসী হয় নাই।

“ভয়ের শাসন*” অতিবাহিত হইল, উন্মত্ত জাতির জ্ঞান-

* বিদ্রোহ সময়ে ফ্রান্সে সাধাবণ তন্ত্র স্থাপিত হইলে, বিদ্রোহী সভ্য জাতি নৃশংসভাবে দেশেব শাসন কাব্য নির্বাহে প্রবৃত্ত হন। সাধাবণ তান্ত্রিক দ্বন্দ্ব মতাবলম্বী অথবা বাজতন্ত্রেব স্বপক্ষ বলিয়া কাহাবও প্রতি অশুমাত্র সন্দেহ উপস্থিত হইলে, বিশেষরূপ প্রমাণ প্রযোগেব অথবা বিচাবেব অপেক্ষা না রাখিয়া তৎক্ষণাৎ গিলোটিন যন্ত্রে তাহার মস্তকচ্ছেদন সাধিত হইত। এই নিদাক্ষণ হত্যাকাণ্ডে কত শত নিবপরাধ হতভাগ্যেব প্রাণ বিনাশ হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। ফলতঃ তৎকাল প্রজাগণকে ধন, প্রাণ, মান হাতে করিয়া নিতান্ত শঙ্কাকুলিত চিত্তে থাকিতে হইত। বিদ্রোহী সভ্যব ঐরূপ নৃশংস ও ভয়ানক শাসন সময়কে “ভয়ের শাসন”(Reign of terror) বলিত।

চক্ষু অপেক্ষাকৃত উন্মীলিত হইল, তখন বালরাজের স্বাস্থ্য-
 রিধানের নিমিত্ত উল্লিখিত চিকিৎসক মহাশয় প্রেরিত
 হন; কিন্তু সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল—বালবাজেব
 জীবন রক্ষাব উপায় সাধনের সময় অতীত হইয়াছিল।
 চিকিৎসক তাঁহাব দুরবস্থা দেখিয়া শীঘ্রই তাঁহাকে কুসুমোদ্যান
 সম্বিহিত একটা প্রশস্ত গৃহে লইয়া গেলেন এবং বিশুদ্ধ বায়ু-
 সমাগমে তাঁহাকে অপেক্ষাকৃত সজীব হইতে দেখিয়া আশ্বাস-
 ভবে বলিয়া উঠিলেন, “তুমি শীঘ্রই উদ্যানে বিচরণ ও ক্রীড়াদি
 কবিত্তে সমর্থ হইবে।”

বালবাজ ঈষৎ মস্তক উত্তোলন করিয়া কহিলেন, “আমি।
 আমি! যেখানে মা গিয়াছেন আমি সেই স্থান ভিন্ন অন্ত্র
 বাইব না। মা আমাব কিছু আব এ পৃথিবীতে নাই।”

চিকিৎসক সাস্থ্যনাশয়ে কহিলেন, “ভালই মনে কবিত্তে হয়।”

বালবাজ ইহাব প্রত্যুত্তর স্বরূপ ঈষৎ হাস্ত কবিলেন,
 কিন্তু সেই হাস্তে কত শত অভ্যুদয়াশাব মূলোচ্ছেদ, কত শত
 আনন্দের পর্য্যবসান এবং কত শত কষ্টেব দীর্ঘাবস্থানেব পবি-
 চয়ই প্রদান কবিল।

১৭৯৫ খৃঃ অশ্বেব জুন মাসেব অষ্টম দিবসে বেলা দুই
 ঘটিকার সময় বালবাজ পার্শ্বস্থ লোকদিগকে বাতায়ন উন্মী-
 টন কবিত্তে ইঙ্গিত করিলেন, তৎক্ষণাৎ আদেশ পালিত
 হইল। তখন অতি কষ্টে উদ্ধৃদিকে নেত্র পাত কবিয়া যেন
 কাহাকে অন্বেষণ করিত্তেছেন, এই ভাবে বদ্ধদৃষ্টি হইয়া মূহূৰ্ত্তে
 “মা” শব্দ উচ্চারণ কবিয়া প্রাণত্যাগ কবিলেন।

এই রূপে দশ বর্ষ দুই মাস বয়ঃক্রম কালে সপ্ত দশ লুই, লোকান্তর গমন করিলেন। তাঁহার অপেক্ষা পবিত্র আত্মা অমর লোকে আর প্রবেশ করে নাই।

ফ্রান্সের বাল চন্দ্রমা আজি চিব দিনের নিমিত্ত অন্তর্মিত হইল। ফ্রান্সের কমল মুকুল আজি অগাধ সলিলে নিমগ্ন হইয়া গেল। হা হতভাগ্য ষোড়শ লুই! হা হতজ্ঞানি মেরি আন্টইনেট্। তোমাদেব সেই সাধের ধন আজি কে হরণ করিয়া লইল, তোমরা আসিবা একবার চক্ষে দেখিলে না?

সমাপ্ত ।